চতুরিকা

রবি বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস
২২।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট
কলিকাতা

উৎসর্গ

সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রথম ও চির সহায় অধ্যাপক সুকবি

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এই লেখকের দ্বিতীয় রহস্য উপন্যাস

অনামিকা

?

—পরিচয়—

ইংরেজী রহস্য-উপন্যাস বা রোমাঞ্চ-সাহিত্য যাঁরা প'ড়ে থাকেন **এড্গার ওয়ালেস্-এর** সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকবার কথা। রহস্য-সাহিত্যের লেখক বহু ছিলেন, রয়েছেনও। কিন্তু এড্গার ওয়ালেসের বইগুলি শুধু রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির বিবৃতি নয়, সেগুলিতে ঘটনার পরিবেশ ছাপিয়ে উঠেছে ব্যক্তিত্বের অভিনবত্ব। একটা চাপা রোমাঞ্চের পটভূমিতে নায়িকা এবং নায়কের ব্যক্তিত্ব চিত্তাকর্ষকরূপে ফুটে উঠেছে তাঁর অধিকাংশ রহস্য-উপন্যাসে।

ইংরেজ সাংবাদিক এড্গার ওয়ালেস্ জন্মেছিলেন লণ্ডনে আঠারশ' পঁচাত্তর খৃষ্টাব্দে। ১৯৩২ সালে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দারিদ্র্যের মধ্যেই তাঁর শৈশব কেটেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ সৈনিকের সাজে যুদ্ধ ক'রতে গিয়ে তিনি প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন। ক্রিমিন্যাল বা অপরাধীদের সম্বন্ধে তিনি অদ্ভুত খবর রাখতেন। তাদের মনস্তত্ত্বে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। সব নিয়ে দেড়শ' উপন্যাস তিনি রচনা করেন, আর চোদ্দখানা নাটক।

আমাদের আখ্যান-ভাগ এড্গার ওয়ালেসের বিখ্যাত রহস্য-উপন্যাস "ফোর স্কয়ার জেইন্" থেকে নেওয়া। "ছায়া অবলম্বনে রচিত" কথাটা দ্ব্যর্থক। অনেকে প্রায় হুবহু অনুবাদ ক'রেও পাদটীকায় লিখে দেন —অমুকের অমুক বইয়ের বা গল্পের "ছায়া অবলম্বনে রচিত"। চতুরিকায় এই ছায়াটাকে হ্রস্ব-দীর্ঘ-পরিবর্ত্তিত-পরিবর্জিত—ইত্যাদি নানা ভাবে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কতকগুলি পরিস্থিতিও আংশিকভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু তা হ'লেও 'চতুরিকা' যে এড্গার ওয়ালেসের 'ফোর স্কয়ার জেইন্' তা নিঃসন্দেহে চেনা যাবে।

র. ব.

প্রথম পরিচ্ছেদ

বছর খানেক হ'ল অলিম্পিয়া রোডে একজন নামজাদা বড়লোক বাড়ী হাঁকিয়ে বসেছেন। অতি আধুনিক ধরণের বাড়ী। গেটে বন্দুকধারী শান্ত্রী পাহারা দিচ্ছে। সামনেই সবুজ লন্; চার পাশে দেশী ও বিদেশী নানা রকমের ফুলের গাছ; দু'পাশে দু'টি বিরাম-কুঞ্জ; মাঝখানে শ্বেতপাথরের ইতালীয় নগ্ন নারী-মূর্ত্তি—মাথায় কলসী নিয়ে দাঁড়িয়ে। সেই কলসী ছাপিয়ে বিচিত্র আকারে চারদিকে জল ছড়িয়ে পড়ছে। সমস্ত বাড়ীখানা একটি ছবির মত দেখতে।

মিষ্টার সেন প্রায় প্রৌঢ়-বয়স্ক; চেহারা বিলক্ষণ ভারী গম্ভীর; কতকটা দাম্ভিকও বটে। ঝি-চাকর দরোয়ান, খানসামা-চাপরাসী নিয়ে জন কুড়ি ছাড়া, নিঃসন্তান মিষ্টার ডি ডি সেনের ছিল সপ্তবিংশতি-বর্ষীয়া রূপসী স্ত্রী (অবশ্যি সেকেণ্ড এডিশ্যন্) মিসেস্ চঞ্চলা সেন। চঞ্চলা কড়া রকমের মডার্ণ; তীব্র রকমের আলোকপ্রাপ্তা; তা ছাড়া মিষ্টার সেনের সঙ্গে তিনি একবার কঁাণ্টনেন্টাল টুর দিয়ে এসেছেন।

মিষ্টার সেন কারুর সঙ্গে বড়-একটা মেলা-মেশা করতেন না; কিন্তু ইউরোপ-ফেরত অত্যন্ত ফ্যাশন্-দোরস্ত স্ত্রী চঞ্চলাকে বাগ মানাতে না পেরে তাঁকে হাল ছেড়ে দিতে হয়। ফলে, চঞ্চলার বন্ধু-বান্ধবীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলে, এবং ফি-মাসেই মিসেস্ সেনের "অ্যাট্ হোম্"-এর বাবদ একটা মোটা রকমের

টাকার অঙ্ক বেরিয়ে-গিয়ে মিষ্টার সেনের মেজাজটা চড়িয়ে দেয় উনপঞ্চাশে। অবশ্যি মেজাজের ধাক্কাটা সামলাতে হয় চাকর-বাকরদের, কারণ এ-নিয়ে চঞ্চলাকে কিছু বলার দুঃসাহস তাঁর নেই। চঞ্চলা সামান্য মৃদু অনুযোগকে তুড়ী মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলে—খরচের জন্যেই টাকা। অনুযোগ যদি কখনও তীব্র হয় তা হ'লে মিষ্টার সেনের রোলস্‌রয়েস্‌ গাড়ীখানা চঞ্চলাকে নিয়ে সিনেমা রোড্‌, ফ্যাসান্‌গঞ্জ এবং ডার্ক ষ্ট্রীটের বড় বড় ফটক-ওয়ালা বাড়ী এবং চৌরঙ্গীর সাহেবী হোটেলগুলো ঘুরে অবশেষে এক দৌড়ে একেবারে দম্‌দম্‌ উড়োজাহাজের ইষ্টিশ্যানে গিয়ে থাকে। তখন সমস্ত কাজ ফেলে রেখে মিষ্টার সেনকে তাঁর রেইসিং কার্‌-খানা নিয়ে ছুট্‌তে হয় পেছনে; ভয়, পাছে—চঞ্চলা শেষটায় মোটর ছেড়ে দিয়ে পাইলট্‌ হ'য়ে বসে উড়োজাহাজের! যদি অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয়! প্যারাশ্যুট্‌ (উড়ো ছাতা) না খুলতে খুলতে হাত-পা ভেঙে যদি চঞ্চলা···উঃ ভাবা যায় না...

কিন্তু যে-দিনকার কথা বলছিলাম—হ্যাঁ, অবশ্যি অনেক দিন পরেকার কথা। চঞ্চলা একশ' তিরিশ পাউণ্ড এবং মিষ্টার সেন তিনশ' পাউণ্ড হ'য়ে সবে মুসৌরী থেকে ফিরে এসেছেন। মিষ্টার সেনের সাত রকমের ব্যবসা-বাণিজ্যও চলেছে জোর। চঞ্চলাও ইদানীং ধাতস্থ হ'য়ে এসেছে।

মিষ্টার এবং মিসেস্‌ সেনের সান্ধ্য ভোজে মহানগরীর লক্ষ-পতি এবং অ্যারিষ্টক্র্যাট্‌ (অভিজাত)-দের অনেকেরই নৈশ নিমন্ত্রণ হয়েছে। বিলিয়ার্ড এবং ব্রিজ্‌ ছাড়া, নাচ-গানের

ব্যবস্থাও হয়েছে। নটরাজ নাচবেন নটিনী সরকার; রাবীন্দ্রিক গাইবেন বলাকা বাসু এবং ভজন গাইবেন চন্দনা রে।

সকাল থেকেই আকাশটা মুখ ভার ক'রে ছিল। ঝির ঝির ক'রে একটু বর্ষণের সঙ্গে শির শির ক'রে একটা বিশ্রী হাওয়া দিচ্ছিল। মিষ্টার সেন চা শেষ ক'রে একটা মূল্যবান চুরুট ধরিয়ে ক্যাল্‌কাটা এক্‌স্‌চেঞ্জ গেজেট্‌খানা উল্টে যাচ্ছিলেন। মুখের ভাবটা প্রসন্ন ছিল না; হয়ত আসন্ন খরচের ভাবনাটা একটু বেশী ক'রেই চেপে বসেছিল। পাশে আর-একটা সোফায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় মিসেস্ সেন বিলিতি চলচ্চিত্র মাসিকের ছবিগুলো দেখছিল। খানিক বাদে বিরক্ত হ'য়ে চঞ্চলা বই ফেলে উঠে দাঁড়াল। একটা হাই তুলে মিষ্টার সেনের পাশে ব'সে প'ড়ে বাঁ-হাত দিয়ে স্বামীর গোঁফটা একটু টেনে বল্‌লে, 'হ্যাঁ গা, তোমার আজ হয়েছে কি বল্‌তে পার! আমি জানি কিন্তু—'

'তোমার ভুল, চঞ্চল, আজকের খরচটার কথা আমি মোটেই ভাবছিনে; ত্রিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে টাকা কিছু সঞ্চয় করেছি; তুমি একা আর তার কত খরচ করবে? আজ রাত্রিতে ডিনার পার্টিতে তুমি যা ব্যয় ক'রছ—ক'লকাতার কোনো পার্টিতেই তা হয় না; এ আমি জোর ক'রেই বল্‌তে পারি। ক'লকাতার অ্যারিষ্টক্র্যাট্ বল্‌তে যাদের বোঝা যায়—তাঁরা বড় কেউ বাদ যাবেন না; আর তোমার রূপসী বান্ধবীরা আজ পার্টিতে যে হীরে-জহরতে আপাদমস্তক মুড়ে আসবেন, সেটা

ভেবেই আতঙ্ক হ'চ্ছে।'

চঞ্চলা এক্স্‌চেঞ্জ গেজেটখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লে, 'দেখ, আমিও তাই ভাবছি। মনে আছে তো সেবারকার কথা মীরার হীরার কণ্ঠীটা কি-রকম উধাও হ'ল! কত বড় দায়িত্ব জান?'

'দায়িত্ব মানে?'

'ন্যাকামো ক'রো না। এই সাতরাজার ঐশ্বর্য্যের ছড়াছড়ি হবে তোমার বাড়ীতে—খবরের কাগজ পড় না? তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের কাছেও কিছু শোন না?'

মিষ্টার সেন হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌লেন। বল্‌লেন, 'চঞ্চল, জানি তোমার আশঙ্কা কোন্‌খানে। তুমি "চতুরিকা"'র ভয়ে এ-সব বল্‌ছ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার বুদ্ধিটা বড্ডো বেশী সূক্ষ্ম কি-না, তাই এটা এখনও মাথায় আসে নি। আজ তোমার বাড়ীতে যদি তার শুভাগমন হয়, কী সর্ব্বনাশটা হবে, ভেবে দেখেছ?'

'বাঃ চঞ্চল! তোমার কথা কওয়ার ঢঙ্‌টী কি চমৎকার! যেন পার্টিটা আমার কল্যাণেই হচ্ছে আর কি! কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয়, চঞ্চল, এ অদ্ভুত চিজ্‌-টিকে কিছুতেই কেউ ধরতে পারছে না। মিষ্টার দে-র মেয়ের বিয়েতে—তোমার মনে আছে, চঞ্চল? কম পক্ষে আশী নব্বুই হাজার টাকার জড়োয়া গহনা চুরি হয়েছিল সে রাত্রিতে। মিষ্টার দে-র ধারণা "চতুরিকা" তাঁর নিমন্ত্রিতদের ভেতরেই ছিল; অথচ আশ্চর্য্য—'

'হ্যাঁ গা, এই চতুরিকাটি কে ? তোমার ধারণা কি বল তো ?'

'কি ক'রে বলব বল ? ক'লকাতার সরকারী এবং বে-সরকারী ধুরন্ধর ডিটেক্‌টিভ্‌রা হয়রান হ'য়ে গেছে এর পেছনে ছুটে ছুটে—পাত্তাই পায় না। এরকম ডাকাতি যে এদেশে হ'তে পারে, এইতো বিশ্বাস হ'তে চায় না। সে-দিন ফার্স্টক্লাস ট্রাম্‌ থেকে এক ভদ্রলোকের নগদ ছ' হাজার টাকা উধাও হ'ল। তাঁর পাশেই নাকি মেয়েটা ব'সে। টেরও পেলে না, আশ্চর্য্য ! খবরের কাগজওয়ালারা এর নাম দিয়েছে "চতুরিকা"। আর মজা হচ্ছে—এ যে জিনিসে হাত দেবে—তার ওপর একটি লাল রঙ্‌য়ের লেবেল্‌ রেখে যায়। তাতে থাকে ওর ফোটো—চশমা চোখে, বিদ্রূপের হাসি-মাখানো দুটি পাত্‌লা ঠোঁট ; চমৎকার রূপসী মেয়েটি—'

যাক-থাক্‌ ; আর ব্যাখ্যা করতে হবে না ; আসুক সে আজ রাত্তিরে আমার বাড়ী !'—বলা বাহুল্য, চঞ্চলা স্বামীর মুখে কোনো তরুণীর রূপের প্রশংসা সইতে পারে না। মিষ্টার সেন মুচ্‌কি হেসে বল্‌লেন, 'আমি সুশীল সমাদ্দারকে আনাচ্ছি আজ রাত্তিরের জন্যে ; তুমি ব্যস্ত হ'য়ো না, চঞ্চল !'

'সুশীল-বাবু আসছেন, সত্যি ?—কিন্তু তাতে তো সুবিধে হবে না ; একজন ওস্তাদ দেখে মেয়ে গোয়েন্দা আনাতে পারলে ভাল হয় ; কেউ সন্দেহ করবে না ; ওয়াচ্‌ করবার সুবিধেও হবে।'

'ঠিক বলেছ ; আচ্ছা আমি ফোন্‌ করছি সুশীলকে ;

মেয়ে-গোয়েন্দা পাঠায় যেন। নিজেও অবিশ্যি থাকবে······ হ্যালো পার্ক······কে, মিষ্টার সমাদ্দার ? সৌভাগ্য ; দেখুন, উনি বলছিলেন—মানে মিসেস্ সেন বলছিলেন—একটি লেডী ডিটেক্‌টিভ্ হ'লেই ভাল হয়। আপনাকে হয়ত,—তাছাড়া মানে,—আমি আগেই একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করতে চাইনে···মেয়ে গোয়েন্দাই ভাল, কেউ সন্দেহ করবে না, বুঝতে পারছেন ! আপনি তো থাকবেনই ; তবে বেশির ভাগই জেনানা কি-না, ব্যাপারটা জেনানার হাতে থাকাই ভাল। অ্যাঁ, হাতে আছে , বেশ, বেশ, অশেষ ধন্যবাদ ; পাঠাবেন একটু শীগগির ক'রে···সাতটার ভেতর ···আপনি আসতে পারছেন না ; কিন্তু এলে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম—আচ্ছা, আট্‌কাবে না। নাম বললেন—লীলা স্যানিয়াল ? বেশ বেশ—এরকমই আমি চাই···আচ্ছা, নমস্কার···আপনিও একটু দেখবেন চেষ্টা ক'রে··· আচ্ছা, নমস্কার···।

সাতটা না বাজতে মিষ্টার সেন সেজে-গুজে নীচে নেমে এলেন। চঞ্চলা তখনও তৈরী হ'তে পারেনি ; ড্রেসিং রুমে দেওয়াল-জোড়া আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে লিপ্‌ষ্টিক্ দিয়ে ঠোঁট রাঙা করছে। আগাগোড়া সবুজের ওপর দু-কানে দুটি হীরার দুল ঝিক্ মিক্ করছে। হাতের নানা রকমের আংটিগুলো থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে। বাঁ হাতে সোনার ছোট্ট ঘড়িটা চমৎকার মানিয়েছে। রূপ আর ঐশর্য্যের সংমিশ্রণে চঞ্চলাকে অপরূপ দেখাচ্ছিল।

নীচে ড্রয়িং রুমে ব'সে মিষ্টার সেন সিগার টানছিলেন, আর একেকবার গেটের দিকে তাকাচ্ছিলেন। ডিনার সার্ভ করবে 'ভ্যানিটি'। তাদের গাড়ীখানা এই মাত্র বেরিয়ে গেল। পরক্ষণেই একখানা টু-সিটার হঁাকিয়ে একটি সুন্দরী তরুণী মিষ্টার সেনের গ্রীণ্‌ ইয়ার্ডে এসে পার্ক করলেন। পাশের ছোকরা সোফার আবার পেছনে একরাশ ধেঁায়া ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এই তরুণীটিকে দেখে মিষ্টার সেনের মনটা একটু যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠল অকস্মাৎ। এমন সময়ে উর্দীপরা চাপরাসী এসে রূপোর প্লেটে ছোট্ট একখানা আইভরি কার্ড দিয়ে গেল। কার্ডে নাম রয়েছে, 'মিস্ লীলা স্যানিয়াল—ডিটেক্‌টিভ্'। মিষ্টার সেন বললেন, 'লাইব্রেরী ঘরে নিয়ে যা ; আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।'

লাইব্রেরী ঘরে যে তরুণীটি ব'সে ছিলেন তাঁর বয়স হবে বছর একুশ-বাইশ ; রিম্‌লেস্ চশমার আড়ালে চোখ দুটি বুদ্ধি ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিচ্ছে। মুখে কেমন একটা নির্লিপ্ত ভাব—কোথায় যেন কি-একটা হারিয়ে গেছে! —অথচ, একটু চাপা হাসি যেন মাঝে-মাঝে ঠোঁটের একটা কোণ কাঁপিয়ে তুল্‌ছে। মিষ্টার সেন নমস্কার ক'রে বল্‌লেন, 'আপনিই ?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ, লীলা স্যানিয়াল—ডিটেক্‌টিভ্ ; সুশীল-বাবুর কাছ থেকে আসছি ; উনি বোধ হয় আসতে পারবেন না ; দরকার হ'লে ফোন করতে বলেছেন ; তবে, আমার ওপর নিশ্চয়ই নির্ভর করতে পারেন আপনি—'

'নিশ্চয়, কিন্তু আপনাকে যে খুবই—মানে বড্ডো অল্প বয়স মনে হচ্ছে'—

'হ্যাঁ, একুশ চল্‌ছে। কিন্তু বয়সের মাপ-কাঠি দিয়ে প্রতিভার বিচার করা যায় না, মিষ্টার সেন।'

তরুণীর হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তায় মিষ্টার সেন অত্যন্ত খুসী হলেন, বুকের ভেতরটা হঠাৎ যেন একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল। তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট্ ধরিয়ে বললেন, 'তা, আপনার কি পার্ট প্লে করতে হবে, জানেন নিশ্চয়ই!'

'ভাল ক'রেই জানি, হয়তো অপ্রিয় কিছুও ঘট্‌তে পারে, বিচিত্র নয় কিছু। তবে একটা কথা আছে, মিষ্টার সেন,—আজ রাত্রির মত আমার কোনও কাজে আপনি বাধা দিতে পারবেন না কিন্তু, কথা দিন—'

'বিলক্ষণ, আপনি কি গেষ্ট (অতিথি)-দের সঙ্গে ডিনার—'

'না না, ধন্যবাদ, তাতে আমার অসুবিধে হবে, মিষ্টার সেন। যখন আমার সমস্ত বাড়ীটার উপর নজর রাখা দরকার তখন ডিনার খেতে বস্‌লে হয়ত খোস গল্পে, নাচে-গানে জড়িয়ে পড়ব, তাতে ক্ষতি হবে, বুঝলেন না? তার চেয়ে আজকের মত আমি আপনার বন্ধুর বোন, শিলং থেকে আসছি—কি বলেন? অবিশ্যি যদি কেউ জিজ্ঞেস করে...ভাল কথা, আপনার চাপরাসী-খানসামা এদের আপনি—'

'খুব বিশ্বাস করি, মিস্ স্যানিয়াল, তাদের চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই—'

মেয়েটি হাস্‌ল, তার বাঁকা চোখে একবার বিদ্যুৎ খেলে গেল। প্রশ্ন করল, 'মিষ্টার সেন, আপনি এই "চতুরিকা" সম্বন্ধে কি জানেন?'

'বেশি কিছু না,—এটুকু জানি যে, তার রূপ এবং অর্থ আছে। কিন্তু বুদ্ধি আছে তার চতুর্গুণ। বড় বড় পার্টিতে তার অবাধ যাতায়াত চলে, হয়ত আমার বাড়িতেও আজ শুভাগমন হবে, সেই জন্যেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি, মিস—'

তরুণী একটু হেসে বললে, 'আপনি আমায় লীলা ব'লেই ডাকবেন, মিষ্টার সেন।'

মিষ্টার সেনের বোধ করি পূর্ব জন্মের এক লীলার কথা মনে পড়ল। একটু সামলে নিয়ে ইংরিজিতে বল্‌লেন, 'আনন্দের সঙ্গে—'

লীলা বল্‌লে, 'আমার মনে হয় যেন এই চতুরিকা-কে আমি জানি। অবিশ্যি একথা হলপ্‌ ক'রে বল্‌ছিনে যে আপনার বাড়ীতেই আমি তাকে—'

বাধা দিয়ে মিষ্টার সেন বললেন, 'রক্ষা কর, লীলা, আজ রাত্তিরে পায়ের ধূলো তার আমার বাড়ীতে না পড়লেই মঙ্গল। সত্যি একটা দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে মাথায়, কিছুতেই তাড়াতে পারছিনে—'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—এ ভরসা আপনাকে আমি দিতে পারি, মিষ্টার সেন। আপনি এঁর সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আরও কিছু জানেন?'

'ওই তো বল্‌লাম, লীলা, তা ছাড়া হ্যাঁ, আর-একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে— ইনি অন্তর্ধান হবার আগে নিজের ফোটো শুদ্ধু একটা ষ্ট্যাম্প রেখে যান।'

'ওঃ, সে আমি ভেবে দেখেছি। সেটা হয়ত এই জন্যে যাতে ডাকাতির অপরাধটা আর কারুর ওপর— বিশেষ ক'রে চাকর খানসামার ওপর না পড়ে। কি বলেন, তাই মনে হয় না কি? মিষ্টার সেন, আমার প্রতিজ্ঞা হচ্ছে—এই চতুরিকার হেঁয়ালি আমি ভাঙব! রজতখণ্ড তো মিলবেই, যশটাও নেহাৎ কম হবে না, কি বলেন?' —কথাটা ব'লে মেয়েটি টেনে টেনে এমন ক'রে হাসতে লাগল যে, মিষ্টার সেনের মুখের সিগারটা প'ড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চলার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'তোমার কি একবার এদিকে আসবার সময় হবে?' মিষ্টার সেনের কোনো তরুণীর সঙ্গে বেশিক্ষণ নিভৃত আলাপের মোটেই পক্ষপাতী নয় চঞ্চলা,— বিশেষ ক'রে সে যদি হয় আবার রূপসী।

মিষ্টার সেন ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে উঠে পড়লেন। একটা খানসামাকে ডেকে বললেন, 'এঁকে তেতলার ঘরটা দেখিয়ে দে, চা এনে দে জলদি, আর যা-যা চাই; বুঝলি?'— তারপর লীলার দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসি হেসে বললেন, 'আচ্ছা যাচ্ছি, আপনার— তোমার দায়িত্বটা ভুলো না যেন—'

সে রাত্রিতে মিষ্টার সেনের বাড়িতে যে পার্টি চল্‌ছিল তার

তুলনা হয় না। মানুষের টাকার অভাব না থাকলে এই বিংশ শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তার একচেটে। মিষ্টার সেন এবং চঞ্চলা সেই রজত-উৎসবের রাত্রিতে যে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করছিলেন, সেটা অস্বাভাবিকও নয়, অসঙ্গতও নয়।

মিষ্টার সেনের বাঁ দিকে বসেছিলেন লেডী দাৎ। তাঁর দেহটীও যেমন বিপুল, তেমনি অলঙ্কারের ঐশ্বর্য্যও তাঁর সুপ্রচুর। ডান দিকে মিসেস্ সেন স্বয়ং ; তাঁর অহঙ্কার শুধু ঐশ্বর্য্যেই নয়, রূপেও বটে। এ ছাড়া মিস্ এবং মিসেস্ চ্যাটার, মিস্ বাসু, মিসেস্ রয়, মিস্ এবং মিসেস্ সাহু প্রভৃতি যাঁরা কেবল টয়লেট্ এবং চূণী-পান্নার জোরে রূপসী সেজেছিলেন—তাঁদের সকলের যথাযথ বিবরণ দেওয়া শক্ত। গল্প-গুজবে হাসি-ঠাট্টায় এবং অর্কেষ্ট্রার মধুর সঙ্গীতের সঙ্গে কাঁটা-চামচের টুং টাং এবং মধু কণ্ঠের কল-কাকলি মিশে গিয়ে পার্টি জমে উঠেছিল চমৎকার। ঠিক এমনি সময়ে মিষ্টার সেনের গ্লাশে স্যাম্পেন্ ঢেলে দিতে দিতে 'ওয়েটার' (পরিচারক) কানে-কানে বললে, 'হুজুর, সন্ধ্যের সময় যিনি এসেছিলেন, সেই মেম সায়েবের হঠাৎ ভারী অসুখ করেছে।'

মিষ্টার সেন চমকে উঠলেন, 'সে কি রে, অসুখ করেছে ! হয়েছিল কি ?'

চাপা গলায় 'ওয়েটার' বললে, 'কি জানি সাহেব ! এই মাত্তর বললেন, ভয়ানক অসুখ করেছে— ভীষণ মাথা ধরেছে। তারপর দেহটা কাঁপতে লাগল হুজুর, তারপর—'ধরাধরি ক'রে

তাঁকে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলাম।'

'সর্বনাশ! বলিস্ কি রে? ডাক্তারকে খবর দিস্‌নি?'

—'তক্ষুনি 'নিলু' কে পাঠিয়েছিলাম হুজুর, কিন্তু ডাক্তার-বাবু জরুরী 'কল্' (ডাকে)-য়ে ব্যারাকপুর চ'লে গেছেন। দত্ত সাহেবকেও পাওয়া গেল না—'

মিষ্টার সেনের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠ্‌ল। তার-পর কি ভেবে তিনি একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন। ডিটে-ক্‌টিভ্ মিস্ স্যানিয়াল্ তাঁকে আগেই বলেছিলেন তার কোনো কাজে বাধা না দিতে, বা কিছু একটা হ'লে ব্যস্ত না হ'তে। হয়ত এটা তার একটা কৌশল মাত্র। কিন্তু তবু তাঁকে অন্তত মেয়েটার জানান উচিত ছিল। যাই হোক্, একরকম নির্ভয় চিত্তেই মিষ্টার সেন বললেন, 'আচ্ছা, যাক, তোরা ব্যস্ত হ'স নি; ডিনার শেষ হ'লেই আমি নিজে দেখে সব ব্যবস্থা ক'রব এখন।'

ডিনার শেষ ক'রে নিমন্ত্রিতেরা যখন নাচ-ঘরে যাবার আগে সুগন্ধি চুরুট টানছিলেন, তখন মিষ্টার সেন একটা ছল ক'রে উঠে পড়লেন এবং একটু পা চালিয়েই তেতলায় যেখানে মিস্ স্যানি-য়াল্‌কে থাকতে দেওয়া হয়েছে সেখানে উপস্থিত হলেন। দু-একবার দরজায় ঠক্ ঠক্ করতেই ভেতর থেকে অত্যন্ত দুর্বল কণ্ঠের—'ভেতরে আসুন' —শোনা গেল। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই মিষ্টার সেন দেখলেন মিস্ স্যানিয়াল একটা মোটা 'রাগ' মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন এবং শীতে তখনও কাঁপছেন। ব্যস্ত হ'য়ে ঝুঁকে পড়তেই তিনি বললেন, 'আমাকে ছোঁবেন না, মিষ্টার

সেন, আমার কী যে হয়েছে বুঝতে পারছিনে—'

'বল কি ? সত্যি অসুখ নাকি তা হ'লে ? আমি ভেবেছি-লাম— এখন উপায় ?'

'নিরুপায়, মিষ্টার সেন ; আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কী যে হয়েছে কিছু বুঝতে পারছিনে। শুধু এটুকু ধরতে পেরেছি যে, আমার অসুখটা একেবারে আকস্মিক নয় ; চা না খাওয়া পর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলাম। চা খেয়েই হঠাৎ শরীরটা কেঁপে উঠ্‌ল। দেখছেন না, এখনও আমার কাঁপুনি থামেনি। একটা ডাক্তার যদি ডেকে দেন দয়া ক'রে !'

'এক্ষুনি দিচ্ছি, লীলা, তোমার কোনো ভয় নেই ; এক্ষুনি ভাল হ'য়ে যাবে।'

লীলা একটু হাসল অত্যন্ত দুর্ব্বল ভাবে। মিষ্টার সেন আর দেরী না ক'রে ডক্টর রয়-কে 'কল্‌' দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি নেমে আসতেই সেই ওয়েটার ছুটে এসে বললে, 'হুজুর, একটা সুখবর আছে। একটি সাহেব-বাবুর হঠাৎ মোটরে তেল ফুরিয়ে যেতে—' 'হুঁ, তা কি ?'

'তিনি একজন ডাক্তার সাহেব ! তাঁকে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসিয়ে রেখে এসেছি।'

বেশ করেছিস, এক্ষুনি ডেকে নিয়ে আয়।'

নিখুঁত একজন সুট্‌পরা সুপুরুষ ছোকরা ডাক্তার বেশ লম্বা-চওড়া, পাইপ মুখে, এসে মিষ্টার সেনকে অভিবাদন ক'রে বললেন, 'দেখুন তো কী মুস্কিল ! উল্লুক সোফারটা পেট্রোলের দুটো খালি টিন দিয়েছে মোটরে। আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে, মিষ্টার

সেন। এখানে কোথাও পেট্রোলের দোকান নেই,— সেই অনেক দূরে—'

বাধা দিয়ে মিষ্টার সেন বললেন, 'আপনার এটুকু উপকার আমি অবশ্যই ক'রব ডক্টর, কিন্তু আমার বিপদ ঢের বেশি সাহায্য করবেন তো?'

ডাক্তার একটু বিব্রত অথচ হাসি-মুখে বললেন, 'বাড়ীতে কারও হঠাৎ অসুখ করেনি তো? দেখুন বাবাকে বলেছি দু-মাসের ভেতর আমি কোনও রোগী ছোঁব না। বিলাত থেকে এসে অবধি আমার শরীরটা বড় খারাপ যাচ্ছে; ওদেশে অনেক দিন কাটিয়ে এসেছি কিনা।'

মিষ্টার সেনের শ্রদ্ধা শতগুণে বেড়ে গেল। বিনা আয়াসে একজন এতবড় বিলেত-ফেরত ডাক্তার! অনুনয় ক'রে বললেন, 'সত্যি বড় বিপদে পড়েছি ডক্টর, একটি মেয়ের হঠাৎ ভারী অসুখ করেছে, যদি দেখতেন একবার দয়া ক'রে— অবশ্যি আপনার ডাবল ফীজ আমি—'

হাত নেড়ে ফীজের কথাটা একেবারে উড়িয়ে দিয়ে ডাক্তার বললেন, 'ফীজের কথাটা তুলে আর লজ্জা দেবেন না, মিষ্টার সেন। চলুন, দেখে আসিগে একবার। —মাপ করবেন আমাকে, আপনার বিপদের সময় আমার প্রতিজ্ঞার কথাটা আপনাকে শোনানো ঠিক হয়নি। মনে হ'ল যেন একটা জাঁকাল পার্টি চল্‌ছে আপনার বাড়ীতে। উনি আপনাদের 'গেষ্ট্' (অতিথি) ন'ন্ তো কেউ?'

'না ঠিক তা নয়, উনি আমার একজন ইয়ে—আত্মীয়া ; আজই এসেছেন এখানে।'

ডাক্তারকে নিয়ে মিষ্টার সেন তেতলায় মেয়েটির ঘরে গেলেন। ডাক্তার রোগীর কাছে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে প'ড়ে হাসি-মুখে বললেন, 'কি হয়েছে বলুন তো ?'

লীলার চোখ দুটি একবার একটু খুলেই আবার বন্ধ হ'য়ে গেল। ডাক্তার তার বাঁ হাতখানি নিয়ে কব্জিতে একটু চাপ দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মিষ্টার সেন লক্ষ্য করলেন—ডাক্তারের ললাটে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠ্‌ল। মুখের সহজ হাসিটি যেন নিভে এল। তারপর ঝুঁকে প'ড়ে রোগীর জিভ্‌-এবং চোখ উল্টে দেখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডাক্তার চেয়ারে সোজা হ'য়ে বসলেন। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে লীলা ইংরেজীতে জিগেস্ করলে, 'কী হয়েছে আমার, ডক্টর ?'

ডাক্তার জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে এনে বললেন, 'স্কার্লেট্ ফীবার। নাম শুনেই ভয় পাবেন না, ভাল হ'য়ে যাবেন।'

কিন্তু লীলা স্যানিয়াল বিন্দুমাত্র আশ্বস্ত হ'ল না। নির্জীব হ'য়ে প'ড়ে রইল। মিষ্টার সেন ইসারা করতেই ডাক্তার উঠে এসে তাঁর কাছে দাঁড়ালেন। মিষ্টার সেনের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট। ডাক্তার চাপা গলায় বললেন, 'এঁর স্কারলেট্ ফীবার হয়েছে। আর-একটু পরেই সারা গায়ে লাল্‌চে ছাপ দেখতে পাবেন। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে। হস্‌পিটালে রিমুভ্‌ (সরানো) করা দরকার। কেউ যেন ছোঁবেন না ওঁকে,।

ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ—'

মিষ্টার সেনের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল। স্কারলেট্ ফীবার। আর আমার বাড়ীতে এতগুলো নিমন্ত্রিত অতিথি; উপায়?'

'উপায় হচ্ছে নিমন্ত্রিতদের কোনো রকমে বিদায় করা।'

'কী ক'রে সম্ভব হবে? ডক্টর, আজ রাত্রির মত আমাকে বাঁচাও ভাই, যত টাকা লাগে — কি ক'রে কি ক'রব, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।'

ডাক্তার এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলেন, তারপর বললেন, 'আপনার ফোন্‌টা আমি 'ইউজ্' ক'রতে পারি কি?'

'নিশ্চয়, একশ বার। লাইব্রেরী ঘরে ডাক্তারকে ফোন্ দেখিয়ে দিয়ে মিষ্টার সেন অস্থির ভাবে বারান্দায় পায়চারি ক'রতে লাগলেন। লীলাকে সাধারণ ডিটেক্‌টিভ্ এবং একান্ত পর ব'লে ভাবতে কোথায় যেন একটু বাধ্‌ছিল। নিজের কাছে যখন এ দুর্ব্বলতা ধরা পড়ল তখন তিনি আরও ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন।

এদিকে ডাক্তার একটা 'নাম্বার' ডেকে কি-সব ব'লে দিলেন, পরক্ষণেই চিন্তাকুল মুখে বেরিয়ে এলেন। মিষ্টার সেনকে বললেন, 'রাত দুটোর এদিকে অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যাবে ব'লে মনে হয় না। দুটো অবধি আমিই থাকব' খন। আপনি ব্যস্ত হবেন না, ভালই হয়েছে, এর আগে এলে একটা জানা-জানি হবার আশঙ্কা ছিল। এর ভেতর অনেকেই ঘুমিয়ে পড়বে; এঁকে 'রিমুভ্' করবার সুবিধেও হবে,—কি বলেন?'

'ঠিক বলেছেন, অশেষ ধন্যবাদ, ডক্টর। আপনার এই উপকার

ঢুই আগে ওঁকে এক কাপ চা দেওয়া হয়। সেই চা খেয়েই উনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। তার পরেকার সব খবর আপনি জানেন। সেইজন্যেই জিগেস্ করছি যে, চায়ের কাপে কেউ কিছু যদি মিশিয়ে থাকে—

ডাক্তার সব শুনে গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'আপনার সন্দেহটা বিচিত্র নয় মোটেই, মিষ্টার সেন, এবং স্কারলেট্ ফীবার হয়েছেও সত্যি, কিন্তু কতকগুলো লক্ষণ দেখলুম, যা সাধারণতঃ এ অসুখে দেখা যায় না। আপনার কি মনে হয় আজ রাত্রিতে—চতুরিকা মানে, সেই ভয়ানক মেয়ে ডাকাতটি আপনার বাড়ীতে উপস্থিত আছেন?'

মিষ্টার সেন চিন্তিত মুখে বললেন, 'হয় সে, না হয়—তার দলের কোন চতুর লোক; তার এমন সব সহচর নিশ্চয়ই আছে যারা এ-সব ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে।'

'সেটা অবিশ্যি সম্ভব। তা হ'লে আপনি বলতে চান্ যে, এই মেয়েটিকে মানে— মিস্ স্যানিয়াল্‌কে সরাতে তাদেরই কেউ এঁর চায়ের সঙ্গে—'

'ঠিক তাই। তা ছাড়া এমন আকস্মিক ভাবে ইনি অসুস্থ হ'য়ে পড়তেন না।'

'হুঁ, সেটা অসম্ভব নয় বটে; চালাকিটা মন্দ নয়। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এত লোকের ভেতর 'চতুরিকা' নিশ্চয়ই ঢুকতে সাহস করবে না।'

মিষ্টার সেন মুচ্‌কি হেসে নীচে নেমে এলেন। তাঁর মনের

কথাটা হচ্ছে যে, চতুরিকা যত চালাকই হোক্, মিষ্টার সেনের মত শক্ত পাল্লায় যে সে কোনও দিন পড়েনি, এটা সে আজ বুঝতে পারবে যদি এ বাড়ীতে ঢুকতে সাহস করে।

লীলাকে তে-তলায় সম্পূর্ণ একটা আলাদা ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল। মিষ্টার সেন সমস্ত কাজ ফেলে মাঝে মাঝে উঁকি মেরে যাচ্ছিলেন। দেখছিলেন লীলার দিকে আলোটা ঢাকা দিয়ে ডাক্তার সাহেব একখানা বই পড়ছেন।

রাত প্রায় একটার সময় নাচ-গানে পরিশ্রান্ত হ'য়ে অতিথিরা সব ঘুমিয়ে পড়লেন। মিষ্টার সেনের প্রকাণ্ড বাড়ীতে জায়গার অভাব ছিল না এবং অত রাত্রিতে চঞ্চলা তার বন্ধুদের ছেড়ে দিতে রাজী হ'ল না। দু-চার জন অবিশ্যি—যাঁদের অত রাত্রেও ফিরে যাওয়া দরকার তাঁরা যে যাঁর মোটরে ফিরে গেলেন। অধিকাংশ নিজেরাই যেতে চাইলেন না, কারণ অত রাত্রিতে রাস্তা নিরাপদ নয়; ইতিপূর্বে পর পর কয়েকটা মোটর-ডাকাতি হ'য়ে গেছে।

অতিথিরা সব ঘুমিয়ে পড়লে মিষ্টার সেন একবার দোতলায় চঞ্চলার শোবার ঘরে গিয়ে দেখলেন—দরজা খোলা, হয়ত তিনি আসবেন ব'লে চঞ্চলা দরজা বন্ধ করে নি ; কিন্তু ঘুমিয়ে পড়েছে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে। দরজা বন্ধ ক'রে শোবার আগে তিনি আর একবার লীলাকে দেখতে গেলেন। একটু দূর থেকে দেখলেন, ডাক্তার আহার শেষ ক'রে চুরুট ধরিয়ে কি লিখে যাচ্ছেন : তাঁর আসাটা টের পান্‌নি। ডাক্তারকে আর বিরক্ত না ক'রে

পাশের ঘরটার দরজা খোলা। এটা মিসেস্ সেনের—মানে চঞ্চলার শোবার ঘর। সে দরজা বন্ধ ক'রে শোয়নি, কারণ নিশ্চয় জানত, মিষ্টার সেন একবার আসবেনই। তরুণী ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে চঞ্চলার পাশে এসে দাঁড়াল। চঞ্চলা ঘুমিয়ে পড়েছে; কিন্তু দু-একবার এপাশ-ওপাশ করছিল। স্বপ্ন দেখছিল, একটা আপাদ-মস্তক কালো-পোষাক-পরা ডাকাত তার গলা টিপে ধরেছে; তার সবচেয়ে দামী মুক্তার মালাটা ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে! কিন্তু অবসাদ তাকে চেপে ধরেছিল; ঘুম ভাঙল না, চীৎকার করতেও পারলে না। এদিকে তরুণী মিনিট খানেক স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে — এদিক-ওদিক একবার তাকিয়ে দেখে নিল। সন্দেহজনক কোন সাড়া-শব্দ নেই। উত্তর দিকের দেয়ালে পাশাপাশি চঞ্চলা এবং মিষ্টার সেনের অয়েল পেন্টিং; তার নীচেই দেয়ালের গায়ে বসান ছোট্ট একটা লোহার সিন্দুক; চাবিটা গায়ে ঝুল্‌ছে, কারণ মিষ্টার সেন শোবার আগে হীরার বোতাম এবং আংটীগুলো সিন্দুকেই পূরে রাখবেন। চাবি আর রিভল্‌বার থাকত বালিশের নীচে বরাবর। তরুণী নিঃশব্দে সিন্দুকের কবাট্ খুলে ফেল্‌ল; সে যা আশা করেছিল পেতে দেরী হ'ল না। সাফল্যের আনন্দে তরুণীর মুখ উৎফুল্ল হ'ল। চঞ্চলার বহু মূল্যবান মুক্তার মালাটা একবার গলায় পরতে গেল, আবার কি মনে ক'রে চালান ক'রে দিল ব্লাউজের পকেটে। কবাট বন্ধ করবার সময় চাবিগুলো টুং টাং ক'রে বেজে উঠ্‌ল। চঞ্চলা আর একবার পাশ ফিরে ঘুমের ঘোরেই আর

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। ঘরের দরজা খোলাই রেখে তরুণী অদৃশ্য হ'ল। পনের কুড়ি মিনিটের ভেতর তরুণী প্রায় তিন লাখ টাকার জিনিস লুট করল। তার সাহস, ক্ষিপ্রতা এবং চাতুর্য্য বিস্ময়কর। দরজাগুলো বন্ধ করবার সময় একটা ক'রে লাল লেবেল্‌ মারতে তার এক সেকেণ্ড ক'রে লেগেছে।

এদিকে নীচে তাঁর লাইব্রেরী ঘরে ব'সে সিগার খেতে খেতে মিষ্টার সেন মোটরের আওয়াজ পেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ ব'সে ব'সে হিসাব মিলাতে গিয়ে তিনি দু-চার বার ঘুমে ঢুলে পড়ছিলেন; কড়া চুরুট্‌ টেনে কোনো রকমে ঘুমটাকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন মাত্র। গেটে একখানা অ্যাম্বুল্যান্স্‌ ঢুকে [illegible] গ্রাম আনন্দ হ'ল। খাকি পোষাক-পরা দুটো [illegible] নিয়ে নেমে আসতেই—মিষ্টার সেনের খানস [illegible] ওপরে তাদের নিয়ে এল এবং একেবারে তাদের [illegible]। হাজির ক'রল। মিষ্টার সেন আগেই ইঙ্গিতে বুঝিয়ে [illegible]লেন। ছিলেন—কোনও গোলমাল সাড়াশব্দ যেন না হয়। [illegible]। দুটোর পেছনে তিনিও লীলার ঘরের দরজায় এসে দাঁ[illegible] লেন। ডাক্তার বই বন্ধ ক'রে, একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়ালেন। মিষ্টার সেনকে বল্‌লেন, 'আর কষ্ট করবেন না আপনি, তা ছাড়া আপনার একটু তফাৎ থাকাই ভাল, মিষ্টার সেন।'

একটা পুলিশ একবার তাকিয়ে দেখে আবার বেঞ্চে ব'সে ঢুলতে লাগল ঘুমে। একখানা ক্রাইস্‌লার গাড়ী দাঁড়িয়েছিল। ষ্টিয়ারিং ধ'রে ব'সে সেই বিলেত-ফেরত ডাক্তার সাহেব। অ্যাম্বুল্যানস্ থেকে বিনা আয়াসে এবং দ্রুতপদে মিস্ লীলা স্যানিয়াল্ নেমে এলেন। খাকি-কোর্ত্তা-পরা একটা লোক একটা চামড়ার ব্যাগ এনে ডাক্তারের মোটরে তুলে দিল। তরুণী এসে ডাক্তারের পাশে বস্‌লে, ডাক্তার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে বললেন, 'আমার ভয় ছিল হয়ত তোমাকে এখানে ব'সে থাকতে হবে আমার জন্যে। ঠিক সময়েই এসে পড়েছি দেখছি।' লীলা স্যানিয়াল্ জবাব না দিয়ে মৃদু হেসে ডান হাতখানা ডাক্তারের কাঁধে রেখে গা এলিয়ে দিলেন। অ্যাম্বুল্যান্‌সের ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে ডাক্তার বললেন, 'কাল দেখা হবে রঞ্জিত, চল্‌লাম এখন. গুড্‌নাইট্'—মোটর ছুট্‌ল। ড্রাইভার সেলাম ক'রে অ্যাম্বুল্যান্‌সের নাম্বার প্লেট্ বদলে দিয়ে ষ্টার্ট্ দিল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর ঢাকাটা দু পাশে নেমে গেল; একখানা সাদা সিধে লরী চল্‌তে লাগল সানি রোড্ ধ'রে।

ডাক্তারের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে তরুণী বল্‌লেন, 'তোমার দেরী দেখে ওখানে আমি সত্যি একটু নার্ভাস্ হ'য়ে পড়েছিলাম! তুমি ঠিক ওই সময়ে এসে না পড়লে ওরা ডক্টর রয়কে ডেকে নিয়ে আসত ঠিক—'

'পাগল হয়েছ—দেরী হবে কেন? সেই লীলা স্যানিয়ালকে নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়েছিলাম।'

'কি করলে তাকে শেষ পর্য্যন্ত ?'

'প্রথমত ট্যাক্সিতে চড়িয়ে তেল নিতে হবে ব'লে চালিয়ে দিলাম বার্ণ রোড্ ধ'রে। তেল নিয়ে ছুট্লাম রে ষ্ট্রীট্ ধ'রে। টিপ্সি রোডে এসে খুলে দিলাম ক্লোরোফরম্ টিউব্; দু-মিনিটেই কাজ হ'য়ে গেল। ব্রাউনিং ষ্ট্রীটে বটগাছের তলায় এসে গাড়ী দিলাম থামিয়ে। বনেট্ খুলে দু-এক মিনিট খুট্ খাট্ করতেই সেই মাতাল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ ট্যাক্সি ড্রাইভারটা গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। বল্লাম, গাড়ী তো বিগড়েছে—তুমি পারবে এঁকে উনপঞ্চাশ নম্বর অল্ফুল্স্ রোডে পৌঁছে দিয়ে আস্তে স্মিথ তক্ষুনি রাজী হ'ল। তারপর লীলা স্যানিয়াল্কে দেখে বল্লে, 'এ যে ঘুমুচ্ছে, ম্যান্' 'বল্লাম, ঘুম নয় ওর হিষ্টিরিয়া আছে; অল্ফুল্স্ রোডে রোজ ডাক্তার দেখাতে যায়।' স্মিথ্ ট্যাক্সি নিয়ে এল। লীলা স্যানিয়াল্কে চালান দিলাম স্মিথের ট্যাক্সিতে।

তরুণী হেসে বললে, 'বেশ করেছ। মেয়ে ডিটেক্টিভ্ শুন্লেই আমার গা জ্বালা করে। তারপর—?'

তারপর স্মিথ্কে ব'লে দিলাম ডক্টর জন্সন্কে যদি চেম্বারে না পাও তা হ'লে এঁকে পৌঁছে দিও দু'শ সাতাশ নম্বর মার্কাস্ অ্যাভেনিউতে। স্মিথ্ তো ডাবল্ ট্রিপের আশায় খুসী হ'য়ে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি হাঁকিয়ে। আমি তখন আরও দু-চার মিনিট খুট্-খাট্ ক'রে বনেট বন্ধ

মঙ্গল অমঙ্গলের সঙ্গে এই সাধু-চরিত্র প্রবীণ ডাক্তারটির জীবন কি নিবিড় ভাবে জড়িয়ে আছে।

ডক্টর কর ধীরে ধীরে বল্‌লেন, 'বাংলা দেশের এমন কোনও বড় লোক নেই—যাঁর কাছে সাহায্যের জন্যে আবেদন করা হয়নি। এই হস্‌পিট্যাল্‌টি উঠে যাওয়া যে শুধু অন্যায় তা নয়, যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁদের একটা ঘোরতর অপরাধ হবে। কিন্তু কি ক'রব? হস্‌পিট্যালের দুটি ওয়ার্ড্‌ আগেই উঠে গেছে। আমরা তিন মাস এক পয়সাও মাইনে পাইনি। সে যাক্‌—কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে, রোগীর ভীড় দিন দিন বেড়েই চলেছে। অথচ উপায় নেই, কোনও উপায় নেই—'

মিষ্টার ঘোষ বিষাদের স্বরে বললেন, 'সত্যি এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। আচ্ছা অলিম্পিয়া রোডের মিষ্টার সেনকে চেনেন্‌ নিশ্চয়ই।'

'সামান্য পরিচয় আছে; কিন্তু মিষ্টার সেন দাতব্য ক'রে নাম কিন্‌তে চান না। অবিশ্যি অনেক দিন আগে তিনি একবার একটা মোটা রকমের চাঁদা দিয়েছিলেন। ভাল কথা, মিষ্টার সেনের কথায় আমার স্যর জি কে দাশের কথা মনে পড়ল। উনি ভাইঝিকে নাকি পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে একটা মুক্তার মালা কিনে দিয়েছেন, কাগজে পড়ছিলাম।'

'আমরাও দেখেছি; বড় লোকের ব্যাপার—'

'সত্যি, একেকবার মনে হয়, ডাকাতের দলে মিশে গেলে মন্দ হয় না ; সেই 'চতুরিকা' না কে ! কাগজওয়ালারা বলে সে-ই নাকি লেডী দাৎয়ের কলিকাতা-বিশ্রুত "ভিনিশিয়্যান্ ব্রেস্‌লেট্" লুট্ করেছে। তার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে নগদ দশ হাজার টাকা।'

'কার সেটা বললেন ?'

'লেডী দাৎয়ের—স্যর জি কে দাৎ জানেন তো ? উনি গেছ্‌লেন মিষ্টার সেনের ডিনার পার্টিতে। স্যর জি-কে একজন পাকা জহুরী শুনেছি। ব্রেস্‌লেট্ হারান অবধি নাকি তাঁর মাথা বিগ্‌ড়ে গেছে।'

ঠিক এই সময়ে টেলিফোন ক্রিং ক্রিং ক'রে বেজে উঠ্‌ল। ডক্টর কর অপ্রসন্ন মুখে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললেন, 'অফিসে ব'লে দিইছিলাম আমার সঙ্গে যেন কানেক্‌শ্যন্ না দওয়া হয়,—হ্যালো ! কে আপনি ?'

অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে কোন এক তরুণীর জবাব এল অপর প্রান্ত থেকে—'আপনিই ডক্টর কর ?'

'হ্যাঁ. আপনি ? আপনার কি দরকার. বলুন !'

'ওঃ, আমি বলছিলাম কি, কাগজে আপনাদের হস্‌পিট্যালের জন্যে করুণ আবেদনটি আমি পড়েছি।'

ডক্টর করের বিষণ্ণ মুখ এতক্ষণে একটু প্রসন্ন হ'ল। হস্‌পিট্যাল্ সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই ওঁর একটু আশা হয়—বিশেষ ক'রে ফাণ্ড সম্পর্কে। বল্‌লেন.

বল্‌ছেন আপনি ?'

'বিস্মিত হবেন না, ডাক্তার-বাবু। ওটাই আমি মিষ্টার সেনের বাড়ী থেকে সে-রাত্রিতে যাকে সাধু ভাষায় বলে 'অপহরণ' করেছি। দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। কাগজে দেখেন নি ? হস্‌পিট্যাল্‌ ফাণ্ডের নামে দশ হাজার টাকা স্যর জি-কের কাছে দাবী করবেন —ওটা ফেরত দিয়ে। বুঝছেন ?'

ডাক্তারের হাত থর-থর ক'রে কাঁপতে লাগল। ভাঙা গলায় জিগেস্‌ করলেন, 'কার সঙ্গে কথা বল্‌ছি আমি ? আপনি—আপনি কে ?'

'আমিই চতুরিকা'—

ক্লিক্‌ ক'রে একটু শব্দ এল ফোন রেখে দেবার।

কম্পিত হস্তে ডাক্তার পার্সেল্‌টা খুলে ফেললেন। ছোট একটি কাঠের বাক্সের ভেতর থেকে একটি ভেল্‌ভেট্‌ কেস্‌ বেরুল। খুলে ফেলতেই—সেই বিখ্যাত ভিনিশিয়ান্‌ ব্রেস্‌লেট্‌টি দিনের আলোয় ঝলমল ক'রে উঠ্‌ল।

সাত দিন ধ'রে কাগজে কাগজে কেবল এই খবরই নানা ভাষায় এবং নানা ছন্দে ছাপা হ'তে লাগল। যে দৈনিক কাগজগুলো শুধু "আবার গুলি চলল," আর খেলার মাঠের লম্ফ-ঝম্ফ এবং ভূমিকম্পের আর আব্‌হাওয়ার রিপোর্ট লিখে লিখে পাঠকদের বিরক্ত ক'রে মারছিল, তারা এবার প্রাণ খুলে রোমহর্ষণ ভাষায় চতুরিকার এই অভিনব

রোমাঞ্চকর কাহিনী ভীষণ উৎসাহে প্রচার ক'রতে লাগল।

কিন্তু পুরস্কারের ব্যাপারে দস্তুর মত গোলযোগ বেধে গেল। ডক্টর কর যত সহজে দশ হাজার টাকা পাওয়া যাবে মনে করেছিলেন তত সহজে পাওয়া গেল না এবং পূরো দশ হাজারও পাওয়া গেল না। টেলিফোনে সেদিনই স্যর জি কে দাৎকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ঘণ্টা তিনেক পরে নিজেই ব্রেস্‌লেট্‌টি নিয়ে স্যর জি কের প্রাসাদ-তুল্য বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন ডক্টর কর। স্যর জি কে লোকটি দেখতে ছোট-খাট; ঘোরতর সাহেব এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। অত্যন্ত ফরসা রঙটা এখন হল্‌দে হ'তে সুরু করেছে। মেজাজ সাধারণত অত্যন্ত তিরিক্ষি, কেবল কাজ বাগাবার সময় মুখে একটা সদা-প্রফুল্ল ভাব দেখা যায়। অবিরাম সিগার টানেন এবং মদ ছাড়া অতি ছোট কাজও ক'রে উঠ্‌তে পারেন না।

ডক্টর কর-কে তিনি তাঁর বিখ্যাত লাইব্রেরী ঘরে বসালেন। বাঁধানো রাশি রাশি বই, চক্‌ চকে বুক্‌-কেস্‌, দেয়ালে নানা রকম বিদেশী ছবি—প্রভৃতি বাদ দিলে লাই-ব্রেরী ঘরটি অনেকটা সরকারী ট্রেজারীর মত। দেয়ালগুলো অত্যন্ত পুরু; জানালা-কবাট অত্যধিক মজবুত এবং জানালার শিকগুলো বিলক্ষণ মোটা। মেঝেটা শ্বেত-পাথরের। দেয়ালের গায়ে নানা আকারের এবং নানা মডেলের কয়েকটি লোহার সিন্দুক। স্যর জি কে ছিলেন পাকা জহুরা।

মূল্যবান জড়োয়া অলঙ্কারগুলো স্ত্রীর হেপাজতে রাখতে তিনি ভরসা পেতেন না। সেগুলো নিজের চোখের সামনে এ ঘরেই থাকত, কারণ অধিকাংশ সময় তিনি এই ঘরেই কাটাতেন।

ডক্টর করের হাতে ব্রেস্‌লেট্‌টি দেখে তিনি উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ওটাই! ও জিনিষটাকে আমি কিছুতেই হারাতে চাইনে। লেডী দাং যদি বোকার মত ব্রেস্‌লেট্‌টা প'রে মিষ্টার সেনের ডিনারে না যেতেন, তা হ'লে এসব গোলমাল কিছুই হ'ত না। ক'ল্‌কাতা শহরে কেন, ভারতবর্ষে এ অলঙ্কারখানার জোড়া মিল্‌বে কি না সন্দেহ; বুঝেছেন ডক্টর কর?'

ডক্টর কর সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন। তারপর- স্যর জি কে সুরু করলেন ব্রেস্‌লেটের ইতিহাস। ইউরোপের কোন্‌ কাউণ্টেসের হাত থেকে সেটা এসে পড়েছিল কোন্‌ মহারাণীর হাতে, এবং মহারাণীর হাত থেকে কোন্‌ সাহেবের মেমসাহেবের হাতে, ইত্যাদি থেকে আরম্ভ ক'রে শেষ করলেন ভাইঝির জন্যে যে তিনি পঁচাত্তর হাজার পাঁচশ পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটি মুক্তার মালা কিনেছেন, তাই দিয়ে। বলা বাহুল্য, ডক্টর করের কাছে তার কিছুমাত্র মূল্য ছিল না। তিনি অস্থিরভাবে মাঝে মাঝে নড়ে-চড়ে বসছিলেন; এ পর্য্যন্ত স্যর জি কে পুরস্কার সম্বন্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি, অথচ ডক্টর সেটা আশা করছিলেন প্রতি মুহূর্ত্তে। তাই অতিমাত্রায় অধৈর্য্য এবং বিরক্ত

হ'য়ে তিনি এতক্ষণ মনে মনে স্যর জি কের মুণ্ডপাত করছিলেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন স্যর জি কে ইচ্ছে ক'রেই পুরস্কারের কথাটা চেপে যাচ্ছেন বা তার ধার দিয়েও যাচ্ছেন না, তখন ডক্টর কর নিজেই কোনো রকমে কথাটা ব'লে ফেলে অধীর আগ্রহে স্যর জি-কের দিকে তাকালেন। স্যর জি কে একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ, তা—ওরকম একটা কথা হয়েছিল বটে, কিন্তু ডক্টর, আপনি নিশ্চয়ই চুরির টাকার সাহায্য নিয়ে আপনার দাতব্য চিকিৎসালয় চালাবেন না। এরকম একটা দুর্বৃত্তার কাছ থেকে সাহায্য নেওয়াটা পাপ নয় কি? এবং তাতে আপনার প্রতিষ্ঠানের সুনাম নষ্ট হবে না কি?

ডক্টর একটু রুক্ষ ভাবেই জবাব দিলেন, 'হস্‌পিট্যাল্‌কে যিনি কিছু মাত্রও অর্থ সাহায্য করবেন, তাঁর চরিত্র বা নীতির বিরুদ্ধে আমার কোন আপত্তিও নেই, অভিযোগও নেই।'

স্যর জি কে এই স্পষ্ট জবাবে একটু দ'মে গেলেন। মুখটা অন্ধকার ক'রে বল্‌লেন, 'আচ্ছা ছাড়বেন না যখন—বেশ, চাঁদার খাতায় যদি আমি সই করি—'

ডক্টর কর কথাটা শেষ হবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন; স্যর জি কে বললেন, 'ধরুন, এই পাঁচশ টাকা—কি ধরুন, হাজার টাকাই একেবারে, তা হ'লে আর আপনার আপত্তি নেই তো, কি বলেন?'

ডাক্তার এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বললেন, 'কাগজে আপনি দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন, ভুলে যান নি বোধ হয়? দয়া ক'রে পুরো টাকাটাই দেবেন, না হয়—'

'না হয়?'

'না হয়,—কাগজ-ওয়ালাদের জানানো ছাড়া আমার উপায়ান্তর থাকবে না।'

স্যর জি কে এবার ফ্যাসাদেই পড়লেন। ইতিপূর্ব্বে একাধিকবার দু-তিনটে কাগজ তাঁর পেছনে লেগে—তাঁর অপমানের চূড়ান্ত এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রচুর অর্থদণ্ড করিয়ে ছেড়েছিল। একটু ভেবে বললেন, কিন্তু, আপনারও ভুল হয়েছে একটু, ডাক্তার সাহেব, পুরস্কারের সঙ্গে আসামী ধরিয়ে দেওয়ার কথাটাও ছিল; বোধ করি অস্বীকার করবেন না এটা। আসামীটি আনতে পেরেছেন কি?'—ব'লে বিজয়-গর্ব্বে স্যর জি কে একটু হাসলেন।

ডক্টর করের মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল; অনেক কষ্টে ক্রোধ চেপে রেখে তিনি বললেন, 'ব্রেস্‌লেট্‌ সম্বন্ধে সঠিক খবর দিতে পুরস্কার দেওয়া হবে—একথা স্পষ্ট লেখা ছিল। আমি শুধু খবর আনিনি, অলঙ্কারটি পর্য্যন্ত উপস্থিত করেছি। আসামী ধরিয়ে দেওয়ার একটা ইঙ্গিত ছিল বটে, কিন্তু ধরিয়ে না দিলে পুরস্কার পাওয়া যাবে না, এরকম ইঙ্গিতও ছিল না। তা ছাড়া সব-চেয়ে বড় সর্ত্তই আমি পূরণ করেছি।

আপনার অলঙ্কার আমি উদ্ধার ক'রে দিয়েছি এবং আপনিও স্বীকার করেছেন, এটাই সেই অপহৃত মূল্যবান অলঙ্কার।'

তারপর আধ ঘণ্টা ধ'রে চল্‌ল কথা-কাটাকাটি। ডক্টর কর হতাশ হ'য়ে উঠলেন। এ ব্যাপার নিয়ে রাজদ্বারে গেলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁরই পরাজয় সুনিশ্চিত। কাগজওয়ালাদের সম্বন্ধেও নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন। স্যর জি কের টাকায় এবং প্রতিপাত্তিতে উল্‌টো রকমের ফল হওয়া বিচিত্র নয় আদৌ। অবশেষে নেহাৎ অনিচ্ছায় এবং নিরাশায় তিনি সাত হাজার টাকায় রফা করলেন। স্যর জি-কে অত্যন্ত অনিচ্ছায় একখানা চেক্‌ লিখে দিলেন। কিন্তু সে-দিনকার সান্ধ্য প্রত্রিকায় এ কাহিনী কোনো এক অজ্ঞাত সূত্রে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল।

ঠিক সেই রাত্রেই স্যর জি কে তাঁর ভাইঝির কল্যাণে একটা বড় রকমের পার্টি দিচ্ছিলেন। দু'দিন পরে এই ভাইঝির বিয়ে—তাঁরই ছেলের সঙ্গে; খৃষ্টান সমাজে তাতে আটকায় না; তা ছাড়া, অনেকেই জান্‌ত না যে এই ভাইঝিটি মোটেই তাঁর সত্যিকার ভাইঝি নয়। তাঁর এক বন্ধুর ভাইঝি। কিন্তু সে-সব কথা হবে পরে।

ডিনারে নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মিষ্টার এবং মিসেস্‌ সেন। এঁরা খৃষ্টান ব'লে স্যর জি-কে-কে

ঘৃণা করলেও বন্ধুত্বের অনুরোধে নিমন্ত্রণ রক্ষা না ক'রে পারেন নি।

পার্টিতে স্যর জি-কে-ই অনর্গল ব'কে যাচ্ছিলেন। কি ক'রে ব্রেসলেট্‌টা চুরি গেল…লেডী দাৎয়ের মুখে দুঃসংবাদটা শুনে তাঁর মনের অবস্থাটা কি রকম হয়েছিল……… ব্রেসলেট্‌টা ফিরে পেয়েই বা কি রকম হ'ল—এসব কথা তিনি এমন আবেগের সঙ্গে ব'লে যাচ্ছিলেন যে, শ্রোতারা যেন সব চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছিলেন। ডক্টর করের ইতিহাসটা তিনি প্রায় চেপেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু সেনের প্রশ্নের উত্তরে তাঁকে বলতে হ'ল, 'ডক্টর কর চেয়েছিল নগদ দশ হাজার টাকা; শোনো কথা একবার। আমি পুরস্কার ঘোষণা করবার সময়েই জানতাম যে, টাকার অঙ্কটা ভয়ানক বাড়িয়ে ফেলেছি; পুলিশকেও তাই বলেছিলাম। অবিশ্যি ব্রেসলেটের দাম—সে যাক, দামের সঙ্গে কোনো কথা নেই। অবিশ্যি শেষ পর্য্যন্ত আমিই ডাক্তারকে হারিয়ে দিয়েছি। ঠকাতে পারেনি আমাকে।'

মিষ্টার সেন এতক্ষণে বল্‌লেন, 'হুঁ, দেখেছি।'

'দেখেছ মানে? কোথায় দেখেছ? সেই হতচ্ছাড়া ডাক্তারটা দেখা করেছিল বুঝি তোমার সঙ্গে?'

'নাঃ, ডাক্তার বল্‌বেন কেন? সান্ধ্য পত্রিকায় দেখছিলাম, তারা এ নিয়ে রীতিমত একটা উপন্যাস তৈরী করেছে। এতে তোমার বিশেষ কোনো সুবিধে হবে ব'লে মনে হচ্ছে না,

'চতুরিকার' কানে যদি যায়—'

'ড্যাম্ ইট্! চতুরিকাকে আমি থোড়াই কেয়ার করি!'

মিষ্টার সেন ঘাড় নাড়লেন এবং চঞ্চলার দিকে চেয়ে একটু হেসে ফেললেন। বললেন, 'আমিও জব্দ না হওয়া পর্য্যন্ত চতুরিকাকে থোড়াই কেয়ার করতাম। শিক্ষা হ'ল তখন, যখন দেখলাম চারটি রক্তের মত লাল লেবেল্ চার দরজায়, আর যখন দেখলাম সারা জীবনের রোজগারের বেশ একটা মোটা অংশ বেরিয়ে গেছে! দেখ, এই চতুরিকাটি সোজা বস্তু নয়। তোমার ব্রেস্লেট্টা যে ফেরত দিয়েছে এটা কেবল ঐ হস্পিট্যালকে সাহায্য করবার জন্যে। হস্পিট্যালের জমার খাতায় যদি ওর একটি টাকাও কম ওঠে—আমি বাজী রাখতে পারি, বাকিটা সে তোমার কাছ থেকে আদায় ক'রে ছাড়বে।'

স্যর জি কে আঙ্গুল মট্‌কে, মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'আচ্ছা, দেখা যাক্। কলকাতার কোনো বিখ্যাত ডাকাত আজ পর্য্যন্ত আমার সিন্দুকের দোর-গোড়াতেও হাজির হ'তে পারেনি। আমার লাইব্রেরী ঘরটি দেখেছ তো? দশটি সিন্দুক, তার সাতটি খালি; বুঝলে সেন! চালাকি নয়। হেঃ হেঃ! গোলক-ধাঁধার পথ জানা চাই হে!'

'তুমি কোন্ সিন্দুকগুলো ব্যাভার করেছ, কেউ জানে না বুঝি?'

'কেউ না। আর দশটার ভেতর মাত্র তিনটেতে থাকে

চুণী, পান্না, হীরে, জহরৎ ; দুটোর মধ্যে থাকে কতকগুলো নকল অলঙ্কারের সেট্ ; আসলগুলো কোন্ সিন্দুকে রেখেছি খুঁজেই পাবে না কেউ।'

মিষ্টার সেন একটু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, 'রোজ রাত্রে সিন্দুকের জিনিসপত্র বদ্লাও বুঝি ?'

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে স্যর জি-কে বললেন, 'হুঁ, দিনের বেলায় দামী অলঙ্কারগুলো পড়ার ঘরের কোণে বড় সিন্দুকের ভেতর রেখে দি। রাত্রে চাকর-বাকর ঘুমোবার আগে সেগুলো সব সরিয়ে রাখি আর একটা সিন্দুকে। তারপর চাকর-খানসামা সব স'রে গেলে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে—দু-তিনটে সিন্দুকে অলঙ্কার-পত্র সব ছড়িয়ে রাখি। চাবি বন্ধ ক'রে চাবিটি পকেটে নিয়ে বাইরে এসে লাইব্রেরী ঘরের দরজায় পড়ে ডবল তালা —ব্যস্।'

নিমন্ত্রিতেরা স্যর জি কের এই অপূর্ব সতর্কতায় মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন এবং তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির তারিফ করতে লাগলেন। কেবল মিষ্টার সেনই রইলেন চুপ ক'রে। তারপরে বললেন, 'হুঁ, এসবের দরকার হয়তো আছে। তোমার জিনিস তুমিই ভাল বোঝ।'

স্যর জি-কে বিরুদ্ধ মত একেবারে বরদাস্ত করতে পারতেন না ; খুসী হ'য়ে বললেন, 'তা ঠিকই বলেছ হে—'

মিষ্টার সেন গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আমি শুধু এই বলতে পারি যে, চতুরিকা' হচ্ছে সেই ধরণের ডাকাত যারা

দশটার জায়গায় পঞ্চাশটা সিন্দুক, আর তার সব ক'টার ওপর একটা ক'রে পুলিশ বসিয়ে রাখলেও ঘাবড়ায় না।'

'চতুরিকা !—তুমি ভেব না সেন,—একজন ডিটেক্‌টিভও আছে।'

'আমারও ছিল। মেয়ে গোয়েন্দা নিশ্চয়ই ?'

'নিশ্চয় নয়। হেড্‌ কোয়ার্টার্স্‌ থেকে সব-চেয়ে নির্ভর-যোগ্য ওস্তাদ ডিটেক্‌টিভ্‌ আনিয়েছি।'

মিষ্টার সেন চাপা গলায় বললেন, 'আসল কথা কি জান, কোনও সন্দেহজনক স্ত্রীলোক তোমার বাড়ীতে আজ উপস্থিত আছে ?'

'তার মানে ?'

'মানে, তোমার নিমন্ত্রিত ভদ্র-মহিলাদের সবাইকে তুমি জান ?'

'নিশ্চয়, প্রত্যেকটিকে ভাল ক'রে জানি, এক তোমার গিন্নীকে ছাড়া ;—আজ রাত্রে আমি অচেনা কোনো অতিথিকে জায়গা দেব না, এ ঠিক। সুচরিতার বিয়ের অনেকগুলো দামী উপহার আজ—'

'সেটাই তোমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি বন্ধু, তোমার আপত্তি না থাকে, আমি একটা টহল দিয়ে দেখব মনে করছি—'

স্যর জি-কের বর্ণহীন ওষ্ঠের কোণে একটা বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল। বললেন, 'শেষটায় তুমিও গোয়েন্দাগিরি

সুরু করলে নাকি?'

'অনেকটা তাই। একবার জব্দ হয়েছি কিনা। অনেক কিছুই ঠেকে শিখতে হয়।'

ডিনার শেষ হ'লে, মিষ্টার সেন এবং স্যর জি কে একবার সব কটা ঘর ঘুরে এলেন। মিষ্টার সেন দেখলেন, যাকে হেড্ কোয়ার্টার্সের সব-চেয়ে ধুরন্ধর ডিটেক্‌টিভ্ বলা হয়েছে, তিনি বে-সরকারী, তবে লোকটাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় এবং স্যর জি কে তাকে আরও দু'চার বার নিজের চুরি-টুরির তদন্ত-ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছেন। ডিটেক্‌টিভ বল্‌লে, 'আমার কাজ এমন কিছু শক্ত নয়; স্যর জি কে'র লাইব্রেরীর দরজায় পিঠ ঠেকিয়ে সারারাত ব'সে থাকতে হবে এই আর কি। হঠাৎ চম্‌কে উঠে বল্‌লে, 'কি ব্যাপার? কিসের শব্দ হ'ল যেন।'

লাইব্রেরী ঘরের দরজার হাত দশেক দূরেই দাঁড়িয়ে ডিটেক্‌টিভ্ কি একটা শব্দ শুনে কান খাড়া ক'রে রইলেন। মিষ্টার সেন বললেন, 'কই, আমি তো কিছু শুন্‌তে পাইনি।'

'কিন্তু আমি শুনেছি। ঘরের ভেতর থেকেই শব্দটা এল যেন। আপনি দয়া ক'রে একটু দাঁড়াবেন? আমি একবার স্যর জি-কে-কে ডেকে নিয়ে আসি—'

'আপনিই ভেতরে গিয়ে দেখুন না!'

'স্যর জি-কে লাইব্রেরীর দরজা সব সময় তালা বন্ধ রাখেন কি না। আমার বেশী দেরি হবে না, স্যর—'

স্যর জি-কে তখন ব্রিজ খেলছিলেন। ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে তিনি একরকম ছুটেই এলেন। মুখে চোখে দুশ্চিন্তার একটা স্পষ্ট ছাপ পড়েছে। ভারী দরজায় ডবল তালা যখন খুলছেন, তখন দস্তুর-মত কাঁপছেন। ডিটেক্‌টিভ্‌কে যখন আগে ঘরে ঢুকে ডান দিকে দেয়ালের সুইচ টিপে দিতে বললেন, তখন তাঁর গলার স্বর কেঁপে উঠল। আঁলো জ্বল্‌লে দেখা গেল, ঘর খালি। অপর দিকে একটি মাত্র জানালা, বন্ধ রয়েছে এবং ভারী পর্দা রীতিমত ঝুলছে। ডিটেক্‌টিভ্‌ সেটা তুলে দিলেন। জানালা যে খোলা হয়েছে, বা পর্দ্দায় হাত দেওয়া হয়েছে এমন কোনও চিহ্ন ছিল না। ডিটেক্‌টিভ্‌ একটু বিস্মিত হ'ল, বল্‌লে, 'আশ্চর্য্য! অথচ আওয়াজ আমি ঠিক পেয়েছি, জানালারই হোক্‌ আর ভারী পর্দ্দারই হোক্‌—'

'বাতাস খুব সম্ভব'—মিষ্টার সেন বলতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে ডিটেক্‌টিভ বললে, 'তাই বা কি ক'রে হবে স্যর, জানালা বন্ধ রয়েছে।'

স্যর জি-কে বললেন, 'যা-ই হোক্‌, জানলার শিকের ভেতর দিয়ে তো আর কেউ আসতে পারে না! কিন্তু ডিটেক্‌টিভ মাথা নাড়লেন, 'পুরুষের পক্ষে শিক গলিয়ে ঢোকা শক্ত হ'তে পারে, কিন্তু মেয়ের পক্ষে তা বলা যায় না।'

'বাঃ, তুমিও তো আচ্ছা নার্ভাস্‌ হয়েছ দেখছি! একবার দেখই না হয় ঘুরে—'

লাইব্রেরী ঘরে একটা আস্ত লোক দূরে থাক, ইঁদুর

লুকিয়ে থাকারও জায়গা ছিল কি-না সন্দেহ। তবু তিনজনে ঘুরে ফিরে এবং দেরাজ টেনে খুঁজে-পেতে দেখলেন। স্যর জি-কে জিগেস্ করলেন, 'কেমন হে, সন্দেহের কিছু নেই তো আর?'

'নাঃ স্যর'—। ঘরের দরজা আবার বন্ধ হ'ল এবং আবার ডবল তালা পড়ল। রাত প্রায় বারটার সময় অতিথিরা যে যার ঘরে ফিরলেন। মিষ্টার সেন তখনও যান নি। ভেবেছিলেন, স্যর জি-কের অতি সন্তর্পণে অলঙ্কারাদি রাখার প্রণালীটা একবার স্বচক্ষে দেখে যাবেন। কিন্তু একটু নিরাশ হ'তে হ'ল। স্যর জি-কে একাই লাইব্রেরী ঘরে ঢুকলেন এবং পাছে কেউ কিছু লক্ষ্য করে এই ভয়ে নিত্যকার মত আলো নিভিয়ে দিলেন। একটু পরে দরজা বন্ধ করার শব্দ হ'ল এবং স্যর জি-কে বেরিয়ে এলেন। চাবী পকেটে পূরে খুসী হ'য়ে বললেন, 'যাক্—নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। এবার চল, একটু 'টানা' যাক।' ডিটেক্‌টিভের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি তো এইখানেই আছ, কি বল?' ডিটেক্‌টিভ্ সায় দিলে।

দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু রসিকতার সঙ্গে কিছুক্ষণ হুইস্কি-সোডা চালালেন। ওঠবার আগে স্যর জি কে বল্‌লেন, 'শুধু ওই ডিটেক্‌টিভ্‌ই নয়, পুলিশও নজর রাখছে, এবং রাখবে যে পর্য্যন্ত না সুচরিতার বিয়ের ব্যাপারটা নির্বিঘ্নে মিটে যায়। মিষ্টার সেন স্যর জি কের পাল্লায় প'ড়ে বেশ একটু টেনেছিলেন।

নেশার ঘোর লেগে আসছিল, বললেন, 'বিচক্ষণের কাজ করেছ, পাকা ছেলে বাবা।' তারপর দুই জনে ধরালেন হাভানা সিগার। মিষ্টার সেন যখন গুড্ নাইট্ করতে যাবেন তখন হঠাৎ হলের দরজায় সশব্দে ঘা পড়ল। খানসামা দরজা খুলে দিতেই দুটো ইউনিফর্ম-পরা লোক দুদিক থেকে একটা কালো বোরখা-পরা স্ত্রীলোককে ধ'রে স্যার জি-কের কাছে এনে হাজির করলে। একজন বল্লে, 'ধরেছি স্যার! ধ'রে ফেলেছি এবার! বারে বারে ঘুঘু তুমি ধান খেয়ে যাও! আমরা ভেতরে আসতে পারি, স্যর?

রুদ্ধ নিশ্বাসে স্যর জি-কে বললেন, 'ধরেছেন মানে? কা'কে?

'কা'কে ঠিক ক'রে বল্তে পারছিনে, তবে একেবারে আসলকেই মনে হচ্ছে'—একজন বল্লেন।

বন্দিনী তরুণবয়স্কা ব'লেই মনে হ'ল। আপাদ-মস্তক কালো পোষাক-পরা এবং কালো বোরখায় ঢাকা; মুখ দেখবার জো নেই।

'আপনার লাইব্রেরী ঘরের জানলার নীচে ধরেছি'—ওদের একজন একথা বল্তেই বে-সরকারী গোয়েন্দাটি ব'লে উঠল, 'দেখছেন, ঠিকই শুনেছিলাম শব্দ! স্যর জি কের বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটে নি। বললেন, 'আপনারা— ?'

'হেড্ কোয়ার্টার্স্ থেকে গুপ্ত সরকারী গোয়েন্দা। ইনি আমার সহকারী। আপনিই স্যর জি কে?"

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন দেখি?'

'আমরা আপনার বাড়ীর উপর নজর রাখছিলাম,' তরুণীকে দেখিয়ে—'একে দেখলাম আপনার গ্যারাজের পাশ দিয়ে পালাতে দেখে—আচ্ছা, এখন তা হ'লে একবার আপনার চন্দ্রবদনখানা দেখতে পারি কি?'

তরুণী জোর ক'রে হাত ছাড়াবার চেষ্টা ক'রে বল্‌লে, 'না না, কিছুতেই না। অবিশ্যি এর কারণ আছে। চীফ কমিশনার জানেন। আপনারা তাঁকে নিয়ে আসুন। আমার কোনও রকম অসম্মান করবার চেষ্টা করবেন না ব'লে দিচ্ছি, তার ফল অত্যন্ত খারাপ হবে—'

মিষ্টার এ গুপ্ত তাঁর সহকারীর দিকে একটু ইতস্তত ভাবে তাকালেন; বল্‌লেন, 'দেখ বোস, আমার মনে হয়, কিছু করবার আগে একবার সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌ সাহেবকে সব জানান দরকার।' ব'লে পকেট থেকে এক জোড়া চক্‌চকে হ্যাণ্ডকাপ্‌ বের ক'রে বল্‌লেন, 'হাত দুটি তুলুন তো, বালা জোড়া পরিয়ে দিই'—

অপরিচিতা ফোঁস ক'রে উঠ্‌ল—'দেখুন, ভাল হবে না বলছি, নিয়ে আসুন না আপনাদের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টকে। এ-টুকু সবুর সইছে না?'

'উঁ হুঁ, আপনাকে বালা না পরিয়ে আমি যাব না, তাতে আমার চাকরি যদি যায়, সে-ও বি আচ্ছা—।' হ্যাণ্ড্‌কাপ্‌ জোর ক'রে অপরিচিতার দুই হাতে পরিয়ে স্যর জি-কের দিকে তাকিয়ে মিষ্টার গুপ্ত বললেন, 'আপনাদের বেশ মজবুত ঘর-টর আছে তো, স্যর? সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌ না আসা পর্য্যন্ত এঁকে

আটকে রাখতে হবে।'

স্যর জি-কে বল্লেন, 'হাঁ, আমার লাইব্রেরীতে।'

মিষ্টার সেন তাঁর গা টিপে চুপি চুপি বল্লেন, 'লাইব্রেরীতে! ও ঘরেই তো তোমার সমস্ত রয়েছে; বল কি?'

স্যর জি-কে বল্লেন, 'একটা মেয়ে-মানুষ; হ্যাণ্ড্কাপ পরানো; আর এতগুলো লোক রয়েছে,—তুমি একেবারে—'

স্যর জি-কে লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে দিলেন। বন্দিনী অপরিচিতাকে ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢোকান হ'ল এবং একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। মিষ্টার গুপ্ত তখন পকেট থেকে একটা ষ্ট্র্যাপ্ বের ক'রে তরুণীর পা দুটো বেঁধে দিতে দিতে বললেন, 'তোমাকে আর একটুও খাতির করছিনে। অবিশ্যি এখনও ঠিক জানিনে তুমি কে, কিন্তু একটু পরেই জানতে পারব। এখন একবার ফোনটা চাই স্যর, আপনার। কোন্ ঘরে বলুন তো—'

'হ্যাঁ, হলেই রয়েছে একটা।'

ডিটেক্টিভ্ একবার বন্দিনীর দিকে তাকালেন। মাথা চুল্কে বল্লেন, 'আমি এঁকে একা রেখে যেতে চাইনে। বোস্ তুমি এখানে থাক। কড়া নজর রাখবে। একটুও নড়া-চড়া করতে দেবে না। ব্যস্, এবার বন্ধ করুন দরজা।'

স্যর জি-কে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে তালা বন্ধ ক'রে চ'লে গেলেন মিষ্টার সেনকে নিয়ে। বোস্ এবং বন্দিনী সেই ঘরেই রইল। মিষ্টার গুপ্ত গেলেন ফোন

করতে। যাবার সময় স্যর জি-কে-কে বল্‌লেন—'এ, মানে —যদি চেঁচায় শুন্‌তে পাবেন তো ?'

'উঁহুঁ, দরজা বন্ধ থাকলে বিশেষ কিছু শোনা যায় না! কিন্তু ও লোকটা কি এতই অপদার্থ যে একটা হাত-পা-বাঁধা মেয়েকেও পাহারা দিতে পারবে না ?'

মিষ্টার গুপ্ত একটু লজ্জিত হ'লেন! বললেন, 'তা ছাড়া বোসের কাছে রিভল্‌বার রয়েছে এবং হেড্‌কোয়ার্টর্স্‌এর গোয়েন্দা বিভাগে ওরকম দুঃসাহসী ব্যক্তি আর দুটি নেই। মিষ্টার সেন কিন্তু এতক্ষণ একটা কথাও বলেননি। এ মেয়েটি যদি সত্যি চতুরিকা হ'য়ে থাকে তা হ'লে দুঃসাহসী গোয়েন্দা শেষ পর্য্যন্ত কতটুকু সাহস দেখাতে পারবে সে-বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। চতুরিকার অপরিসীম বুদ্ধি এবং কৌশলের ওপর তাঁর কিছু মাত্র সন্দেহ বা অবিশ্বাস ছিল না; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হয় দেখবার জন্যে তিনি উদগ্রীব হ'য়ে রইলেন।

এদিকে বন্ধ দরজার আড়ালে তরুণী তার হাত দু'খানা তুলে ধরতেই ধুরন্ধর ডিটেক্‌টিভ মিষ্টার বোস্‌ তার হ্যাণ্ড-কাপ খুলে দিলে। নীচু হ'য়ে মেয়েটি চোখের নিমেষে পায়ের বাঁধন খুলে ফেলেই উঠে দাঁড়াল। সিন্দুকগুলোর কাছে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেগুলো পরীক্ষা ক'রে বোসের কানে কানে বল্‌লে, 'এই তিনটে খোলা হয়েছে; বুঝলে!' বোস্‌ ঘাড় নেড়ে 'হুঁ' দিয়ে একটা চামড়ার ব্যাগ্‌ খুলে প্রশংসার দৃষ্টিতে বললে, 'কি

ক'রে জানলে 'আমি জিগেস্ করতে চাইনে।'

খুবই সোজা ; আমি জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকেই সিন্দুক-গুলোর কবাটের মুখে কালো সরু সিল্ক্ আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলাম ; এই তিনটের সূতো ছিঁড়েছে ; কাজেই বোঝা গেল কেবল এই তিনটেই খোলা হয়েছে। আগে এইটেই খুলে দেখা যাক্—চাবিগুলো দাও তো।'

চামড়ার ব্যাগ্ থেকে কতকগুলো অদ্ভুত যন্ত্র বেরুল ; তার একটা নিয়ে তরুণী দু-তিনবার সিন্দুক খুলবার চেষ্টা করলে ; প্রত্যেক বার লম্বা চাবিটার ইস্ক্রু উঠিয়ে নামিয়ে দিয়ে একটু পরেই সিন্দুকের কবাট খুলে ফেললে। বিজয়গর্বে হেসে তরুণী ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, 'পেয়েছি এবার !'

দু-তিনটে জুয়েল্-কেস্ বেরুল ; সেগুলো খুলে দেখে তরুণীর উল্লাসের সীমা রইল না ; সেই পঁচাত্তর হাজার পাঁচ শ পঁচাত্তর টাকার মুক্তার মালাও বাদ গেল না ; কুড়ি সেকেণ্ডের ভিতর সিন্দুক খালি হ'য়ে গেল। তরুণী বোসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আলোটা আগে নিবিয়ে দাও, তারপর জানালা খোল, গলিয়ে যেতে তোমার একটু কষ্ট হবে, কিন্তু আমার পক্ষে ওটা খুব সোজা। ভাগ্যিস্ শিকগুলো বেশ ফাঁক ফাঁক ছিল, নইলে আবার কাটতে বসতে হ'তো।'

হল্-ঘরে ডিটেক্টিভ্ গুপ্ত আর কিছুতেই সুপারিনটেন্-ডেন্টের পাত্তা লাগাতে পারছে না। বিরক্ত হ'য়ে ফোন্ রেখে

সার জি-কে-কে বল্‌লে, 'আপনি যদি কিছু মনে না করেন, আমি একবার বোঁ ক'রে হেড্‌কোয়ার্টাস্‌ থেকে ঘুরে আসি: বাইরে আমার মোটর বাইক্‌ রয়েছে ; সুপারিন্‌টেণ্ডেন্ট্‌কে কিছুতেই ধরতে পারছি না ফোনে। আপনি লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে যদি আমার লোকটার কাছে একটু বসেন'—

সার জি-কে উত্যক্ত হ'য়ে বললেন, 'আপনার লোক আমার সাহায্য ছাড়াও বোধ করি পেরে উঠবে ; আমার ওসব অভ্যাস নেই, তা ছাড়া আর একজন ডিটেক্‌টিভ্‌ এ বাড়ীতেই রয়েছে।'

মিষ্টার গুপ্ত লজ্জিত হ'য়ে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পারবে ; মাপ করবেন, সার।'

একটু পরেই তাঁর মোটর বাইকের আওয়াজ পাওয়া গেল এবং সেটা অদৃশ্য হ'তে মিষ্টার সেন সার জি-কে-কে বললেন, 'চলই না, সাবধানের মার নেই, লোকটা ব'লে গেল যখন, একবার দেখেই আসা যাক্‌না ; কি বলো ?'

সার জি-কে একটু ঔদাস্যের সঙ্গে বললেন, 'ওঃ যেতে দাও! পুলিশ অফিসারটা কি একটা হাত-পা-বাঁধা মেয়ে-ছেলেকেও আগ্‌লাতে পারবে না ?' তারপর সেই বে-সরকারী গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বল হে ?'

ডিটেক্‌টিভ কিন্তু চট্‌ ক'রে জবাব দিতে পারলে না। মাথা চুলকে বল্‌লে, 'দেখুন সার, সত্যি কথা বল্‌তে কি, ও মেয়েটিকে আপনার লাইব্রেরী ঘরে রাখাটা আমি বিশেষ ভাল মনে করিনে ; বিশেষ ক'রে ওই ঘরেই যখন সব রয়েছে।'

'আরে তুঃর পুলিশ রয়েছে সঙ্গে—কি ব'লছ হে? এসব পুলিশ অফিসারদের তুমি চেন না?'

'না স্যর, এদের সঙ্গে আমার জানা-শোনা নেই, তা ছাড়া, এরা হর্দম বদলি হচ্ছে, সবাইকে চেনা মুস্কিল।'

স্যর জি-কের মুখ ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল; বল্লেন, 'এ খবরটা এতক্ষণে দিলে, তোমার একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই দেখছি।'

ডিটেক্‌টিভ্ বল্লে, 'আপনি তো আমার পরামর্শ চাননি স্যর, নিজেই তো সব ব্যবস্থা করেছেন।'

স্যর জি-কে বিরক্ত মুখে বললেন, 'চল হে, দেখেই আসি একবার।'

লাইব্রেরী ঘরের দরজা খুলে ফেল্‌তে প্রথমেই চোখে পড়ল ঘর অন্ধকার। স্যর জি-কে কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—'কে আছ ঘরে?'

কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। মিষ্টার সেন অতি কষ্টে হাসি চাপলেন। ক্লিক্ ক'রে একটু শব্দ হ'ল; আলো জ্বল্‌তেই দেখা গেল, ঘর ফাঁকা; না আছে সেই পুলিশ অফিসার! না আছে সেই ছদ্মবেশিনী!!

স্যর জি-কে প্রথমেই সিন্দুকের দিকে ছুটে গেলেন; সব কটাই বন্ধ রয়েছে; শুধু তিনটির উপর তিনটি ডগ্‌ডগে লাল লেবেল্ আঁটা রয়েছে এবং সেই 'চশমা-পরা সুন্দর মুখখানি বিদ্রূপের হাসি হাসছে। একমাত্র মিষ্টার সেনই এর মর্ম জানতেন, কিন্তু কিছুক্ষণ তাঁর মুখেও কথা ফুটল না।

স্যার জি-কে চীৎকার ক'রে বল্‌লেন, 'এ কি ! এগুলো কী !!'
মিষ্টার সেন বললেন, 'চতুরিকার বিজয়টীকা !'

অত বড় বুদ্ধিমান এবং দাম্ভিক স্যার জি-কে দাং কাঁপতে কাঁপ্‌তে একটা চেয়ারে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়লেন !

তৃতীয়

এ পর্যন্ত চতুরিকার রহস্য ভেদ করবার জন্যে চীফ্ সুপারিনটেন্ডেনট্ মিষ্টার ফাল্গুনী রায়ের ডাক পড়েনি, বা ডাক পড়লেও তিনি গিয়ে চতুরিকার লাল লেবেল্ কটা ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাননি। চতুরিকা সম্পর্কে কিছুদিন ধ'রে তাঁর আগ্রহ তীব্র হ'য়ে উঠ্‌ছিল এবং কিছুদিন প'রে তিনি এর অভিযানের ইতিহাস বিশেষ যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করছিলেন।

এবার স্যর জি-কের কেসে তাঁর ডাক পড়ল। স্যর জি-কে টেলিফোনে যে খবর পাঠিয়েছিলেন, তার ভেতর কাজের কথা তত বেশী ছিল না, ছিল গালাগালি। মিষ্টার রায় সেটাকে পাগলের প্রলাপ ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যে, স্বচক্ষে না দেখে চতুরিকার সম্পর্কে কোনও খবরের উপর তিনি নির্ভর করবেন না। বেলা পাঁচটার সময় স্যর জি-কে স্বয়ং এসে হাজির। তাঁর আধঘণ্টা ধ'রে প্রলাপের ভেতর এটুকু বেশ বোঝা গেল যে, সরকারী পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগে বুদ্ধিমান বা কাজের লোক কেউ নেই, আছে কতকগুলো চতুষ্পদ এবং তার প্রমাণ হচ্ছে যে, একটা মেয়ে ডাকাত তাদের চোখের ওপর ব'সে বড় লোকদের সর্বনাশ করছে। এদের অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করা উচিত—ইত্যাদি ইত্যাদি। চীফ্ দুঃখিতও হ'লেন না, মেজাজও দেখালেন না। শুধু বল্‌লেন, 'তা হ'লে এই চতুরিকা দুটো লোক নিয়ে

এসেছিল, আর লোক দুটো এই ভাব দেখাচ্ছিল যেন তারা চতুরিকাকে পাকড়াও করেছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দুটো লোক নয়, দুটো ডিটেক্‌টিভ্‌!'

মিষ্টার রায় হেসে বললেন, 'যদি তারা ডিটেক্‌টিড্‌ ব'লে পরিচয় দিয়ে থাকে, আর আপনি বুদ্ধিমান হ'য়ে তা বিশ্বাস ক'রে থাকেন, তবে আপনি ঠকেছেন, স্যর জি-কে।'

স্যর জি-কে হঠাৎ জবাব দিতে পারলেন না।

রায়ঃ—তারপর তারা চালাকি ক'রে মেয়েটাকে আর তার সহকারী লোকটাকে লাইব্রেরীতে রেখে একজন স'রে পড়ল মোটর বাইকে; বেশ, আচ্ছা— ডাকাতি যখন হ'ল, আপনার অতিথিরা তখনও ছিলেন কি?

জি-কে:—কেউ না; শুধু আমার বন্ধু মিষ্টার ডি, ডি, সেন ছাড়া, তাঁর কথা নিশ্চয়ই শুনে থাকবেন—'

মিষ্টার রায় মাথা নাড়লেন, অর্থাৎ তাঁর অজানা নেই। তারপর স্যর জি-কে-কে নিয়ে তাঁর বেবী অষ্টীন্‌ খানা হাঁকিয়ে গেলেন স্যর জি-কের বাড়ী। লাইব্রেরী ঘরটা বিশেষ সাবধানে পরীক্ষা করলেন। লাল লেবেল্‌গুলো দেখে তাঁর চোখ দুটি ব্যগ্রতায় এবং উৎসাহে জ্ব'লে উঠ্‌ল। মুখে বললেন, 'আমি এখন বিশেষ কিছু করতে পারছিনে; কাল ভোরে আমি আস্‌ব আবার, এঘরটা আর একবার পরীক্ষা করতে হবে। এঘরটা ঝাড়া-মেছো না করা হয় দেখবেন দয়া ক'রে।'

ভোর ছ'টার সময় মিষ্টার রায় আর একবার এলেন। মনে করেছিলেন, স্যর জি-কে হয়ত তখনও ঘুমিয়ে। কিন্তু দেখলেন পায়জামার ওপর একটা শাল জড়িয়ে অত ভোরেও স্যর জি কে মিষ্টার রায়ের জন্যে উঠে ব'সে আছেন। এক রাত্রেই যেন তাঁর দশ বছরের আয়ু ক'মে গেছে। মিষ্টার রায় 'গুড্‌মর্নিং' করতেই বল্‌লেন, 'এটা দেখুন, মিষ্টার রায়—দেখুন একবার কী দুঃসাহস।' —ব'লে একখানা চিঠি দিলেন মিষ্টার রায়ের হাতে। একখানা লাল কাগজে কালো কালিতে ছাপার অক্ষরে লেখা ছিল,—"বুড়ো, তুমি অত্যন্ত ছোট লোক। তোমার ভিনিশিয়ান্‌ ব্রেস্‌লেটটা যখন চুরি গেল, তুমি কাগজে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলে। আমি সেটা পাঠিয়ে দিই বিশ্বনাথ হস্‌পিট্যালের সাহায্যকল্পে। ডক্টর কর ব্রেস-লেট্‌টা নিয়ে যান তোমার কাছে, তাঁর পূরো টাকাটাই পাবার অধিকার ছিল। কিন্তু তুমি তা দাওনি। হস্‌পিট্যাল্‌কে তুমি তিন হাজার টাকা ঠকিয়েছ, সেই জন্যে তোমার পঁচাত্তর হাজার পাঁচ শ পঁচাত্তর টাকার মুক্তা-মালা আমি চুরি করেছি। এবার আর ফিরিয়ে দেব না, মনে রেখ; তোমাকে একটু শিক্ষা দিলাম—ভবিষ্যতে যেন আর এর কমের শাস্তি দেবার দরকার না হয়'—

তলায় কোন নাম ছিল না, কিন্তু অতি পরিচিত লাল ষ্ট্যাম্প মারা ছিল। মিষ্টার রায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেটা দেখলেন, কিন্তু আঙুলের ছাপ পড়েছে ব'লে মনে হল না; দু' তিনবার

তিনি চিঠিটা প'ড়েও দেখলেন। জিজ্ঞেস্ করলেন, 'এ চিঠি এল কি ক'রে আপনার কাছে?' 'কেন, পিয়নের হাত দিয়েই' আচ্ছা, মিষ্টার রায়, আপনি কি মনে করেন? আমার মুক্তার মালাটি ফিরে পাবার কি কোন আশা আছে?'

'হ্যাঁ, আশা আছে বৈ কি, কিন্তু সেটা যাকে বলে দুরাশারই নামান্তর।'

আরও দু' একটা জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে মিষ্টার রায় ফিরে গেলেন এবং কমিশনারের সঙ্গে দেখা ক'রে তদন্তের রিপোর্ট্ করলেন, এই ব'লে—আমি যতদূর জানি স্যার —এই চতুরিকার উৎপাত আরম্ভ হয়েছে—বছর খানেক ধ'রে। এর নজর মাঝারী খদ্দের-এর ওপর নয়, শুধু তাদেরই ওপর—যাদের ব্যাঙ্কে আছে দু' চার দশ লাখ টাকা—এবং বিশেষ ক'রে যারা অসদুপায়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে আসছে এতকাল—'

কমিশনার :—অসদুপায়ে মানে?

রায় :—মানে অপরকে ঠকিয়ে, ইন্সিওরেন্স বা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক্ লুট ক'রে কিংবা লিমিটেড্ কোম্পানী ডুবিয়ে বা ঐ রকম কোন—'

কমিশনার :—হুঁ, কিন্তু এ টাকা দিয়ে চতুরিকা কি করে?

রায় :—এ কথাটার জবাব দেওয়া শক্ত স্যার, টাকার প্রয়োজন সকলেরই আছে। তবে আমি খুব ভাল জানি যত রকমের জনসাধারণের কল্যাণকর প্রতিষ্ঠান আছে তার

অনেকগুলোতে তার উদার রকমের দাতব্য আছে। ধরুন—মিষ্টার ডি, ডি, সেনের কে'স্! সাউথ্ সুবারবান্ হস্‌পিট্যালে তার পরেই পঁচিশ হাজার টাকা চাঁদা দেওয়া হ'ল অবিশ্যি বেনামী, আর একটা শিশু-মঙ্গল আশ্রমে দেওয়া হয়েছিল হাজার পাঁচেক—সেই ট্রামে ডাকাতির পরে একটা অনাথ আশ্রমে পূরোপূরি টাকাটাই পাওয়া গেল চাঁদার বাক্সে। আর এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সে গরীবকে সাহায্য করছে—বড় লোকদের ঠকিয়ে।

কমিশনার:—চমৎকার, শুনে শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু আমরা তার প্রশংসা করতে পারছিনে, মিষ্টার রায়! আমাদের চোখে সে ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয়।

রায়:—শুধু ডাকাত না সে সত্যি চতুরিকা; তার বুদ্ধি, কৌশল, সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা খুবই প্রশংসার— ।

কমিশনার:—আচ্ছা, এই চতুরিকাকে কেউ দেখেছে স্বচক্ষে আজ পর্য্যন্ত?

রায়:—কেউ বলেছে দেখেছে, কেউ বলে দেখেনি। তার মান হচ্ছে, যারা তাকে সত্যি একবার দেখেছে, তার পরের বার আর তাকে চিনতে পারেনি। মিষ্টার সেন তাকে দেখেছেন, স্যার জি-কে ঠিক দেখতে পাননি, কারণ তার মাথায় ছিল ঘোমটা। কিন্তু শক্ত হচ্ছে এইটে বের করা যে, সে এর পরের বার কা'কে ঘায়েল্ করবে। যদি সে বড় মানুষদেরই সম্পত্তি লুণ্ঠন করে, তবে কল্‌কাতার শহরে

এমন হাজার হাজার আছে; তাদের সবাইকে বাঁচান অসম্ভব—

কমিশনারঃ—কি বলছিলেন বলুন।

রায়ঃ—দেখুন স্যর, এই চতুরিকার ব্যাপারগুলো ভেবে ভেবে আমি কিছু কিছু সিদ্ধান্ত করেছি। আমি বল্‌তে পারি—এবার যাকে সে ঠকাবে, সে এমন লোক হবে—যার টাকাও আছে প্রচুর এবং অহঙ্কারও খুব বেশি। চার জনের নাম আমি ধ'রে রেখেছি—হুজরিমল, স্যর টি, এন, মিষ্টার পি, টি. ঘোষ এবং মিষ্টার চ্যাটার। খুব সম্ভবত এবারকার লক্ষ্য হবে মিষ্টার চ্যাটার। শেয়ার মার্কেটে লোকটা বহু পয়সা করেছে; কয়েক মাস আগে ইউ-পিতে মস্ত একটা জমিদারী কিনেছে, তাতে পেয়েছে বহু পুরাতন কতকগুলো পাথরের মূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা আর পেয়েছে কতকগুলো দুষ্প্রাপ্য ছবি —তার ভেতরে একখানা ছবি একেবারে দুর্ল্লভ; কোন্ এক প্রখ্যাতনামা প্রতিভাবান্ শিল্পীর একটি শ্রেষ্ঠ নগ্ন নারীমূর্ত্তি; —এই 'উর্ব্বশী' নিয়ে বহু সমালোচনা হ'য়ে গেছে। চ্যাটার অবিশ্যি এর কদর বোঝে না কিছুই। সে জানে, উর্ব্বশী চিত্র-শিল্পের একটা আশ্চর্য্য নিদর্শন, কারণ সমঝদারেরা তা-ই বলেছে। তা ছাড়া, একটা কাগজের সম্পাদক ওর জীবনী লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, মিষ্টার চ্যাটার দান করাটাকে অত্যন্ত অনিষ্টকর মনে করেন এবং জীবনে কাউকে সে একটা পয়সা দিয়েও কোনও দিন সাহায্য করেনি। এরকম কথা শুনলে চতুরিকা নিশ্চয়ই অত্যন্ত কৌতূহল বোধ করবে।

তা ছাড়া 'উর্বশী' নিয়েও চ্যাটার আজকাল কাগজ-ওয়ালাদের মারফৎ খুব জাঁক ক'রে বেড়াচ্ছে। কাজেই এক রকম নিঃসন্দেহে ধ'রে নেওয়া যায়—চ্যাটার হবে এবার চতুরিকার অভ্রান্ত লক্ষ্য।'

মিষ্টার চ্যাটারেব দর্শন পাওয়া বড় মুস্কিলের ব্যাপার। লোকটা অসম্ভব রকম পরিশ্রমী—সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি তাঁর বিশ্রাম নেই এক মুহূর্ত্তের। মিষ্টার রায় তাঁকে অবশেষে ধরলেন একটা সাহেবী হোটেলে। লোকটি বেশ শক্ত সমর্থ; পোষাক-পরিচ্ছদে বিশেষ আড়ম্বর কিছু নেই। মিষ্টার রায়কে পরিচয় পাওয়ার পর পাশের চেয়ারে বসিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার?' মিষ্টার রায় ব'লে চল্‌লেন তাঁর থিওরি; মিষ্টার চ্যাটার বেশ মন দিয়ে শুনলেন, তারপর বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, আমি ওই চতুরিকা সম্বন্ধে অনেক কিছুই শুনেছি; তবে আমাকে ঠকাতে পারে এতটা বুদ্ধি তার আছে ব'লে আমি স্বীকার করিনে, মিষ্টার রায়। আর আমার উর্বশী সম্বন্ধে আপনারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকবেন।'

রায়ঃ—কিন্তু আপনার ছবি মহলের দ্বার তো শুনেছি অবারিত; সবাই দেখছে—'

চ্যাটারঃ—হ্যাঁ, কিন্তু যে-ই দেখতে আসবে, তাকে নাম-ধাম লিখতে হবে দর্শকের খাতায়; তা ছাড়া ছবি মহলে পাহারা দেবার লোক আমি রেখেছি, কড়া লোক।

রায়ঃ—রাত্রে আপনি কি করেন? ছবিটা ওখানেই থাকে কি?

চ্যাটার :—উর্বশী দর্শকদের মাত্র সপ্তাহে একদিন দেখতে দেওয়া হয়; রাত্রে ছবি থাকে আমার শোবার ঘরে; আর সে ঘরে ঢুকতে হ'লে চাই দশটা চতুরিকা!

মিষ্টার রায় অবশ্য এতটা বিশ্বাস করলেন না; চতুরিকার বুদ্ধি, তার কৌশল, কিছুই তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তবে, একবার মনে হ'ল ছবি-টবি নিয়ে চতুরিকা হয়ত মাথা ঘামাবে না। অত বড় একটা ক্যান্‌ভাসের জিনিষ সরানও খুব শক্ত ব্যাপার এবং দিনে-দুপুরে সেটা অসম্ভব।

একটু পরে মিষ্টার রায়ের টু-সিটার খানা মিষ্টার চ্যাটারের বিরাট বাড়ীর মস্ত গেটে গিয়ে থামল। পরিচয় পেয়ে বন্দুকধারী দরোয়ান গেট্ খুলে দিল। দর্শক হিসাবে তাঁকেও খাতায় নাম সই করতে হ'ল; তারপর ঢুকলেন তিনি ছবি-মহলে। মিষ্টার চ্যাটারের রুচি না থাকলেও অর্থ ছিল! সুতরাং বিখ্যাত এবং অখ্যাত শিল্পীদের দেশী-বিদেশী বহু রকমের ছবি টাঙিয়ে তিনি একটা মস্ত আর্ট গ্যালারী তৈরী করেছিলেন। আজ বৃহস্পতিবার; প্রদর্শনীতে উর্বশী থাকার কথা। গ্যালারীর শেষ প্রান্তে ছিল 'উর্বশী'। ক্যান্‌ভাস্ জাতীয় জিনিসের উপর সুদক্ষ শিল্পীর অতি যত্নে আঁকা নগ্ন নারী মূর্ত্তি; অপরিসীম রূপবতী; হাতে রয়েছে দুটি শ্বেত পদ্ম; কোন্ অদৃশ্য আলোকে তার যৌবনের পরিপূর্ণ রেখাগুলি প্রস্ফুট হ'য়ে উঠেছে; রূপ-লক্ষ্মীর পায়ে নীল জলরাশি অর্ঘ্য ঢালছে, ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ স্তব্ধ হ'য়ে আছে।

কিছুক্ষণের মত মিষ্টার রায় সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন, তিনি কি করতে এসেছিলেন। তারপর ছবি-মহলের একটা নক্সা তিনি এঁকে নিলেন নোট্‌বুকে দু-চার মিনিটের ভেতরে। ছবি-মহলের একটি মাত্র দরজা, জানালাগুলো যে কেবল বন্ধ তাই নয়, কাঁচের ওপর রয়েছে মজবুৎ লোহার জাল; দিনের আলোর প্রবেশ-পথ বন্ধ করার জন্যে দু-তিনটে জানালায় ঝুল্‌ছে ভারী পর্দা; সে পথে ছবি চুরি হওয়া অসম্ভব। চ'লে যাওয়ার সময় দেখলেন, ছবি-মহলে দরজায় রয়েছে কড়া পাহারা; তারা বেশ ভাল ক'রে একবার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ ক'রে দেখে তবে মিষ্টার রায়কে ছাড়লে। ডিটেক্‌টিভ্ এই কড়া ব্যবস্থায় খুসী হ'লেন। মনে মনে বললেন, 'চতুরিকা যদি এখানেও পা দেয়, তবে তার ভবিষ্যৎ মনে হয় অন্ধকার।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে তিনি চ'লে গেলেন বাড়ী। মিসেস্ রায়কে নিয়ে আজ একটা সিনেমায় যাবার কথা ছিল। কিছু অনুযোগ, চাকুরি ছেড়ে দেওয়ার নিত্য-নৈমিত্তিক অনুরোধ এ সমস্ত যথারীতি শুনে মিসেস্ রায়কে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন সিনেমায়। ফেরার পথে তিনি চ'লে গেলেন একবার অফিসে; মিসেস্ রায়কে বাড়ী পৌঁছে দিল সোফার। অফিসে পৌঁছবা মাত্র কমিশনারের সেলাম নিয়ে এল চাপ্‌রাসী। মিষ্টার রায় একটু বিস্মিত হ'য়ে কমিশনারের কামরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কমিশনার অত্যন্ত উত্তেজিত; বল্‌লেন, 'আপনার অনুমান যথার্থ; প্রমাণের জন্যে আর বেশী দেরী করতে হয়নি।'

রায় ঃ—কী বল্‌ছেন, স্যর!

কমিশনার ঃ—বল্‌ছি, যে এই মাত্র উর্বশী চুরি গেছে।

মিষ্টার রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। কমিশনার বললেন, 'এই আধ ঘণ্টা আগে; আপনি নিজে গিয়ে এক্ষুনি তদন্ত ক'রে এলে ভাল হয়।'

মিষ্টার রায় তক্ষুনি ছুট্‌লেন, 'ইয়েস্ স্যর' ব'লে। দশমিনিটের ভেতর আবার তাঁর গাড়ীখানা মিষ্টার চ্যাটারের গে'টে ঢুক্‌ল। একটা কোণে গাড়ী পার্ক ক'রে তিনি ছুট্‌লেন ছবি মহলের দিকে। জিজ্ঞাসা ক'রে যা শুনলেন, তা মোটামুটি হচ্ছে এই যে,—ঠিক তাঁর চ'লে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই একটা বুড়ো পাগলা গোছের লোক—লম্বা ওভার কোট্ প'রে এসে হাজির ছবি-মহলে। নাম লিখ্‌লে 'গোবিন্দ গাঙ্গুলী'। লোকটা অসম্ভব বক্‌তে পারে; ছমিনিটের মধ্যেই সে বুঝিয়ে দিলে যে ছবির সমঝদার তার মত—ক'ল্‌কাতায় ছুটি নেই। ক'বছর সে বিন্ধ্যাচলে ব'সে ধ্যান করেছে;—অজন্তার চিত্রগুহা দেখে তার মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পাগল ঘাঁটিয়ে লাভ নেই, তাছাড়া লোকটিকে খুব উচ্চ-শিক্ষিত মনে হ'ল ব'লে লোকগুলো তাকে ঢুকতে দিলে গ্যালারীতে।

মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'বুড়ো একা ছিল গ্যালারীতে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—'

'তার সঙ্গে কেউ ছিল না?'

'কেউ না!'

মিষ্টার রায় বললেন, 'যাতে সবাই মনে করে যে তার মাথা খারাপ, সেই জন্যেই বুড়ো অত বক্‌ছিল; তারপর কি হ'ল ?'

'বুড়ো গ্যালারীতে ঢুকে উর্বশীর ছবির দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তখনও উর্বশীর ছবি ঠিক ছিল। তারপর বুড়ো বেরিয়ে এল খানিক বাদে ছবির অশেষ প্রশংসা করতে করতে এবং আবার কবে ছবিটা দেখতে পাওয়া যাবে ইত্যাদি প্রশ্ন করতে করতে। সে-ও ছবি-মহল থেকে বেরুবে এমন সময় একটি মেয়ে এসে হাজির—ফ্রক্ পরা বাচ্চা মেমসাহেবের মত। সে-ও ছবি দেখতে চাইলে। নাম লিখ্‌লে "শীলা বসু।"

মিষ্টার রায় চম্‌কে উঠলেন, 'মেয়ে!! কি রকম দেখতে ?'

'ওই যে বল্‌লুম হুজুর, বছর পনের-ষোল বয়স হবে; ফ্রক্ পরা; খুব ফরসা দেখ্‌তে; চোখে নীল চশমা; খুব চালাক চটপটে মেয়েটি—'

তার পরেকার সংবাদ হচ্ছে সেই মেয়েটি ছবি-মহলে ঢুকবার আগেই বুড়ো বেরিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, যেতে যেতে একবার মেয়েটিকে দেখ্‌লে। বুড়ো বাইরে পা দিয়েই কিন্তু পকেট থেকে বের করলে একটা রুমাল; রুমালে অনেকগুলি টাকা-পয়সা-সিকি-দুয়ানি ছিল; সেগুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। ছবি-মহলের পাহারাদারেরা তার টাকা-পয়সা-গুলো কুড়িয়ে দিলে। বুড়ো তাদের ধন্যবাদ দিলে, কিন্তু

তখনও সে উর্বশী নিয়েই বিড় বিড় ক'রে বক্‌ছিল এবং বক্‌তে বক্‌তেই চ'লে গেল। বুড়ো গেটের বাইরে যেতেই কিন্তু মেয়েটি ছবি-মহল থেকে বেরিয়ে এসে জিগেস্ করলে, "উর্বশীর ছবি কোন্‌টা?' লোকগুলো বল্‌লে, "ঠিক সোজা ঢুকে —বরাবর—শেষ ছবিখানা।" মেয়েটি বল্‌লে, 'কই, সেখানে কোনও ছবি নেই তো! শুধু ফ্রেম্‌টা প'ড়ে আছে; আর কি রকম একটা লাল টি-কেস্ মারা রয়েছে ফাঁকা ফ্রেম্‌টার মাঝখানে—'

লোকগুলো তক্ষুনি ছুটে গেল ছবি-মহলের ভেতরে। গিয়ে দেখ্‌লে, সত্যি উর্বশী নেই!! ফ্রেমের মাঝখানে দেয়ালের গায়ে রয়েছে চতুরিকার লাল লেবেল্। তারা তক্ষুনি থানায় একটা ফোন্ ক'রে দিলে; আর দু'জন গেল বুড়োকে খুঁজতে। কিন্তু বুড়োকে কোথাও পাওয়া গেল না। শুধু মোড়ের মাথায় একটা দোকানদার ওই রকম একটা বুড়োকে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখেছিল, কিন্তু ট্যাক্সির নম্বর সে লক্ষ্য করেনি। সদর রাস্তায় যে পাহারাওয়ালা ছিল সে-ও তাকে দেখেছে, কিন্তু ট্যাক্সির নম্বর সে-ও লক্ষ্য করেনি। মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সেই মেয়েটি কোথায় গেল?'

'ও ঃ—সে, আরও কতক্ষণ ছিল, তারপর চ'লে গেল কখন। তার ঠিকানা রয়েছে বইতে, ৪ নম্বর পার্ক ষ্ট্রীট্, অবিশ্যি আমরা তাকে সন্দেহ করিনি, কারণ তার পক্ষে ওই ছবি চুরি করা অসম্ভব! ওই-অত বড় পুরো দু'ফুট

লম্বা ছবিকে লুকিয়ে রাখবার মত পোষাক-পরিচ্ছদ কিছুই তার ছিল না।'

মিষ্টার রায় ছবির ফ্রেম্‌টা দেখতে গেলেন; দেখলেন, ক্যান্‌ভাস্‌টা কোনও ধারাল অস্ত্র দিয়ে কাটা হয়েছে। ঘরের কোথাও কিছু আর নড়-চড় হয়নি। ফ্রেমের মাথায় শুধু একটা লম্বা পিন্‌ আটকান রয়েছে। আর কোন রকম চিহ্ন নেই—অবিশ্যি সেই বিদ্রূপমাখান লাল ষ্ট্যাম্প্‌টি ছাড়া।

মিষ্টার চ্যাটার তাঁর অপহৃতা উর্বশী সম্বন্ধে বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন না: ওটাকে ধ'রে নিয়েছিলেন একটা আর্থিক ক্ষতি হিসাবে—যা ব্যবসায়ী মাত্রেরই কখনও না কখন ঘটে থাকে। কিন্তু তার পরে যখন কাগজে কাগজে উর্বশী চুরির কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তার এক একটা ভয়াবহ মূল্য নির্ধারিত হ'তে লাগল, তখন মিষ্টার চ্যাটার একটা মোটা রকমের পুরস্কার ঘোষণা করলেন। কয়েক দিন ধ'রে কাগজে-ক্লাবে-হোটেলে 'উর্বশী' অপহরণের গল্পই চল্‌তে লাগল। সরকারী এবং বে-সরকারী বহু গোয়েন্দা থিওরির পর থিওরি আবিষ্কার ক'রে চল্‌লেন। মিষ্টার রায় ব্যর্থ হবেন জেনেও ঠিকানা দুটো নিয়ে বেরুলেন, কিন্তু না পেলেন গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে, না সেই ফ্রক্‌-পরা মেয়েটিকে। হেড্‌কোয়ার্টার্সে ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর রিপোর্ট দিলেন এই রকমের:—

'ওই বুড়োই হচ্ছে চতুরিকার ব্রহ্মাস্ত্র! বুড়োর অদ্ভুত পোষাক আর তার পাগলামি দেখে মেয়েটার ওপর আর কেউ

নজর দিলে না। তারপর বুড়োটা বেরুতেই মেয়েটা ঢুকল। টাকাগুলো ছড়িয়ে দিলে বুড়ো পাহারাওয়ালাদের অন্যমনস্ক ক'রে দেবার জন্যে। প্ল্যানটা বেশ চমকপ্রদ এবং সাধারণ লোকেদের মনে কোন সন্দেহ হবার কথা নয়। উর্বশী অপহরণও হ'ল তার দু-এক মিনিটের মধ্যেই। কোথায় লুকিয়ে রাখা হ'ল বা মেয়েটা কি•ক'রে এতবড় ছবিটা এত দ্রুত স'রিয়ে ফেললে সেটাই হচ্ছে সমস্যার কথা। ছবি লুকিয়ে রাখবার মত জায়গাই বা কোথায় ও ঘরে? অবিশ্যি বুড়োটা নিজেই যদি ওদের চোখে ধুলো দিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে? কিন্তু পাহারাদারেরা বলছে, তারা বুড়োকে বেশ ভাল ভাবেই লক্ষ্য করেছে; অবিশ্যি অত বড় ওস্তাদ লোকের পক্ষে তাদের ফাঁকি দেওয়া এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার নয় কিছু। কিন্তু মেয়েটার পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ওরা যা বলছে তাতে তার পক্ষে ছবিটা নিয়ে স'রে পড়া অসম্ভব ব'লেই মনে হয়। অত বড় ছবিটা ফ্রকের আড়ালে গোপন করা অসম্ভবই বলতে হবে।'

কমিশনার সায় দিলেন। বললেন, 'কিন্তু ওই ছোট্ট মেয়েটাকেই কি আপনার চতুরিকা ব'লে মনে হয়, মিষ্টার রায়?'

মিষ্টার রায় এক মুহূর্ত্ত না ভেবে বললেন, 'নিশ্চয় চতুরিকা।'

কমিশনার—অসম্ভব!

মিষ্টার রায়—অসম্ভব কেন হবে, স্যার? একটি তরুণীর পক্ষে দু-চার বছর ছোট সাজা খুবই সহজ; বিশেষ ক'রে

চতুরিকার মত অসাধারণ তরুণীর পক্ষে—

কমিশনার—আচ্ছা বেশ, হ'তে পারে ধ'রে নিলাম, কিন্তু ছবিটা কি সে কেটে জানালার ভেতর দিয়ে কারও হাতে দিলে ?

মিষ্টার রায়—আমি সেটা ভেবেছিলাম, পর্দাটা যদিও গুটান ছিল, কিন্তু জানালা রয়েছে বন্ধ এবং তারের জাল পরানো ; সুতরাং সে-পথে ছবি সরান অসম্ভব ! ছবি হয় বুড়োটাই নিয়ে গেছে, না হয় চতুরিকাই যেমন ক'রে হোক্ সকলের চোখে ধূলো দিয়ে নিয়ে গেছে ! সে যখন এসে বল্‌লে, "ছবি তো নেই !" তখন নিশ্চয়ই একটা তাড়া-হুড়ো প'ড়ে গিয়েছিল, সুতরাং কয়েক মিনিটের মত মেয়েটার উপর কেউ নজর দেয়নি।

কমিশনার—আচ্ছা, এটা কি সম্ভব ব'লে মনে হয় না যে, মিষ্টার চ্যাটারের কোন কর্ম্মচারীও এর ভেতরে আছে ?

মিষ্টার রায়—সেটা বরঞ্চ সম্ভব ; কিন্তু মিষ্টার চ্যাটারের কর্মচারীদের সম্বন্ধে আমি বিশেষ ভাবে খোঁজ নিয়েছি ; তারা প্রত্যেকেই বিবাহিত, প্রত্যেকেই বহু দিনের পুরাণো লোক এবং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত।

কমিশনার—যাক, কিন্তু ছবিটা নিয়ে চতুরিকা করবে কি ? বিক্রী করতেও পারবে না, দান করতেও পারবে না।

মিষ্টার রায়—কিন্তু পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে দশ হাজার টাকা, সেটা ভুলে যাবেন না, সার ; ও চায় টাকা।

আমি এখনও ঠিক্ ওকে পূরোপূরি বুঝে উঠতে পারিনি। কিন্তু একদিন আমি ওকে ধরবই—আর সে দিন খুব বেশি দূরেও নয়।

কমিশনার—পুরস্কার! হ্যাঁ, সেটা একটা আকর্ষণ বটে! কিন্তু এবার যখন সে ছবিটা ফিরিয়ে দিতে যাবে তখন তাকে ধরার অসুবিধে আপনার হবে না, মিষ্টার রায়।

মিষ্টার রায়—'সে দুরাশা আমার নেই সার'—ব'লে পকেট থেকে তিনি একটা টেলিগ্রাম বের করলেন। তাতে লেখা ছিল,—"উর্বশী ফেরত দেওয়া হবে, যদি মিষ্টার চ্যাটার্জি তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী দশ হাজার টাকা দিতে রাজী হন্। টাকাটা দিতে হবে "হারাণচন্দ্র অনাথ আশ্রমে"। প্রতিশ্রুতি দিলেই আমি ছবি ফিরিয়ে দেব"—

কমিশনার—আশ্চর্য্য তো! মিষ্টার চ্যাটার কি বল্ছেন এটা প'ড়ে?

মিষ্টার রায়—উনি রাজী হয়েছেন টাকাটা দিতে, যদিও এটাই হবে তাঁর প্রথম দান। অবিশ্যি বে-কায়দায় প'ড়েই তাঁকে নিয়মভঙ্গ করতে হ'ল। অনাথ আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষকে একটা চিঠিও দিয়েছেন এই মর্মে। খবরের কাগজে তাঁর এই প্রতিশ্রুতির কথা যথারীতি ছাপাও হ'য়ে গেছে।

সেই দিনই সন্ধ্যা ছটার সময় মিসেস্ অপর্ণা রায় যখন স্বামীকে চা ঢেলে দিতে দিতে উর্বশী হরণের গল্প শুন্ছিলেন তখন ফোনের ডাক এল। রিসিভারটা স্বামীর হাতে দিতে

দিতে বললেন, 'এই বোধ হয় তোমার চতুরিকা!'

"আপনি মিষ্টার ফাল্গুনী রায় তো? আমি আপনাদের চতুরিকা,—আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। আজ রাত্তিরে আমি উর্বশী ফিরিয়ে দেব··ছবি-মহলে থাকবেন দলবল নিয়ে·এবার যেন পালাতে না পারি।"

মিষ্টার রায়ের ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। বিস্ময়ের এবং ক্রোধের সীমা রইল না। তাড়াতাড়ি চা শেষ ক'রে তিনি ছুটলেন কমিশনারের কাছে। সতর্কতার কোন ত্রুটি রাখলেন না। অবিশ্যি এমন আশা তাঁর ছিল না বিন্দু মাত্রও যে সেই রাত্রেই তিনি চতুরিকাকে পাকড়াও করবেন। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি তাঁর হবে না—এ সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

একটু পরেই মিষ্টার চ্যাটারের বাড়ীতে একটা ছোট-খাট বাহিনী জমায়েত হ'ল। মিষ্টার সমাদ্দার, মিষ্টার সামন্ত, সার্জেণ্ট ব্রাউন এবং হপ্‌কিন্‌স্‌, অনাথ আশ্রমের কর্ত্তা দীননাথ বাবু, মিষ্টার চ্যাটারের কয়েকজন বন্ধু, দু-চার জন প্রেস্‌ রিপোর্টার এবং আরও অনেকে।

মিষ্টার চ্যাটারের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র ছিল না। একটা দামী সিগার টানতে টানতে মিষ্টার রায়কে একবার জিগেস্‌ করলেন, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়—চতুরিকা নিজেই আসবে ছবিটা ফেরত দিতে? মেয়েটাকে আমার দেখতে ইচ্ছে হয়। আমাকে সে ঠকিয়েছে সত্যি, কিন্তু তার ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই। এত বড় প্রতিভার সম্মান করতেই হবে।

কি বলেন?'

মিষ্টার রায় এর জবাব না দিয়ে বললেন, 'রাস্তায় এবং বাড়ীর চারিদিকে শাদা পোষাকে পুলিশ রাখা হয়েছে। চতুরিকা যদি আসে তাকে পাকড়াও করবার আয়োজনের ত্রুটি নেই কোথাও। কিন্তু সে আসবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—'

ডিং ডং ক'রে বড় ঘড়িতে ন'টা বেজে গেল। চতুরিকার সাড়া-শব্দ নেই। পর মুহূর্তে ছবি মহলের ফোন্‌টা বেজে উঠ্‌ল ক্রিং ক্রি-ড়িং ক'রে। মিষ্টার রায় রিসিভার তুলে নিলেন। পর মুহূর্তে তাঁর মুখখানা একটা নিরাশ ব্যর্থতার হাসিতে ভ'রে উঠ্‌ল। বল্‌লেন, 'এবারও পরাজয়!'

'কি-কি-কি ব্যাপার?' সমস্বরে অনেকেই চীৎকার ক'রে

মিষ্টার রায় ইঙ্গিতে মিষ্টার চ্যাটার্জ্জিকে ডেকে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

মিষ্টার রায় সেই শূন্য ফ্রেমের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর সেই পিন্‌টা দেখিয়ে বললেন, 'ছবি ঘর ছেড়ে যায়নি কোথাও—এখানেই আছে!'

'তার মানে?'

প্রত্যুত্তরে মিষ্টার রায় জানালার ভারী পর্দাটার দড়ি ধ'রে টানলেন। পর্দাটা গুটানো ছিল, আস্তে আস্তে নেমে গেল। বিস্মিত হ'য়ে সবাই দেখলেন, পর্দার সঙ্গে পিন্ দিয়ে আট্‌কান

রয়েছে মিষ্টার চ্যাটারের বহু-বিশ্রুত চিত্র—সেই অপহৃতা উর্বশী !!

কমিশনারের কাছে রিপোর্ট করতে গিয়ে মিষ্টার রায় বল্‌লেন, 'পিন্‌টা দেখেই আমার অনুমান করা উচিত ছিল। জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেছে, কিন্তু অসম্ভব ছিল না। ছবিটা কেটে জানালার ভারী পর্দাটার সঙ্গে জড়িয়ে দিয়ে পর্দাটা টেনে গুটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ আর বুদ্ধি ক'রে সেটা নামিয়ে দেখেনি।'

কমিশনার হেসে বল্‌লেন, 'দেখলে অবিশ্যি চ্যাটারের দশ হাজার টাকা বেঁচে যেত। অনাথ আশ্রমে টাকাটা তো কালকেই দেওয়া হয়ে গেছে, না? ভাল। বোঝা তো গেল সবই, কিন্তু কে এই আশ্চর্য্য বুদ্ধিমতী মেয়ে চতুরিকা! তার সেই বুড়োটিই বা কে?'

মিষ্টার রায় জবাব দিলেন, 'সেটাই আবিষ্কার ক'রব আমি—'

চতুর্থ

মিসেস্ রায়ের বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেছে। ইনি অবশ্য মিসেস্ অর্পণা রায় ন'ন্। ইনি বরুণ রায় ব্যারিষ্টারের বিধবা পত্নী মিসেস্ রায়। বয়স চল্লিশ ছাড়িয়ে গেলেও মিসেস্ রায়ের রূপ এখনও বিদায় নেয়নি। দেহের কমনীয় রেখাগুলি একটু বেশি গভীর হয়েছে মাত্র। নিবিড় কালো চুলে দু-এক জায়গায় রূপালী রঙ্ ধরেছে। কিন্তু রূপলাবণ্য বজায় রাখবার জন্যে যে প্রসাধনের প্রয়োজন মিসেস্ রায় তা এখনও ঠিক বজায় রেখেছেন। ফ্যাসান্‌গঞ্জের অভিজাত সমাজে মিসেস্ রায়ের প্রতিপত্তি যথেষ্ট। তিনি বই পড়েন কম, কিন্তু খবর রাখেন বেশি; আর মহিলা সমিতিতে বক্তৃতা করেন খুব ফাঁকা কিন্তু জোরালো ভাষায়। কিন্তু মেয়ে সুচরিতা মায়ের প্রকৃতিটা মোটেই পায়নি। মেয়ের সঙ্গে মায়ের সেই জন্যই বচসা হ'ত বেশি; মিল হ'ত কম। কারণটা হচ্ছে, মিসেস্ রায় মেয়েকে আদৌ চিন্‌তেন না; তার মনটা কোন্ দিকে ঝুঁকে আছে জান্‌তেন না;—মাকে কিন্তু সুচরিতা ঠিক চিনেছিল। কাজেই মায়ের প্রতি কার্য্যে মেয়ে দিত বাধা, আর মায়ের হ'ত অভিমান। কিন্তু তবু একমাত্র মেয়েকে বেশি কিছু বলাও যায় না, বিশেষতঃ উচ্চ-শিক্ষিতা রূপসী মেয়েকে, যাকে 'তার কাকা দিয়ে গেছেন একটা বিরাট সম্পত্তি। সুতরাং মা যতটা পারতেন, মেয়েকে একটু এড়িয়েই চল্‌তেন।

সেদিন ভোরবেলা চা খেতে-খেতে মা মেয়েকে বলছিলেন, 'দেখ সুচি, যা বলি একটু শোন্ বাছা ; মনটাকে বিপথে না চালিয়ে একটু শাসন কর্ দিখিন—'

মেয়ে হাসতে হাসতে বল্‌লে, 'আচ্ছা, মা, এবার থেকে খুব শাসন ক'রব, দেখে নিও।'

মা—আচ্ছা, তোর মনে আছে—তোর সখি-ঝির কথা, —সেই মীরাকে ? যাকে জবাব দিয়েছিলাম ?

মেয়ে—কে, মীরা ? খুব মনে আছে ! খুব ভাল মেয়ে ছিল। তার ব্যবহার না কি তোমার ভাল লাগত না। তুমি তাকে একটুও পছন্দ করতে না—তা-ই না, মা ?

মা—মেয়েটার অতিরিক্ত চাল ছিল।

সুচরিতার মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠ্‌ল। এই সব ছোট-খাট ব্যাপার নিয়েই মা আর মেয়েতে অষ্টপ্রহর বাদানুবাদ হ'ত। মীরার নামটাও যেন মিসেস্ রায়ের সহ্য হ'ত না।

সুচরিতা বল্‌লে, 'মীরা খুব ভাল মেয়েই ছিল মা, অবিশ্যি চাল-চলনে তার একটু নতুনত্ব ছিল। ডিটেক্‌টিভ্ নভেলগুলো বড্ড বেশী পড়ত সে। কিন্তু স্বভাব তার খারাপ ছিল না মোটেই।'

মা জবাব দিলেন, 'তার ওপর তোমার এত ভাল ধারণা শুনে খুসী হ'লাম।'

মেয়ে—তুমি কি বল্‌তে চাও ধারণাটা আমার ভুল ?

মা—একশ' বার ভুল। আমার তো বদ্ধ ধারণা যে, সেই মেয়েটাই 'চতুরিকা'! তার চাল-চলনে কেমন একটা বে-পরওয়া ভাব ছিল, লক্ষ্য করিস্ নি কখনও? আর চুরি করেছে যত আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে—বিশেষ ক'রে আমার ভাবী বৈবাহিক স্যর জি-কের—

স্যর জি-কের নাম করতেই সুচরিতার মুখে একটা বিতৃষ্ণার রেখা ফুটে উঠ্‌ল। মা সেটা জানতেন, কিন্তু তিনি তাতে বাধা পেতেন না। মেয়েকে জব্দ করবার ফন্দী পেলে, লোভ সামলান তাঁর পক্ষে কঠিন হ'ত। বল্‌লেন, 'এক রাজার ঐশ্বর্য্যের সমান যে মুক্তো-মালাটা স্যর জি-কের লুট্ হ'ল, সেটা তুমিই পেতে, সুচরিতা। তোমার সর্বনাশটাই চতুরিকা পেশী করছে, সেই চৈতন্যও তোমার নেই।—তা ছাড়া স্যর জি-কে ছিলেন তোমার কাকার সব-চেয়ে বড় বন্ধু। স্যর জি-কে তোমার কাকার সম্পত্তির ট্রাষ্টী; তোমার সব-চেয়ে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—.

মেয়ে বল্‌লেন, 'সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আমার আছে। কিন্তু আমার বন্ধু তিনি ন'ন; আমার কাকার বন্ধু। অতএব তাঁর ছেলেকেই আমাকে পতিত্বে বরণ করতে হবে—এর কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। এতে আমার সম্ভ্রমের হানি হবে ব'লে আমার বিশ্বাস।'

মা বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে জবাব দিলেন, 'যে মেয়ের পক্ষে এর চেয়ে আর ভাল বরের আশাটা দুরাশা। তোমার মুখে

এরকম কথা মোটেই ভাল শোনায় না। তোমার দূর-দৃষ্টির প্রশংসা করতে পারছিনে, সুচরিতা!'

মেয়ে ক্রোধে বিরক্তিতে জ্বলে উঠল; সহসা জবাব দিতে পারল না। চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে বল্‌লে, 'তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু আশা-দুরাশার কথা আমি বলিনি। শুধু যে স্যর জি-কের অপদার্থ মাতাল ছেলেটাকে আমি কোন মতেই বিয়ে করতে পারিনে, সেই কথাটাই তোমায় আর একবার এবং এই শেষ বার ভাল ক'রে জানিয়ে দিলাম।'

সুচরিতা উঠে গিয়ে টেবিলের ওপর থেকে রূপোর ফ্রেমে বাঁধান একটা কুরূপ যুবকের ফোটো তুলে নিয়ে মার কাছে রেখে বল্‌লে, 'এর সঙ্গে বিয়ের নাম করতেই যে নেচে উঠিনি,—এতে কি অন্যায় হয়েছে, মা? আর কেনই বা আমি একটা কদাকার, মাতাল, জুয়াড়ীকে বিয়ে করতে যাব? তুমি বুঝতে পারছ না যে, এই বিয়ের ব্যাপারে স্যর জি—কের কত বড় একটা কারসাজি রয়েছে! কত বড় স্বার্থপর এই লোকটা?'

মা ধৈর্য্য হারিয়ে চীৎকার ক'রে বল্‌লেন, 'আমি কোন কিছুই বুঝিনে, বুঝতে চাইনে। কিন্তু এটুকু বেশ বুঝেছি যে, তোমার মত একটি হতভাগা বাঁদর বিশ্ব-সংসারে আর দুটি নেই! তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ যে, স্যর জি-কে তোমার কাকার উইল অনুযায়ী কাজ করছেন। আর কাকা যে তোমায় সুখী

করতে চেয়েছিলেন, এতেও বোধ করি তোমার সন্দেহ আছে ?'

মেয়ে জবাব দিলে, 'কাকা যখন তাঁর বিরাট সম্পত্তি আমাকে দিয়ে যান, আর উইলে এ কথা লিখে যান যে, তাঁর সম্পত্তির একমাত্র ট্রাষ্টী স্যর জি-কের অমতে আমি আমি কাউকে বিয়ে না করি, তখন তিনি মনে করছিলেন —আমার ভালই করছেন। তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল স্যর জি-কের ওপর। কিন্তু তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে, নিজের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যে স্যর জি-কে তাঁর ওই অপদার্থ বোকা ছেলেটার সঙ্গেই আমার বিয়ে দেবেন।'

মা—বোকা! হারীন্ বোকা! অহঙ্কারের একটা মাত্রা আছে, সুচরিতা! যা-ই হোক, সে স্যর জি-কের একমাত্র সন্তান এবং তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর অপরিমেয় ঐশ্বর্য্যের একমাত্র অধিকারী। সেটা ভুলে যেও না।

মেয়ে—না, ভুল্‌ব কেন, আর ভুল্‌তে তুমি দেবেই বা কেন? কিন্তু এটাও যে ভুল্‌তে পারছিনে যে, উত্তরাধিকারটাই হারীন্ বোসের একমাত্র গুণ। তুমি যতই বল মা, সত্য কখনও মোছে না। ব্যাপারটা হ'ল এই, বিয়ে না হ'লে আমার এই বিরাট সম্পত্তিটা নিয়ে গোলমাল হ'তে পারে। স্যর জি-কের পঁচাত্তর হাজার টাকার মুক্তা-মালা দেওয়াটাও ঘুষ দেওয়ারই নামান্তর।

মিসেস্ রায় ইঙ্গিতটা স্পষ্ট বুঝলেন; বল্‌লেন, 'কাকার উইল তোমার আর যে সর্বনাশই করুক—সেই বিলাত-

ফেরত এঞ্জিনিয়ার কিরণ বোসের হাত থেকে যে বাঁচিয়েছে তাইতেই তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ভেবে দেখ, কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে! উঃ ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে! একটা জোচ্চোর—'

সুচরিতা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। অন্তরের দুর্দমনীয় ক্রোধ চেপে বল্‌লে, 'কিরণের সম্পর্কে ওই ইতর শব্দটা আর কোনও দিন ব্যবহার ক'র না, তোমায় বল্‌ছি। জোচ্চোর তিনি নন্। যে চেক্‌খানা তাঁকে স্যর জি-কে দিয়েছিলেন, সেখানা তিনি নিজেই সই করেছিলেন, তারপর সেটা অস্বীকার ক'রে তিনি এক ঢিলে দুই পাখী মারতে চেয়েছিলেন। কারণ তিনি তার আগেই জান্‌তে পেরেছিলেন যে, আমি কিরণকে ভালবাসি। স্যর জি-কে এতটা নীচ হ'তে পারেন, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।'

মিসেস্ রায় সুর নামিয়ে বললেন, 'থাক থাক সুচরিতা, আবার একটা 'সিন্' ক'রে লাভ নেই। কিন্তু কি ক'রে আমি তোমাকে স্কুলে, কলেজে পড়িয়েছি—সে শুধু আমিই জানি; কিন্তু তুমিও একেবারে ভুলে যেও না। কিরণকে হয়ত কেউ কু-পরামর্শ দিয়েছিল।'

সুচরিতা—আমি বল্‌ছি, মা, কিরণ জাল করেননি; স্যার জি-কের অভিযোগের অর্থ কিরণকে জোর ক'রে হেয় প্রতিপন্ন করা, আর, কিরণের সঙ্গে আমার বিয়ের অনুমতি না দেওয়ার একটা সাফাই—

বাধা দিয়ে মিসেস্ রায় বললেন, 'থাক্ থাক্, সে কথা এখন আর তুলে লাভ নেই। আমি স্বীকার ক'রে নিচ্ছি, কিরণ খুব চমৎকার ছেলে। তা-সে তো আর এদেশে নেই—ক'লকাতার বাইরে গিয়ে সে খুব সচ্চরিত্র হ'য়ে উঠেছে আশা করি।

মেয়ে জবাব দিল না। সে তার মাকে চিন্‌ত। তার মায়ের ভদ্র এবং লোক-দেখানো অমায়িক স্বভাবের অন্তরালে যে দুর্দান্ত কোপন-স্বভাব ও অভদ্র প্রকৃতি লুকিয়ে আছে, সেটা তার অজানা ছিল না। একটু পরে কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে সে জিগেস করলে, 'আচ্ছা, তারপর সেই মীরার কি হ'ল জানা গেল?'

মা বললেন, 'না। তবে রাত্তিরে মাঝে মাঝে আমি সেই মেয়েটার কথা ভাবি। যতই আমি তার চাল-চলন নিয়ে মনে-মনে আলোচনা করি, ততই আমার কেবলই মনে হ'তে থাকে যে, এসব চুরি-ডাকাতির ব্যাপারে সে আছে—

সুচরিতা হেসে উঠ্‌ল; বল্‌লে, 'আর কিছু মনে হয় না মা? কিরণও চতুরিকার দলে আছে—এটা তোমার মনে হয় না?'

মা তাব্র বিরক্তির সুরে বললেন, 'তোমার কথাগুলো কুইনিনের চেয়েও, তেঁতো। হারীনের জন্যে আমি দুঃখিত হচ্ছি।'

মেয়ে উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। মা অনেক ক্ষণ তার

দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তুমি মেয়েটি বড় অদ্ভুত, সুচরিতা। কাল তোমার বিয়ে—কাল থেকে তোমার বয়সী বহু মেয়ে তোমাকে হিংসা করবে, কিন্তু তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন কাল তোমার বিয়ে নয়,—ফাঁসি।'

মেয়ে জবাব দিলে না, হিন্দুস্থানী চাপরাসী এসে বললে, 'বড়া সাব্ আয়া'! মিসেস্ রায় হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

স্যার জি-কের পেছনে হলিউডের নায়কের বেশে যে যুবকটি এসেছিল—তাকে দেখেই সুচরিতার হাসি পেয়ে গেল। বিলক্ষণ লম্বা, মাথাটা অতিরিক্ত ছোট, মুখের চোয়াল অত্যন্ত উঁচু। না আছে রূপ, না আছে অঙ্গ-প্রত্যেঙ্গর সামঞ্জস্য। একে এই সুন্দরী সুশিক্ষিতা মেয়েটির ভাবী স্বামী ব'লে বিশ্বাস করা দূরে থাক—কল্পনায়ও আসে না। মিসেস্ রায়কে হ্যাট্ তুলে সম্মান ক'রে সে ধপ্ ক'রে ব'সে পড়ল সুচরিতার পাশে। কিছুক্ষণ সুগন্ধি রুমাল ঘাড়ে মুখে বুলিয়ে বল্‌লে, 'দেখুন—মানে দেখ, ওই মুক্তা-মালাটা তুমি পরতে পেলে না, বড়ই দুঃখের বিষয়—কি বল?'

সুচরিতা উদাস দৃষ্টিটা ফিরিয়ে এনে কিছুক্ষণ হারীনের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'মিষ্টার দাৎ, আপনার কি-রকম মনে হচ্ছে?'

হারীন্ একটা অভিনয়-ভঙ্গী ক'রে বল্‌লে, 'কি আর হবে? খুব একটা উল্লাসের কারণ তো আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। অবিশ্যি, অনেকগুলো বান্ধবীর কাছে আমার জবাবদিহি

করতে হবে। ওরা যে কি মনে ক'রবে আমাকে, ভেবে পাচ্ছিনে।'

একটা দুর্দমনীয় হাসির বেগ বার বার সুচরিতার কণ্ঠ রোধ ক'রল। কিন্তু সে জোর ক'রে মুখে গাম্ভীর্য্য বজায় রাখল। ব'ল্লে, 'বড়ই দুঃখের কথা। আমার জন্যে নিশ্চয়ই আপনার অনেকগুলো রূপসী বান্ধবী ক্ষুণ্ণ হবেন। অবিশ্যি একবারে তাদের সবাইকে খুসী করা আপনার পক্ষে সম্ভব হ'ত কি-না জানিনে।'

বান্ধবীদের খুসী করার বিদ্যা তার আছে, এটা হারীনের আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। বল্লে, 'কি জান, যারা অবিশ্যি এ বিয়ের কথা জানে,—মানে, তোমার কথা শুনেছে, তারা তো দুঃখিত হবেই বা হয়েছেই, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, আমি যাদের হয়ত চিনিনে পর্য্যন্ত, তারাও—একটা চিঠি তোমাকে দেখাচ্ছি তা হ'লেই কতকটা বুঝতে পারবে—'

নিষেধ করার প্রবৃত্তি সুচরিতার ছিল না। হারীন্ পকেট থেকে একটা দামী লেদার-কেস্ বের করতে এসেন্সের গন্ধে ভর-পূর একটা নীল রঙয়ের চিঠি বেরুল। কিছুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রে হারীন্ প'ড়ে গেল—"এই মাত্র কাগজে দেখলাম, কাল তোমার বিয়ে। যদি বলি, বুকটা ভেঙ্গে গেছে, একটা আশার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হ'য়ে গেছে, অবিশ্বাস ক'র অতীতের সেই সুখস্বপ্নময় দিনগুলো মনে ক'রে কি একবার—এই শনিবার—আমার সঙ্গে দেখা ক'রবে না? আমার কিন্তু একবার

দেখা চাই-ই তোমাকে। বিদায় নিতে হবে—চির দিনের তরে। বিশ্বাস কর হারীন্, জীবনে আর আমি তোমার জয়-যাত্রার পথে পা দেব না। একদিন নাকি আমার সুন্দর মুখখানা তোমার ভাল লেগেছিল! আর একবার সেই মুখখানা দেখবে না? ভাল কথা, 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে' একটা 'স্মৃতি-অর্ঘ' দিও। আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবে ঢাকুরিয়া লেকে—যেখানে আমাদের দেখা হ'ত অতীতের বহু চাঁদিনী রাতে—রাত্রির ঠিক দশটার সময়—'

সুচরিতা বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ক'রে প্রশ্ন করলে, 'কে ইনি, মিষ্টার দাং?'

হারীন্ তাচ্ছিল্যের সুরে বল্‌লে, 'কি ক'রে বলি? অবিশ্যি দেখা ক'রব, ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে একটা বাণীও পাঠিয়েছি;—কিন্তু ইয়ে—তুমি কিছু মনে ক'রবে না তো?'

সুচরিতা ঘাড় নেড়ে জবাব দিলে, 'না।'

হারীন্ চুপিচুপি বল্‌লে, 'স্যার জি-কে-কে বলিনি এখনও: বল্‌তে চাইও নে। বুড়ো তো বুঝবে না। ওদের মনে আমাদের মত এতটা উদারতা নেই, কি বল? আর দেখ,—কি যেন তোমার নামটা! হাঁা, "ফাদার জিঞ্জার"-কেও ব'ল না যেন, হ্যাঁ!'

ফাদার জিঞ্জারকে অবিশ্যি সুচরিতা জান্‌ত। স্যার জি-কের ডিনার টেব্‌লয়ে অনেক বার সে তাঁকে দেখেছে। হারীন্ ব'লে চল্‌ল, 'আজও উনি ডিনার খাবেন। বেশী কিছু

উপদেশ দিতে গেলে—আমি দু'কথা শুনিয়ে দেব সত্যি।'

সুচরিতা আবার একটা হাসির উচ্ছ্বাস সামলে নিয়ে উঠে গেল। একটু পরে ফাদার জিঞ্জারের বিরাট গাড়ীখানা গেটে ঢুকল। খানিক বাদেই তাঁরা সব চ'লে গেলেন 'হোটেল ওরিয়েণ্টে' ডিনার খেতে। ফাদার জিঞ্জার কথায় কথায় চতুরিকার কথা তুলে ফেল্‌লেন এবং স্যার জি-কে ভীষণ উৎসাহের সঙ্গে তাতে যোগ দিলেন। এদিকে মিসেস্ রায় অর্কিশ্রী—মীরাই যে চতুরিকা, এটা প্রমাণ করবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, এবং স্যার জি-কে সবটা শুনে বল্‌লেন, 'নিস্তার নেই; ফাল্গুনী রায়ের হাতে ধরা পড়তেই হবে একদিন—'।

হারীন্ বিয়ার খাওয়ার ভেতর বোধ করি অমৃতের আস্বাদ পেয়েছিল, গ্লাশের পর গ্লাশ নিঃশেষ ক'রে চল্‌ল। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—তার এই বিয়ের ফলে যে কারও কারও 'সুউইসাইড' (আত্মহত্যা) করার আশঙ্কা, সেই নিতান্ত অমূলক আশঙ্কাটাকে সুচরিতার কাছে প্রকট ক'রে তুলতে রইল। একটু পরে হারীন্ পকেট্ থেকে একটা প্ল্যাটিনামের ঝল্‌মলে আঙটি বের ক'রে সুচরিতাকে দেখাল,—বিয়ের আঙটি। জহুরী হিসাবে সে যে বাপের চেয়ে অনেক বড়, এটাও সুচরিতার কাছে সপ্রমাণ ক'রতে চাইল, কোন সময়ে কোন উপলক্ষে হ্যামিল্‌টনের বাড়ী থেকে কি

কিনে দিয়েছিল তার ফিরিঙ্গি দিয়ে। সুচরিতা ওর একটা কথাতেও কান দেয়নি। তার মনে পড়ছিল ওধারে যেখানে স্যর জি কে, তার মা, ফাদার জিঞ্জার বার বার চতুরিকা সম্পর্কে জোর আলোচনা চালিয়ে ছিলেন—সে-দিকে। সেই দিনই ভোর বেলা সুচরিতা মায়ের কাছে স্বীকার করেছিল যে, মনে মনে সে চতুরিকার শুধু প্রশংসাই করে না, সে তার পরম ভক্ত। এটাও জানিয়ে দিয়েছিল যে, চতুরিকা এমন সব লোকের পেছনে লেগেছে, যাদের সুচরিতা আদৌ সইতে পারে না এবং তার জন্যে সে চতুরিকাকে অশেষ ধন্যবাদ দেয়। সুচরিতা ডিনার শেষ ক'রে একটুও দেরী ক'রলে না, মাকে একবার ব'লে একাই বেড়াতে চ'লে গেল।

রাত দশটার সময় ঢাকুরিয়া লেকের একটা পরিচিত অন্ধকার কোণে হারীন্ তার অপরিচিতা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা ক'রতে গেল ঊর্দ্ধশ্বাসে মোটর হাঁকিয়ে। কিন্তু সেখানে কেউ ছিল না। অপর একটা মোড়ে একটা থামান মোটরকার থেকে একখানা সুকোমল হস্তের ইঙ্গিতে গাড়ী থামিয়ে নেমে পড়ল হারীন্ দাং।

দুঘণ্টা পরে—

ফিরে এসে স্যর জি-কের সঙ্গে দেখা হ'ল হারীনের এবং হাঁপাতে হাঁপাতে সে তার অভিসারিকার সঙ্গে মিলন

কাহিনীর একটা দ্রুত বর্ণনা দিল নির্লজ্জ ভাবে।

স্যর জি-কে বিরক্ত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি বল্‌তে চাও, সে মেয়েটিকে তুমি আগে চিন্‌তে না?'

হারীন্—না, না,—তাছাড়া আজও আমি তার মুখ দেখতে পাইনি; তার মুখে ছিল ঘোম্‌টা: বসেছিল একখানা দামী মোটরে। আমাকে ডেকে নিলে, তারপরে দু-একটা কথার পরে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে এক মুহূর্ত্ত পরে বল্‌লে, '—উঃ, আর পারিনে; হারীন্, তুমি যাও যাও'—ব'লে কাঁদতে কাঁদতে মোটরে ষ্টার্ট্ দিলে।

ফাদার জিঞ্জার সমবেদনার সুরে বললেন, 'আহা! হয়ত ইহ-জীবনের সুখ-শান্তি তার চিরতরে গেল নিভে। হয়ত সে এর পরে পরম দয়ালু যীশুর পাদ-পদ্মে আশ্রয় নেবে।'

স্যর জি-কে ছেলেকে তীব্র ভৎসনা ক'রে বললেন, 'তোমার মত গাধা দুনিয়ায় দুটি নেই। বিয়ের পূর্ব্বক্ষণে তোমার এ সমস্ত অসঙ্গত আচরণ দেখে আমি অত্যন্ত হতশ্রদ্ধ হয়েছি, হারীন্।'

ফাদার জিঞ্জার তাঁর কোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে শুন্‌লেন খানসামার কাছে—'সিস্‌টার আগাথা' তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন লাইব্রেরী-ঘরে। এ নাম কখনও শুনেছেন ব'লে ফাদার জিঞ্জারের মনে পড়ল না। এত রাত্রে কেন সিস্‌টার আগাথা তাঁর কাছে আসবেন, একথা ভাবতে ভাবতে উনি লাইব্রেরীর দিকে চ'লে গেলেন। সে ঘরে আলো

জ্বলছিল। কিন্তু সিস্টার আগাথার চিহ্নও ছিল না খানসামাকে ডাকতে সে বিস্মিত হ'ল, বল্লে, 'আমি তাঁকে এখানে বসিয়ে রেখে গেলুম, অথচ—'

ফাদার জিঞ্জার হাসতে হাসতে বললেন, 'স্বপ্ন দেখছিলে না তো হে?'

কিন্তু হঠাৎ তার মনে একটু খট্‌কা লাগল। তাড়াতাড়ি একবার ঘরের জিনিষপত্রগুলো ঠিক আছে কি-না দেখে নিলেন। দেখলেন, কোনও কিছু চুরি যাওয়া দূরে থাক— খবরের কাগজখানাও কেউ সরায়নি। তাঁর বহুমূল্য ভিনিশিয়ান গ্লাসের শেমা জোড়াও আছে যথাস্থানে। সুতরাং আপাততঃ সিস্টার আগাথাকে নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন।

ফ্রান্সিস্ ক্রিশ্চিয়ান্ হারীন্ দাৎ এবং ক্রিশ্চিনা সুচরিত রায়ের বিয়ে নিয়ে অভিজাত সমাজে একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল। দক্ষিণ কল্‌কাতার একটা বিখ্যাত গীর্জার গেটে বর-কনের বন্ধু-বান্ধবীরা বিচিত্র বেশে এবং বিচিত্র রথে একে একে এসে ভীড় করলেন। ফুলে ফুলে, বিচিত্র সাজ-সজ্জায় হাসি-গল্পে গীর্জার গম্ভীর প্রাঙ্গণ মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌ল একটু পরে সুচরিতাকে নিয়ে মিসেস্ রায়ের মোটরখানা ভেতরে এসে পার্ক ক'রল। হারীন্ এগিয়ে এসে প্রথম মিসেস্ রায়কে, পরে সুচরিতাকে নামিয়ে নিলে। স্যর জি-কের

মুখেও হাসি ফুটে উঠেছিল। তাঁর বহু দিনের গোপন আকাঙ্ক্ষা এবং অভিসন্ধি আজ সফল হ'তে চলেছে। সে-দিনই ভোর বেলায় চা খেতে খেতে চতুরিকার কাছ থেকে তিনি যে একখানা লাল চিঠি পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ থাকলেও তিনি উদাসীন ছিলেন। চিঠিতে লেখা ছিল,—বুড়ো তুমি একটি পিশাচ! একটি তরুণীকে তার ন্যায্য সুখ-সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে তুমি নিজের 'দেউলিয়া' কলঙ্ক ঘোচাতে চাচ্ছ। স্বার্থপর তুমি—অত্যন্ত নীচের মত এক স্বর্গত বন্ধুর অগাধ বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে—একটি অসহায়া তরুণীর সর্বনাশ করতে যাচ্ছ। কিন্তু মনে রেখ, দুষ্কর্মে বাধা অনেক। একটা প্রবাদ আছে জান তো—"There's many a slip between the cup and the lip" (না আঁচালে বিশ্বাস নেই')।

চতুরিকার চিঠির সেই শেষ লাইনটা আবার তাঁর মনে পড়ল। স্যার জি-কে একটা তাচ্ছিলের হাসি হাসলেন। হারীন্ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল, কিন্তু স্যার জি-কের গম্ভীর মুখে আর কোন রেখা ফুটল না।

হারীন্ অশিষ্টের মত সুচরিতাকে সঙ্গে নিয়ে বেদীর কাছে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে ব'সে পড়ল। পাশের দরজা দিয়ে ফাদার জিঞ্জার প্রবেশ করতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন। স্যার জি-কে হারীন্‌কে চুপি-চুপি বল্‌লেন, 'বিয়ের আঙটিটা!'

হারীন্ কোটের পকেট থেকে একটা ছোট্ট ভেল্‌ভেট্

কেস্ বের ক'রে খুলে ফেল্ল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ উঠ্ল কপালে—কেস্ ফাঁকা! আঙ্টি নেই!

'আঙটি নেই!'—সে এত জোরে ব'লে উঠ্ল তার বিস্ময়ের আতিশয্যে, যে বোধ করি জান্তে কারও বাকি রইল না। স্যর জি-কে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে কি বল্লেন, বোঝা গেল না; কিন্তু ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াতে পারল না। নিজের হাতের হীরের আঙ্টিটা খুলে নিয়ে মিসেস্ রায় সেটা চুপি চুপি হারীনের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিলেন। সুচরিতা মায়ের কারসাজিটা দেখ্তে পেয়েও চুপ ক'রে রইল।

হারীন্ বোকার মত আঙটি নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখ্ছিল, হঠাৎ পেছনের দরজা খুলে গেল এবং একটি অপরিচিত পাদ্রী এসে ফাদার জিঞ্জারকে ইসারায় ডাকলেন। ফাদার এরকম অসময়ে বাধা পেয়ে একটু অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু তবু তাঁকে যেতে হ'ল। দর্শকদের ভেতর চাপা গলায় বিস্ময় ও বিরক্তির অভিব্যক্তি সুরু হ'ল। ফাদার জিঞ্জার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিরস মুখে ফিরে এসে স্যর জি-কে ডেকে নিলেন নিজের কাছে। একটা অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে মনে ক'রে দর্শকেরা ভীড় ক'রে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে নানা রকম থিওরি উদ্ভাবন করতে লাগলেন। আর এদিকে বর-কনের নিকট আত্মীয়রা দেখলেন, টেব্‌লের ওপর একখানা লম্বা এনভেলাপে বড় বড় ক'রে লেখা—"ফ্রান্সিস্ ক্রিশ্চিয়ান হারীন্ দাং ও ক্রেশ্চিনা সুচরিতা রায়ের বিবাহের লাইসেন্স

(পরোয়ানা)"। খামটা হাতে নিয়ে ফাদার জিঞ্জার বল্‌লেন, 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত, সার জি-কে, কিন্তু এ বড়ই অদ্ভুত —বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার—!'

'কি—কি—কি বলছেন আপনি?'

'এই পরোয়ানার কথা বল্‌ছি—'

স্যর জি-কে কথাটা শেষ করতে দিলেন না, বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, স্পেশ্যাল্ লাইসেন্স্, আমি আপনারই হাতে কাল দিয়েছি। কি হয়েছে? আপত্তির কিছু আছে?'

ফাদারের বিবর্ণ মুখ আরও বিবর্ণ হ'ল; বললেন, 'আমার সিন্দুকে' ছিল; আর চাবি একমাত্র আমার কাছেই থাকে; কারও তাতে হাত দেওয়ার কথা নয়, অথচ—'

'অথচ—মানে?'

ফাদার জিঞ্জার জবাব দিতে পারলেন না। খামখানা খুলে একটা নীল রঙয়ের কাগজ বের ক'রে সার জি-কের হাতে দিলেন। স্যর জি-কে ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলেন। কাগজখানা নীচে প'ড়ে গেল। বিস্মিত হ'য়ে সবাই দেখলেন, কাগজে কিছুই লেখা নেই, শুধু চতুরিকার লাল টিকেট জ্বল্ জ্বল্ করছে। সার জি-কে অস্ফুট স্বরে বললেন, "এখানেও চতুরিকা!! কিন্তু কি ক'রে সে এটা পেলে?'

ফাদার জিঞ্জার অত্যন্ত অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু বললেন, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে, স্যর জি—কে—'

তারপর হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, কাল রাত্রিবেলাকার

সেই সিষ্টার আগাথার কথা। অত রাত্রে সে কি ক'রতে এসেছিল? অনেকক্ষণ তাঁর লাইব্রেরীতে সে একা ব'সে ছিল। বেরিয়ে যাওয়ায় সময় কেউ তাকে দেখেনি।

সিষ্টার আগাথা তা হ'লে আর কেউ নয়—চতুরিকা!

পঞ্চম

ক্লাইভ্ স্ট্রীটের একটা ব্যাঙ্কে, নিজের কামরায় ব'সে, স্যর জি-কে মিষ্টার রায়ের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলছিলেন। ক'ল্‌কাতার অনেকগুলো ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স্ এবং লিমিটেড্ কোম্পানির ডায়রেকক্টার ছিলেন স্যর জি-কে। নিজের সম্পত্তি বল্‌তে—দু-চার খানা বাড়ী ছাড়া তাঁর আর কিছুই ছিল না। ডায়রেক্টারের মোটা ফীজয়ে তাঁর মস্ত নাম এবং মস্ত মান এখনও কোনও রকমে বজায় ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারটা কেউ জান্‌ত না। বন্ধু-বান্ধবেরা মনে ক'রত, স্যর জি-কের তথা-কথিত অগাধ সম্পত্তিটা এখনও অগাধই আছে।

মিষ্টার রায় স্যর জি-কে'র বিবৃতি বা কাহিনী থেকে অনেক কিছু তাঁর নোট্ বইতে টুকে নিচ্ছিলেন। তাঁর মুখ খুব প্রসন্ন ছিল না, কারণ চতুরিকার রহস্যজাল ভেদ করা দূরে থাক্ তিনি তার কাছেও যেতে পারেন নি। স্যর জি-কে তাঁর বিবৃতি শেষ ক'রে বললেন, 'এই ব্যাপার: চতুরিকার সমস্ত আক্রোশ আমার এবং আমার ছেলের উপরেই দেখতে পাচ্ছি এবং হতাশ হচ্ছি এই ভেবে যে, আপনাদের হাতে এর প্রতিকার কোন দিনই পাওয়া যাবে না।'

মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'সুচরিতা সম্পর্কে আপনার ভাই-ঝি বুঝি?'

একটু ইতস্তত ক'রে স্যর জি-কে বললেন, 'ঠিক আমার

নয়, আমার এক প্রিয়তম বন্ধুর ভাইঝি। তাঁর বিরাট সম্পত্তির প্রায় বেশির ভাগই তিনি সুচরিতাকে দিয়ে যান।'

মিষ্টার রায় মুচ্‌কি হেসে জিগেস্ করলেন, 'আপনার স্বার্থটা কোন্ খান্‌টায়, স্যর— ?'

জি-কে :—আমি তার ন্যায়-সঙ্গত এবং আইন-সঙ্গত অভিভাবক। অবিশ্যি যদিও সুচরিতার মা বেঁচে আছেন। কিন্তু —আমি তার সম্পত্তির ট্রাষ্টি এবং এক্‌জিকিউটার ('অছি')। তাছাড়া, উইলে এমন আরও দু-একটা অধিকার দেওয়া আছে —যা সাধারণতঃ ট্রাষ্টীদের বড় একটা দেওয়া হয় না কখনও।'

মিষ্টার রায় :—এই যেমন সুচরিতার বরও আপনি নির্বাচন ক'রে দেবেন—এই রকমের, না ?

স্যর জি-কে ভ্রূ কুঁচ্‌কে বললেন, 'জানেন তা হ'লে দেখছি অনেক কিছু। হ্যাঁ—সে অধিকারও আমার আছে। আমার ছেলে হারীন্‌কেই যোগ্য পাত্র মনে করেছি—সুচরিতা মেয়েটিও সর্বাংশে হারীনের উপযুক্তা ; মেয়েটি চমৎকার—'

মিষ্টার রায় :—বটে ! (তাঁর নোট্‌গুলো উল্টে দেখে বললেন) যতদূর বুঝতে পারছি, মিসেস্ রায় যে মেয়েটিকে—(তার নাম হচ্ছে 'মীরা' নয় ?)—চতুরিকা ব'লে সন্দেহ করেন—সে-ই দু-একবার আপনার সম্পত্তি লুঠ-তরাজ ক'রে শেষ পর্যান্ত আপনার ছেলেকে ঠকিয়ে বিয়ের আংটি, মায় ফাদার জিঞ্জারের চোখে ধূলো দিয়ে বিয়ের পরোয়ানা অবধি সরিয়ে ফেলেছে—

স্যর জি-কে :—ঠিক তাই —

মিষ্টার রায় ঃ—তারপর—বিয়ের কি হবে? অবিশ্যি আপনি বিশপের কাছ থেকে আর একখানা পরোয়ানা বের করতে পারবেন নিশ্চয়ই।

স্যর জি-কে ঃ—সেটা এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে—সুচরিতা এ সব অস্বাভাবিক ব্যাপারে একেবারে মুষড়ে পড়েছে। সেদিন ভোর বেলায় তার শারীরিক অবস্থা এত খারাপ হ'য়ে পড়েছিল যে, শেষ পর্য্যন্ত মিসেস্ রায় তাকে ঢাকায় তাঁর এক বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাজেই ধরুন—এক মাসের মত বিয়েটা স্থগিত ক'রতে হ'ল।

মিষ্টার রায় ঃ—আর-একটা প্রশ্ন আছে। আপনি বলেছেন যে, সেই পলাতকা মীরা মেয়েটি ছাড়া, কিরণ বসু ব'লে একটি বিলেত-ফেরত এঞ্জিনিয়ারকে আপনি সন্দেহ করেন। এই যুবকটিকেই বুঝি সুচরিতা—ইয়ে, মানে পছন্দ করেন বা ক'রেছিলেন?

স্যর জি-কে ঃ—কিরণ? সে একটা পলাতক আসামী। আর কেন যে পুলিশ তাকে ধরতে পারছে না, আমি তো বুঝতে পারছিনে। সেই লোকটাই আমার নাম জাল—

মিষ্টার রায় ঃ—থাক, সে-সম্বন্ধে আমি সব জানি, স্যর জি-কে। আমি সেই কেসের রিপোর্ট দেখেছি। তা ছাড়া, এই মাত্র নিজে তদন্ত ক'রে তার সম্বন্ধে যা-কিছু জান্‌বার ছিল জেনে নিয়েছি। তার সম্বন্ধে কথা হচ্ছে এই যে, যদিও আপনার ধারণা

যে, সে আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—কিন্তু ওই পালিয়ে বেড়ান কথাটা অতিরঞ্জন ছাড়া আর কিছুই নয়। তার বিপক্ষে বলবার মত কোনও প্রমাণ পুলিশের হাতে নেই, স্যর জি-কে। তাকে ধরা কঠিন নয়, অত্যন্ত সহজ। কারণ সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে না। পূর্ব-পরিচিত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের অকৃতজ্ঞতায় বা ঘৃণায় পরিহার ক'রে চল্‌ছে মাত্র। আদালতে টেনে এনে হাজির করলেও জজ সাহেব যে তাকে দ্বীপান্তরে পাঠাবেন না, এটা আপনি জানেন বোধ হয়!'

স্যর জি-কে এই স্পষ্ট উক্তিতে মনে মনে অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করলেন। লোকটি এত কথা জানতে পারে, তাঁর ধারণা ছিল না। পুলিশকে যে ভাষায় তিনি চিরদিন গালাগালি দিয়ে আসছেন, তারই আর এক পশলা বৃষ্টি করলেন মাত্র।

অফিসে ফিরে গিয়ে যাঁর হাতে কিরণের তথাকথিত জালিয়াতির তদন্তের ভার ছিল মিষ্টার রায় তাঁকে ধরলেন। লোকটি ইন্‌স্‌পেক্টার মিষ্টার গুপ্ত। তিনি বললেন, 'কিরণের বিরুদ্ধে পুলিশের বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই। তিনি বিশিষ্ট ভদ্রলোক; বিলেত-ফেরত এঞ্জিনিয়ার; স্যর জি-কের কোনও একটা বাড়ীর কাজে তিনি প্রথম নিযুক্ত হ'ন্—সেই সূত্রেই স্যর জি-কের সঙ্গে তাঁর পরিচয়।

মিষ্টার রায় ইন্‌স্‌পেকটার গুপ্তের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। এই ইন্‌স্‌পেকটারটি বুদ্ধিমান, প্রবীণ ব্যক্তি এবং কলকাতার নোংরা গলির ছিঁচ্‌কে চোর থেকে আরম্ভ ক'রে

যণ্ডা-গুণ্ডা-চোর-ডাকাতের সমস্ত খবর তাঁর নখাগ্রে। অভিজাত সমাজের খবরও ইনি বোধ করি সব-চেয়ে বেশি রাখেন। লোকটি এক কথায় ক'লকাতার গেজেট্।

মিষ্টার রায়ঃ—আচ্ছা, মিষ্টার গুপ্ত, ক'লকাতার অকেজো ধনী লোকদের মধ্যে স্যর জি-কে দাং এর অবস্থাটা কি রকম?

মিষ্টার গুপ্তঃ—স্যর জি-কে অকেজো ঠিক ন'ন্। ধনী তো নিশ্চয়ই ন'ন্। আজকাল তাঁর অত্যন্ত দুরবস্থা; বাড়ীভাড়া আর ডায়রেক্টারের ফীজ্ ছাড়া তাঁর আর কোনও রকম আয় আছে ব'লে আমি শুনিনি। কম বয়সে—মানে চল্লিশ বছর অবধি—উনি ছিলেন পয়লা নম্বর জুয়াড়ী। এই সেই দিন ওঁর একটা তেলের কল ফেল প'ড়ে অবস্থাটা আরও শোচনীয় হ'য়ে পড়েছে।

মিষ্টার রায়ঃ—বিবাহের সমাচার?

মিষ্টার গুপ্তঃ—তাও জানি। বিয়ে করেছেন এক অখ্যাত এবং অজ্ঞাত-কুল-শীলা মহিলাকে। তাঁকে বড় কেউ একটা দেখতে পান না, এক মিষ্টার ডি ডি সেনের পার্টিতে ছাড়া।

মিষ্টার রায়ঃ—আচ্ছা, সুচরিতা রায়ের সম্পত্তি কত হবে?

মিষ্টার গুপ্তঃ—তিন লাখ টাকার ওপর। ট্রাষ্টি হচ্ছেন স্যর জি-কে দাং স্বয়ং। মেয়েটার কাকার স্যার জি-কের চরিত্র সম্বন্ধে ভয়ানক উঁচু ধারণা ছিল। আমার মনে হয়, স্যর জি-কের হাতে এত বড় একটা সম্পত্তি দিয়ে বিশ্বাস করাটা তাঁর একটা নিছক পাগলামো।

দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। মিষ্টার রায় সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার মনে হয়—স্যর জি-কে কুটিল ?'

মিষ্টার গুপ্ত :—ভগবান জানেন। আমার মনে হয়, চতুর এবং কুটিল দুটোই। আমি শুধু জানি, তাঁর উপর চতুরিকার আক্রোশের অন্ত নেই।

মিষ্টার রায় :—তার অর্থ কি, মিষ্টার গুপ্ত ?

মিষ্টার গুপ্ত :—দেখছেন না, চতুরিকার যতগুলো অভিযান—প্রায় সবগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে স্যর জি-কে-কে লক্ষ্য ক'রে ? এত ক্ষতি আর কার হয়েছে, বলুন ?

মিষ্টার রায় :—আমার থিওরিও তা-ই। আমার ধারণা অবিশ্যি যে, চতুরিকা বড় লোকদের ভাণ্ডার লুট ক'রে গরীবদের পুষ্ছে।

মিষ্টার গুপ্ত :—তার কারণ বোধ হয় যে, হীরে, জহরৎ চুরি ক'রে সে হস্‌পিটালে পাঠাচ্ছিল টাকাটা, কি বলেন, তাই তো ? কিন্তু কেনই বা পাঠাবে না ? অলঙ্কারগুলো হাতে রাখলে ধরা পড়বার কথা; বিক্রি করাও সব সময় সহজ বা নিরাপদ নয়। তাছাড়া ওগুলোর জন্যে স্যর জি-কে পুরস্কার দেবেন মোটা রকমের—কাজেই। কিন্তু সে যখন নগদ টাকা লুট করে, তখন শুনেছেন কখনও কোন দান করেছে ব'লে ?

মিষ্টার রায় :—হ্যাঁ, তারও প্রমাণ আছে, মিষ্টার গুপ্ত !

ষ্টার গুপ্ত :—না স্যার ভুল হ'ল। সে টাকা তা হ'লে স্যার জি-কে'র নয়। আমার ধারণা, চতুরিকা যা চাচ্ছে তা ঠিক এই টাকা বা জড়োয়া গহনা নয়; আর কিছু। কিন্তু টাকা যখন হাতের কাছে পায়—সেটাও সে অবিশ্যি ছেড়ে দেয় না।

মিষ্টার রায় :—আপনার সিদ্ধান্ত তা হ'লে কি দাঁড়ায়, মিষ্টার গুপ্ত ?

মিষ্টার গুপ্ত :—আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই স্যার, যে, চতুরিকা আর স্যার জি-কে এক সঙ্গে কোন চাতুরীর খেলা খেলেছিলেন। স্যার জি-কে তাকেও ঠকিয়েছেন, তাই চতুরিকা এখন তার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

স্যার জি-কে'র নিজের আফিস ছিল রুবেন্ হাউসে। কিন্তু তাঁর বেশি ভাগ কাজ তিনি করতেন ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একটা ছোট অফিসে। সেখানে কর্মচারী ছিল মাত্র একজন, স্যার জি-কে'র প্রাইভেট্ সেক্রেটারী—রাসবিহারী দত্ত—বছর পঞ্চাশ বয়স হবে তার। স্যার জি-কে'র আয়-ব্যয় এবং গোপন ও প্রকাশ্য এমন অনেক কথা দত্ত জান্ত,—যা স্যার জি-কে হয়ত নিজেও জান্তেন না, বা স্মরণ রাখতেন না।

স্যার জি-কে মিষ্টার রায়ের সঙ্গে কথা শেষ ক'রেই চ'লে গেলেন তার ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসে। এ অফিসটা ঠিক এ অঞ্চলের অফিস ঘরের মত নয়। একতলায় দোকান-ঘর,

দোতলায় একখানা ফ্ল্যাটে স্যার জি-কে'র অফিস। অফিসে ঢুকে স্যার জি-কে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। দত্ত উঠে দাঁড়াল এবং তারই পরিত্যক্ত চেয়ারে স্যার জি-কে ব'সে পড়লেন। একটু পরে দত্ত জিগেস্ করলে, 'চীফ্ সুপারিন্-টেন্‌ডেণ্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন কেন?'

স্যার জি-কে বললেন, 'আর কেন? সেই চতুরিকা—'

দত্ত :—চতুরিকা! আর কিছু জিগেস্ করলেন না?

দত্তের কথার সুরে এমন একটা আভাষ ছিল, যাতে বোঝা যাচ্ছিল এ লোকটির কাছে গোপন রাখবার স্যার জি-কে'র কিছু থাকতে পারে না। স্যার জি-কে বললেন, 'হ্যাঁ, অবিশ্যি আরও কিছু ছিল বৈ কি! সুচারিতার সম্পত্তির কত আয়—এসবও—'

একটু থেমে দত্ত বল্‌লে, 'সুচরিতার সঙ্গে আপনার ছেলের বিয়েটা হ'য়ে গেলে আপনার অনেকটা স্বস্তি হ'ত, কি বলেন?'

তার কথার বিশেষ ইঙ্গিতটা মনিবের মেজাজটা সপ্তমে চড়িয়ে দিল। কিন্তু রাসবিহারী দত্তের সঙ্গে মেজাজ খারাপ করা চলে না। স্যার জি-কে খানিকক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিক্ত সুরেই বললেন, 'সে কি আর তুমি জান না? যাক্—তারপর, সে কাজটার কদ্দূর করলে?'

দত্ত :—কিন্তু এটা কি ভাল হবে, স্যার? এসব জরুরী কাগজপত্রগুলো এখানে এভাবে রাখাটা কি উচিত হবে? —বিশেষ ক'রে চতুরিকার কথাটা—

স্যার জি-কে বাধা দিয়ে রুক্ষ স্বরে বললেন, 'আমার হুকুম দত্ত, তা-ই যথেষ্ট নয় কি? তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি!'

দত্তের অর্ধ-নিমীলিত চোখ একটু খুল্‌ল মাত্র; বল্‌লে, 'আপনার হুকুম সে আমি জানি, কিন্তু আমি বল্‌ছিলুম কি—'

স্যার জি-কে:—তোমার পরামর্শ শোনবার সময় আমার নেই, দত্ত! তুমি ব্যাঙ্ককে লিখেছ তো যে, বণ্ডগুলো আমি একটা নিরাপদ জায়গায় রাখতে চাই, ওখান থেকে তুলে এনে?

দত্ত:—সবই ঠিক আছে! ম্যানেজার আজই সেগুলো এ অফিসে পাঠাবে; অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট্—এরাও আসবে।

স্যার জি-কে:—বেশ; কালই আমি সেগুলো পাঠাব কোন বিলেতি ব্যাঙ্কে।

দত্ত চুপ ক'রে ব'সে ছিল। তার মুখের দিকে তাকিয়ে স্যার জি-কে একটু হেসে বল্‌লেন, 'তোমার বিবেচনায় এটা বড্ড কাঁচা কাজ হচ্ছে, না দত্ত? দেখছি, চতুরিকা তোমাকেও জুজুর ভয় ধরিয়ে দিয়েছে—' ব'লে নিজের রসিকতায় স্যার জি-কে একটু শব্দ ক'রেই হেসে উঠ্‌লেন।

দত্ত:—আপনি মাঝে মাঝে বড় ছেলেমানুষের মত কথা বলেন। বোধ করি সেটাও আপনার একটা অভিনয়। কিন্তু সে কথা যাক্। আপনার ছেলের বিয়েটা কবে হচ্ছে বলবেন কি?

স্যর জি-কে :—মাসখানেকের ভেতরেই।—তুমি বোধ হয় তোমার বোনাসের জন্যে ক্ষেপে উঠেছ!

শুষ্ক ওষ্ঠ জিভ দিয়ে ভিজিয়ে দত্ত জবাব দিলে, 'দু-বছর ধ'রে প্রতি মুহূর্ত্তে আমি পালাই পালাই করছি। আপনার কথা মত আপনার কাছে আমার হাজার দশেক টাকা পাওনা। এসব জাল-জোচ্চুরির কাজ আর আমার ভাল লাগছে না, স্যর। এবার ছুটী চাই। দেখছেন না কি রকম হাঁপিয়ে উঠেছি আমি—?'

স্যর জি-কে :—কত তুমি পাবে আমার কাছে, বোনাস্ শুদ্ধু?

দত্ত :—ও-ই তো আপনাকে বললুম। পাব ঢের বেশি, কিন্তু দশ হাজার টাকা পেলেই আমি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে।

স্যর জি-কে :—আচ্ছা, আচ্ছা হবে। ছেলের বিয়েটা মিটে যাক্। জানই তো কি রকম লোকসান যাচ্ছে আমার চারদিক থেকে! সেই মুক্তামালাটার জন্যে কত টাকা আমার গেছে, তা জান?

দত্ত :— কোনটার কথা বলছেন? আপনি মুক্তা-মালা ফিরে পেয়েছেন ব'লে তো আমি জানিনে।

স্যর জি-কে :—না পাইনি বটে, কিন্তু আমি অনেক টাকা কবুল করেছি তার জন্যে।

দত্ত :—হাঁ, কিন্তু ঠিক ক'রে কিছু আপনি বলেন নি। অবিশ্যি তার কারণ আছে, তা আমি জানি বৈ কি।

স্যর জি-কে :—তার মানে কি হ'ল, দত্ত?

দত্ত :—মানে আর কি স্যর, মানে খুবই সোজা, ওতে আসল মুক্তো তো আর নেই; ওতো নকল! আপনার পচাঁত্তর হাজার পাঁচশ পঁচাত্তর টাকার মুক্তা-মালা বাজারে পাঁচশ পঁচাত্তর টাকাতেও বিকোয় না! কী, চমকে উঠছেন যে?

জি-কে :—চুপ-চুপ, চেঁচিও না, দত্ত! অনেক কিছুই জান দেখছি তুমি! বাস্তবিক, তুমি এত বেশী খবর রাখ যে, সময় সময় আমার মনে বড় অশান্তি লাগে।

দত্ত এই প্রথম হাস্‌ল। তার শ্রীহীন মুখ আরও বিশ্রী হ'য়ে উঠল। বললে, 'আর ঠিক সেই কারণেই আপনার উচিত হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি পারেন আমাকে বিদেয় করা। আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নেই; শুধু দেশে একখানা ছোট বাড়ী করব। একটা ঘোড়া থাকবে, আর নিজের পুকুরে ছিপ নিয়ে সারাদিন ব'সে থাকব। সত্যি বল্‌ছি স্যর—দিন্ আমাকে ছুটি—'

স্যর জি-কে উঠে দাঁড়িয়ে কোট্‌টা খুলে ফেললেন। অফিসের ভেতরেই একটা ল্যাভেটরী ছিল। যেতে যেতে বল্‌লেন, 'সময় নেই দত্ত, মিষ্টার কাউলেব সঙ্গে লাঞ্চ্ খেতে হবে।—তোমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে দত্ত, ভয় নেই।

দত্ত :—সেই আশাতেই বেঁচে আছি, স্যর—

হঠাৎ দত্তের, নজরে পড়ল কোট খুলবার সময় স্যর জি-কের পকেট থেকে একখানা চিঠি প'ড়ে গেছে। দত্ত সেটা তুলে নিল। চিঠি মিসেস রায়ের লেখা সে বুঝতে

পারলে। কারণ এ লেখার সঙ্গে সে বিশেষ পরিচিত। ওঘর থেকে হাত-মুখ ধোওয়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। এক মূহূর্ত্ত বিলম্ব না ক'রে সে চিঠিটা প'ড়ে ফেল্‌লে এক নিশ্বাসে। মিসেস্ লিখেছেন—

'প্রিয় স্যর জি-কে—

সুচরিতা বিয়ের নামে চ'টে আগুন। বলেছে, এক বছরের ভেতরে আর বিয়ের নাম ক'রলে সে আর আমাদের মুখ দেখবে না।—"

চিঠিটা আবার ঠিক ক'রে রেখে দিলে দত্ত। এক বছর! স্যর জি-কে তা হ'লে এক মাসের কথা ব'লে মিথ্যে আশ্বাস দিয়েছিলেন। আর মতলবও নিশ্চয়ই কিছু একটা রয়েছে এর পেছনে।

স্যর জি-কে যখন মুখ ধুয়ে-মুছে এঘরে এলেন, তখন দত্ত জানালা দিয়ে পাশের চারতলা অফিসটার দিকে তাকিয়ে আছে। স্যর জি-কে টেব্‌লের ওপরকার চিঠির তাড়াটা উল্টে দেখতে দেখতে বললেন, 'আমি আড়াইটায় ফিরব। আর ব্যাঙ্কের লোকেরা তখন নিশ্চয়ই এসে পড়বে—কি বল ?'

দত্ত মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তারপর স্যর জি-কের মুখের দিকে চেয়ে বললে, 'সুচরিতার' সিকিউরিটিগুলো ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনাটা আমি ভাল মনে করছিনে ; ব্যাঙ্কেই ওগুলো নিরাপদ ছিল। আপনার কাছে থাকলে—'

স্যর জি-কে :—রাবিশ্! চতুরিকার ভয়ে তোমার দেখছি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে। বুঝতে পারছ না? এগুলি আমি আরও ভাল জায়গায় রাখতে চাই। চতুরিকা এত বোকা নয় যে, সিকিউরিটির কাগজগুলো লুট করবে। করলেও তার পক্ষে সেটা মঙ্গলের কথা নয়।

দত্ত :—কিন্তু মনে করুন, যদি সেগুলো হারায়,—চতুরিকার পক্ষে লাভ না হ'তে পারে, কিন্তু আপনার, বিশেষ ক'রে সুচরিতার, তাতে ভয়ানক ক্ষতি হবে।

স্যর জি কে :— ভয় নেই হে, চতুরিকাও নয়,—তার বন্ধু কিরণ বোসও নয়—

দত্ত :—কিরণ বোস্! কিরণ বোসের সঙ্গে চতুরিকার সম্পর্ক কি?

স্যর জি-কে :— আমার থিওরি হে,—আমার ধারণা, কিরণই হচ্ছে চতুরিকার দক্ষিণ হস্ত, এবং পুলিশও তাই বিশ্বাস করে।

দত্ত :—পুলিশকে আপনি বিশ্বাস করিয়েছেন তা-ই বোধ হয়। আমি কিন্তু একথা কখনও বিশ্বাস ক'রব না।

স্যর জি-কে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বিশ্বাস কর না? বোধ করি এটাও বিশ্বাস কর না যে, রয়েড্স ব্যাঙ্কে কিরণ আমার সই জাল করেছিল।

দত্ত :—কখনও নয়; আমি তার সাক্ষী। এ মিথ্যে কথা বিশ্বাস ক'রব আমি?

স্যার জি-কে'র চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্ব'লে উঠ্‌ল। বললেন, 'দত্ত, ভুলে যেও না যে, তুমি আমার মাইনে-করা চাকর, আমার মনিব নয়। দেখছি, যত শাগ্‌গির তুমি যাও ততই ভাল।

দত্তঃ—আমিও তো তাই বলি।

দ্রাম্‌ ক'রে দরজা বন্ধ হ'য়ে গেল। স্যার জি-কে গট্‌ গট্‌ ক'রে নীচে নেমে গেলেন। দত্তের মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল।

স্যার জি-কে যখন অফিসে ফিরে এলেন, তখন তাঁর মনটা খুসীই ছিল। ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে হাসি-মুখে কথা বলতে লাগলেন। টেবল্‌য়ের ওপর শিল-মোহর-করা কালো রঙের একটা বাক্স ছিল। স্যার জি-কে পকেট থেকে একটা লিষ্ট্‌ বের ক'রে বাক্সটা খুলে ব্যাঙ্কের কাগজপত্র মিলিয়ে দেখলেন। অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট্‌ ম্যানেজার বললে, 'কভারের সিল্‌গুলো ভাঙবেন নাকি? অবিশ্যি কভারে কি আছে না আছে তার জন্যে আমরা দায়ী নই। তবে যদি আপনি আমাদের সামনে সিকিউরিটিগুলো মিলিয়ে নেন, তা হ'লে ভাল হয় সব দিক থেকে।'

স্যর জি-কে জবাব দিলেন, 'তার দরকার হবে না।' বাক্সটা আমি ফের শিল-মোহর ক'রে সিন্দুকে বন্ধ করব।'

ম্যানেজারের সামনেই তিনি বন্ধ করলেন সিন্দুকে। অবিশ্যি উপস্থিত কেউ এ ব্যবস্থাটা অনুমোদন করতে পারলেন না।

একজন বললেন, 'আপনার ব্যবস্থাটা যেন খুব ভাল মনে হচ্ছে না, স্যর, মাপ করবেন—'

স্যর জি-কে রুক্ষ স্বরে বললেন, 'আপনাদের নিজের কাজে মন দেওয়াই ভাল মনে করি। দায়িত্ব-জ্ঞানটা কারও চেয়ে কম নয় আমার।'

ব্যাঙ্কাররা গম্ভীর মুখে বিদায় নিলেন। তাদের দায়িত্ব সেখানেই শেষ হয়েছিল। হাতের কাজ শেষ করতে স্যর জি-কে'র প্রায় ছ'টা বেজে গেল। ডেস্ক্ বন্ধ ক'রে সিন্দুকটা তিনি একবার পরীক্ষা করলেন। তারপর টুপা তুলে নিয়ে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। জানালা দিয়ে দেখতে পেলেন, তাঁর মোটর দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরেই। স্যর জি-কে দত্তকে জিগেস্ করলেন, 'তুমি কোন্ দিকে যাচ্ছ, দত্ত? আমি তোমাকে এস্প্ল্যানেডে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি—আমি ভ্যানিটিতে চা খাব কি-না।'

দত্ত ধন্যবাদ দিয়ে বললে. 'বাস্-এই যাব।'

বেরিয়ে যাওয়ার সময় দত্ত অফিসের দরজায় ডবল তালা লাগিয়ে দিলে। যে গুরখা দারোয়ানটা কাছাকাছি দশ বিশটা অফিস ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়, তাকেও একবার সাবধান ক'রে দিলে।

স্যর জি-কে বললেন, 'গেলেই তো পারতে আমার সঙ্গে।' তোমার যেমন ইচ্ছে। কাল দশটার ভেতরে আফিসে আসা চাই-ই। আচ্ছা, চলি।

গুড্ নাইট!' মোটরে গিয়ে উঠলেন স্যর জি-কে। দত্ত বাস্য়ের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

সন্ধ্যার পর থেকে শুধু বৃষ্টি নয়, হাওয়া চল্‌তে লাগল বেশ জোর। রীতিমত দুর্য্যোগের রাত্রি। রাস্তায় লোক-চলাচল ক্রমশ বিরল হ'য়ে উঠ্‌ল। রাত এগারটার সময় পাহারাওয়ালা জুড়িদারের হাতে এক টিপ্ খইনী দিয়ে "সব ঠিক হ্যায়" ব'লে চ'লে গেল, "রামা হো" ভজন করতে করতে। গুরখা দরওয়ানও তার এলাকার অফিসের দরজা ঠিক বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগল। দত্ত সাহেবের কথায় কি-রকম একটা খট্‌কা লেগেছিল তার মনে। একটু বুদ্ধি খরচ ক'রে দুটো দেশলায়ের কাঠির সঙ্গে একটু সূতো বেঁধে দিয়ে গেল স্যর জি-কের দরজায়। তারপর চ'লে গেল খানিকটা তন্দ্রাসুখ অনুভব করতে।

টাওয়ার ক্লকে যখন রাত একটা বেজে গেল তখন জেগে উঠে আবার সে টহলে বেরুল। স্যর জি-কের দরজা পার হবার সময় টর্চের আলো ফেলে দেখলে সূতো ছিঁড়েছে। মানে, তা হ'লে নিশ্চয়ই কেউ এর ভেতরে দরজা খুলে অফিস-ঘরে ঢুকেছে—এগারটা থেকে একটার ভেতরেই নিশ্চয়। সে তক্ষুনি ঘুমন্ত পাহারাওয়ালাকে তুলে দু'জনে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়ে অফিসে গেল। দরজা ঠিক তেমনি বন্ধ আছে। ওরা হয়ত ফিরেই যেত, কিন্তু টর্চের আলোতে দেখলে, ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা লাল স্রোত-রেখা—

রক্তধারা !!

পাহারাওয়ালা এবং গুরখা পরামর্শ ক'রে তৎক্ষণাৎ লাথি মেরে দরজা ভেঙ্গে ফেললে। ঢুকতে বাধা পড়ল, কারণ দরজার পাশেই পড়েছিল একটা নিশ্চল দেহ। দরওয়ান্ সুইচ্ টেনে দিতেই পাহারাওয়ালা তার পাশে ব'সে প'ড়ে দেখে বল্লে, 'খুন কিয়া! মর গেয়ে আদমি! তোম্ ইন্‌কো পছন্তা ?'

'হুঁ, ই-তো দাত্তা সাব হ্যায়!'

দেরী না ক'রে তৎক্ষণাৎ পাহারাওয়ালা অফিসের ফোন্ ধ'রে হেড্ অফিসে খবর দিলে। মেডিক্যাল্ কলেজে ফোন করলে অ্যাম্বুল্যান্স পাঠাতে। তারপর অফিস-ঘরটা পরীক্ষা ক'রে দেখলে, সিন্দুকটা খোলা প'ড়ে আছে ; কাগজ-পত্র সব ছড়ান প'ড়ে রয়েছে।

দশ মিনিটের ভেতর সার্জেণ্ট-কন্‌ষ্টেব্‌ল্‌রা এসে ভীড় করল পুলিশ ইন্‌সপেক্টারের সঙ্গে। খবর গেল ডিকেট্‌টিভ্ মহলে। স্বয়ং কমিশ্যনার ফোন্ করলেন চীফ্ সুপারিন্টেনডেণ্ট মিষ্টার ফাল্গুনী রায়কে। দশ মিনিটের মধ্যে মিষ্টার রায় এসে হাজির হ'লেন ক্লাইভ ষ্ট্রীটে স্যর জি-কের অফিস-ঘরে। সংক্ষেপে ঘরটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখে তিনি দত্তের মৃত দেহটা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। পাহারাওয়ালাকে জিগেস্ করলেন, 'ঠিক এই ভাবেই ছিল যখন তোমরা এলে ?'

'জি, হুজৌর'।

দত্তের দেহে প্রাণ ছিল না বহুক্ষণ। পিস্তলের গুলী বাঁ দিকে লেগেছে বুকে। তার হাতে একখানা ছোরা রয়েছে শক্ত ক'রে ধরা। বাঁ হাতে ছিল একখানা কার্ড, তাতে লেখা "কিরণ বসু, বি-এস্‌সি (গ্লাস্‌গো) এঞ্জিনিয়ার।" মিষ্টার রায়ের মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠ্‌ল। তিনি এর পরে সিন্দুকটা পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। তাতে দু-একটা সাধারণ চিঠি-পত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু সিন্দুকের নীল কপাটের ওপরেই ছিল চতুরিকার অতি পরিচিত লাল ষ্ট্যাম্প্‌।

চতুরিকা শেষটায় মানুষ খুন ক'রলে! মিষ্টার রায়ের যেন কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাঁর সমস্ত থিওরি গোলমাল হ'য়ে গেল এই ব্যাপারে। এ তো ধনীর ভাণ্ডার শূন্য ক'রে দরিদ্রের ভাণ্ডার পূর্ণ করা নয়। এ যে খুন! নরহত্যা! চতুরিকার চরিত্রের সঙ্গে এ তো মিল্‌ছে না!

ফোনে খবর পেয়ে স্যর জি-কে শেষ রাত্রিতে প্রায় চারটার সময় মিষ্টার রায়ের সঙ্গে এসে দেখা করলেন তাঁর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের অফিসে। তাঁর সর্বাঙ্গ তখনও থর থর ক'রে কাঁপছে। মুখ রক্তহীন। চোখ ব'সে গেছে। গলা ধ'রে গেছে। যখন মিষ্টার রায়কে তিনি বল্‌লেন যে, সুচরিতার ব্যাঙ্ক সিকিউরিটি-গুলো সব ছিল ওই সিন্দুকে তখন তাঁর হার্ট ফেল করার মত অবস্থা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বারবার বল্‌তে লাগলেন, "উঃ! কী বোকার মত কাজ করেছি! দত্ত আমাকে বার বার

নিষেধ করেছিল। আমি শুনিনি। অ হো-হো! কি সর্বনাশ করেছি! দত্তের প্রাণটা তো গেলই, সুচরিতারও সর্বনাশ করলাম! ও হো-হো!'

মিষ্টার রায় কিছুমাত্র বিচলিত হ'লেন না! প্রশ্ন করলেন, 'এত রাত্তিরে দত্ত কি করছিল অফিসে?'

মৃতদেহ পোষ্টমর্টেমের (শব-ব্যবচ্ছেদের) জন্য পাঠান হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু মেঝেয় তখনও পড়েছিল রক্তের দাগ। স্যর জি-কে বল্লেন, 'কি করছিল, আমি কি ক'রে ব'লব? আমি তো ভেবেই পাচ্ছিনে। আহা, বেচারা! কী সাঙ্ঘাতিক।—'

মিষ্টার রায়ঃ—সাঙ্ঘাতিক তো বটেই! খুন জিনিষটাই সাঙ্ঘাতিক! কিন্তু দত্ত এত রাত্রে অফিসে ব'সে কি ক'রছিল ব'লে আপনার মনে হয়?

স্যর জি-কে অস্থিরভাবে বল্লেন, 'কি ক'রে জানব বলুন? আমার মনে হয়, ব্যাঙ্ক সিকিউরিটিগুলো অফিসে রাখতে দত্ত স্বস্তি পাচ্ছিল না। সে আমাকে বার বার নিষেধ করেছিল। আমি বোকার মত তার কথা উপেক্ষা করেছিলাম। খুব সম্ভবতঃ সে নিশ্চিন্ত হ'তে না পেরে অত রাত্রে অফিসে এসেছিল সব ঠিক আছে কি-না দেখতে—'

মিষ্টার রায় সায় দিলেন, 'অসম্ভব না। তা'হলে আপনার ধারণা, দস্যু সেই সময় তাকে অতর্কিতে আক্রমণ করে।'

স্যার জি-কে ঃ—দস্যু নয়, দস্যুরা বলুন। একজনের কাজ নয়। দত্ত দুর্বল ছিল না।

মিষ্টার রায় ঃ—একবচন আর বহুবচনের কথা নয়; বহুবচন হওয়াই হয়ত স্বাভাবিক। আপনার থিওরি নির্ভুল হওয়াই সম্ভব, কারণ দত্তের হাতে ছোরা ছিল যখন, খুব সম্ভবত সে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আর একটা জিনিষ দেখবার আছে।—এই দেখুন—

ড্রয়ার থেকে একটা কুচি-কুচি-করা খাম বের করলেন মিষ্টার রায়। সেটা টেবিলের উপর রাখলেন। সেটাতেও রক্ত মাখা ছিল, কিন্তু কভারে সিল্ ভাঙ্গা হয়নি। মিষ্টার রায় বললেন, 'এই জিনিষটি আমরা পেয়েছি দত্তের পিঠের তলায়। লক্ষ্য ক'রে দেখবেন—এই কভারটাকে কোনও ধারাল ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। দত্তের হাতে যে ছোরা ছিল, খুব সম্ভবত সেটা দিয়েই।'

স্যার জি-কে ঃ—হয়ত সে ডাকাতদের হাত থেকে কভারটা ছিনিয়ে নিয়েছিল। কি বলেন?

মিষ্টার রায় এবারেও সায় দিলেন। তারপরে কি ভেবে বল্‌লেন, 'তা-ও হ'তে পারে; কিন্তু দত্তের কাছে কি সিন্দুকের চাবি ছিল?'

স্যার জি-কে এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত ক'রে বললেন, 'কই মনে পড়ছে না তো—হ্যাঁ, হ্যাঁ ছিল, ছিল। দত্তের কাছেও একটা চাবি থাকত। ঠিক মনে পড়েছে।'

মিষ্টার রায় পকেট থেকে একটা চাবি বের ক'রে বললেন, 'দেখুন তো, এটাই কি-না?'

স্যর জি-কে কিছুক্ষণ সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওটাই নিশ্চয়। আপনি কোথায় পেলেন?'

মিষ্টার রায়:—এই খানেই পেয়েছি; টেব্‌ল্‌-এর তলায়।

স্যর জি-কে:—আর কোনও রকম সন্ধান পেয়েছেন কি?

মিষ্টার রায় তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, না। একটু সময় নিয়ে স্যর জি-কের মুখের ভাব আড় চোখে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'হ্যাঁ আরও একটা সন্ধান পেয়েছি। একখানা কার্ড ছিল দত্তের হাতে।'

স্যর জি-কে:—কি নাম ছিল কার্ডে?

মিষ্টার রায়:—কিরণ বসু—এঞ্জিনিয়ার—

স্যর জি-কে:—(প্রায় লাফিয়ে উঠে) কিরণ তো! দেখছেন মশায়, ঠিক মিলেছে। আমি তো এতকাল পুলিশকে তাই ব'লে আসছি! হেঁ, কিরণ বোস্‌ই তা হ'লে—কিন্তু একটা লোককে খুন ক'রে ফেল্‌লে একেবারে!

মিষ্টার রায়:—তাঁর নামের কার্ড পাওয়া গেছে ব'লেই যে তিনি এই খুনের নিঃসন্দেহ আসামী এমন কথা বলা যায় না, স্যর জি-কে। খুনী ডাকাতেরা খুন করে, নিজেদের নামের কার্ড লাসের হাতে রেখে যায় না। এটা বোধ হয় অনুমান করা খুবই সহজ।

স্যর জি-কে অকস্মাৎ জ্ব'লে উঠে বললেন, 'দেখুন এটা ঠাট্টা-বিদ্রূপের সময় নয়। আমি বল্‌ছি, আমি কিরণকে সন্দেহ করি। লোকটা একটা বদ্‌মায়েস।

ওরকম একটা শয়তানই যে চতুরিকাকে সাহায্য ক'রে আসছে এটা আমি বাজী রেখে বলতে পারি। তবে যদি আপনি—তাকে বাঁচাতে চান, সে অবশ্যি আলাদা কথা—'

মিষ্টার রায়:—আমি কাউকেই বাঁচাতে চাইনে। যদি আপনার বিরুদ্ধেও অভিযোগের প্রমাণ পাই, আপনাকে ছেড়ে দেব না, নিশ্চয় জানবেন।

মুখের মত জবাব পেয়ে স্যার জি-কে'র আর কথা ফুটল না। তিনি তাড়াতাড়ি একটা সিগার ধরাতে লাগলেন। মিষ্টার রায় বললেন, 'আপনার তো সাঙ্ঘাতিক ক্ষতি হয়েছে আমার বিশ্বাস। সিন্দুকে কি কি ছিল, আমাকে আপনার জানান উচিত। কি ছিল? নগদ টাকা?

স্যর জি-কে:—নগদ টাকা নয়; ব্যাঙ্কের কাগজ-পত্তর এবং কতকগুলো সিকিউরিটি—

মিষ্টার রায়:—সিকিউরিটি? কত টাকার হবে?

স্যর জি-কে:—প্রায় দু'লাখ টাকার মত—

মিষ্টার রায়:—বলেন কি? অত? আপনার নিজের? না—?

স্যার জি-কে:—না, আমার নিজের নয়। আপনাকে তো বলেছি একটা ট্রাষ্ট্ সম্পত্তি—

মিষ্টার রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'সুচরিতা দেবীর সম্পত্তি

নয় তো?

সার জি-কে অতিশয় বিষণ্ণ ভাবে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'তারই, বড়ই দুঃখের কথা। কি ক'রে যে আমি মেয়েটার কাছে মুখ দেখাব ভেবে পাচ্ছিনে।'

মিষ্টার রায় ব'সে পড়লেন। এ লোকটাকে চেনবার যেটুকু বাকী ছিল, তা আজ পূর্ণ হ'ল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত সতর্ক হ'লেন: উত্তেজনার চিহ্ন মাত্র প্রকাশ করলেন না। গম্ভীর ভাবে সাধারণ চুরি-ডাকাতির তদন্তের মত সুরে প্রশ্ন করলেন, 'সিকিউরিটির একটা লিষ্ট নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে?'

সার জি-কে :—তা আছে।

তারপর প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে বণ্ডের লিষ্ট মিলান চল্‌ল। কি ধরণের সিকিউরিটি ছিল সব জেনে নিয়ে মিষ্টার রায় তাঁর তদন্ত আপাততঃ শেষ ক'রে চ'লে গেলেন তাঁর অফিসে —কমিশনারের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে। তিনি ঠিক বুঝেছিলেন, এটা চতুরিকার কীর্ত্তি নয়। প্রথমতঃ, সে মানুষ খুন ক'রতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, তার যদি কেউ সহকারী থেকে থাকে, এবং সে যদি সত্যি কিরণ বোসই হয় তবে তার নামের কার্ড সে দত্তের হাতে গুঁজে দিয়ে যেতে পারে না কখনও। মিষ্টার রায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ইতিহাসে বহু খুন এ যাবৎ দেখে এসেছেন। কি-রকম খুনের লাস কি-রকম অবস্থায় থাকে, তা তাঁর কিছু অজ্ঞাত ছিল না। কার্ডখানা যে খুনের পরে লাসের হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে

—এবিষয়ে তাঁর কোনও রকম সন্দেহ ছিল না। কমিশ্যনারের কাছে উনি সরল ভাবে সব খুলে বললেন। বললেন, 'ও কার্ডখানার মানে পুলিশ যাতে ভুল পথে এগোয়। আর যদি চতুরিকাই ও কার্ড রেখে থাকে, তবে তার মানে হচ্ছে, সে তার তথাকথিত সহকারী কিরণকে খুনের দায়ে ফাঁসির দড়ি গলায় দেওয়াতে চায়।

কমিশনার :—কিরণকে ধরতে পারেন, মনে করলেই?

মিষ্টার রায় :—ইচ্ছে করলেই আমরা পারি : শক্ত নয়। আমরা এত কাল তাকে ছেড়ে দিয়েছি সে কেবল ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নেই ব'লে। সার জি-কে চেক্ জালিয়াতির গুজব রটতেই সে কলকাতা ছেড়ে চ'লে যায়। কিন্তু সেটা পলাতকের মত চ'লে যাওয়া নয়, গোহ্‌ অভিমানে এবং ঘৃণায়। কিন্তু সে-ভাবে চ'লে যাওয়াও কিরণের পক্ষে ভুল হয়েছিল। কারণ, কিরণ জাল করেনি।

পরদিন ভোর-বেলায় মড্‌গেজের সিন্দুকের দোকানে মিষ্টার রায় গিয়ে হাজির হ'লেন। ম্যানেজার দোকানেই ছিল—সে ওখানে দশ-পনর বছর আছে। সার জি-কের অফিসের জন্যে যে সিন্দুক বিক্রি করা হয়েছিল সেটা তার মনে আছে। মিষ্টার রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, বাঁচালেন, নইলে সারা কলকাতার শহরে ঘুরেও হয়ত এর পাত্তা পেতাম না। আচ্ছা, সার জি-কেকে আপনি ক'টা চাবি দিয়েছিলেন সিন্দুকের সঙ্গে, মনে আছে?

ম্যানেজার :—খুব মনে আছে। আমাদের তখন নতুন দোকান অত বড় খদ্দের তখন আমাদের কমই ছিল। তা ছাড়া ওঁর কাছে আমরা আরও দু-তিনটে সিন্দুক বিক্রী করেছি এবং ওঁর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে অনেকে পরে আমাদের এখান থেকেই জিনিষপত্র নিয়ে গেছেন। আমরা আজকাল তিন সেট্ চাবি দিই, তখন দিতাম দু সেট। এক সেট্ স্যার জি-কে'র নিজের ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হয়েছিল, আর এক সেট্ দেওয়া হয়েছিল তাঁর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিষ্টার দত্তকে। চাবি পাছে গোলমাল হ'য়ে যায় ব'লে স্যর জি-কের চাবিতে আমরা নম্বর দিয়েছিলাম। চাবি আছে নাকি আপনার আছে?

মিষ্টার রায় চাবি বের করলেন। ম্যানেজার হাত পেতে ছিল, কিন্তু মিষ্টার রায় একটু হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, এটা আমার হাতেই থাক্। কোন্‌টার কি নম্বর ছিল, মনে আছে আপনার? বলুন তো দয়া ক'রে।'

ম্যানেজার বললেন, 'চাবির গোড়ায় ছোট ক'রে ১ আর ২ নম্বর দেওয়া ছিল। ১ নম্বর ছিল স্যর জি-কের; ২ নম্বর তাঁর কর্ম্মচারীর। স্যর জি-কের কথাতেই ওরকম চিহ্ন দেওয়া হয়েছিল, পাছে গোলমাল হ'য়ে যায় এইজন্যেই বোধ হয়—'

মিষ্টার রায় চাবির নম্বরটা পরীক্ষা করলেন। তার পর খুসী হ'য়ে চাবিটা পকেটে রেখে দিলেন। ম্যানেজারকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এর আর চাবি থাকা সম্ভব

নয় তো?'

ম্যানেজার :—অসম্ভব। আমাদের ফার্মে ছাড়া ওরকম চাবি আর কোথায়ও তৈরী হয় না। চাবি হারালে আমাদের কাছেই আসতে হ'ত।

মিষ্টার রায় বিদায় নিলেন। অফিসে গিয়ে দেখলেন ঢাকা সিটি থেকে একজন ইনস্‌পেক্টার টেলিগ্রাম করেছেন :—

"কিরণ বসু এঞ্জিনিয়ার এখানে আছেন। তাঁকে আমরা দরকার হ'লেই অ্যারেষ্ট করতে পারি। কিন্তু আমরা সঠিক প্রমাণ পেয়েছি—কাল রাত্রিতে তিনি এখানেই ছিলেন. এখানে তাঁর স্ত্রী-ও আছেন—"

কিরণের স্ত্রী! মিষ্টার রায় একটু বিস্মিত হ'লেন কিরণ বিয়ে ক'রেছে ব'লে আমি শুনিনি তো। যাক্—তা হ'লে সে খুনের দায় থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, সেই পুরানো জালিয়াতির মোকদ্দমায় ফেলে ওকে গ্রেপ্তার করা যাবে কি-না, বা সেটা উচিত হবে কি না।

মিষ্টার রায় ইনস্‌পেক্টর গুপ্তের কাছে গেলেন। তিনি বললেন, 'কিরণকে ছেড়ে দিন। অন্যায়ভাবে একজন ভদ্র-লোকের ওপর নির্যাতন করা পুলিশের ব্যবসা নয়। কিরণের বিরুদ্ধে একমাত্র অভিযোগ—তা-ও ঠিক অভিযোগ তাকে বলা চলে না—হচ্ছে যে, সে কলকাতা ছেড়ে চ'লে গেল কেন। ব্যাঙ্কে আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ম্যানেজার হলফ ক'রে বলতে রাজী যে, কিরণ সই জাল করেনি। স্যর জি-কে

নিজেই সেটা সই করেছেন। এই প্রমাণের পরে কিরণকে দোষী প্রমাণ করা সম্ভব হবে মনে করেন আপনি? তাতে উল্টে স্যর জি-কে-ই ফ্যাসাদে পড়বেন। ব্যাঙ্কই তো কিরণের পক্ষে সাক্ষী দেবে।

মিষ্টার রায় তবু খানিকটা তর্ক করলেন মনে মনে। তারপর কিরণকে একটা 'তার' করলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ক'লকাতায় এসে।

এদিকে কাগজওয়ালারা চুপ ক'রে ছিলেন না। দিনে দু'বার কাগজ ছেপে তাঁরা এই খুনের সংবাদ যথাসম্ভব রাষ্ট্র করবার ব্যবস্থা করলেন। সমস্ত বাংলা দেশে, সমস্ত ভারতবর্ষে—এমন-কি সমুদ্র ডিঙিয়ে খবর ছড়িয়ে পড়ল দ্রুত এবং সবিস্তারে। বাংলা দেশে হৈ-চৈ-টা একটু বেশী রকমেরই হ'ল। কিন্তু সব কাগজই বলছে—চতুরিকার দয়াশীল চরিত্রের সঙ্গে এ খুনটা খাপ খায় না। আবার কেউ কেউ বলছে, রাত সাড়ে বারটার সময় ক্লাইভ ষ্ট্রীট্ দিয়ে একটা কালো-বোরখা পরা মেয়েলোককে তারা মোটরে উঠতে দেখেছে—মোটর ছুটেছিল ষাট মাইল স্পীডে। কেউ বলছে—তার সঙ্গে দশ-বার জন লোক ছিল—সব পিস্তল হাতে। একটা গুরখা বাধা দিয়েছিল।—মোটরে পালাবার সময় (কেউ বলছে 'অ্যাম্বুলান্সে) তারা গুরখা দরওয়ানটাকে গুলী ক'রে মে'রে ফেলে দেয়।

লাস্‌টা গঙ্গায় ভাসতে দেখা গেছে···ইত্যাদি বহু রকমারি গুজব, সঠিক খবর, প্রমাণ-অপ্রমাণ সকাল-সন্ধ্যায় কাগজে বেরুতে লাগল। কিন্তু পুলিশ কোনো কিনারাই ক'রে উঠতে পারলে না।

মিষ্টার রায় বিকালের দিকে স্যর জি-কের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, স্যর জি-কে তাঁর বন্ধু মিষ্টার ডি ডি সেনের সঙ্গে খুব গোপন পরামর্শ করছেন। মিষ্টার সেনের মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে, স্যর জি-কে'র কথায় তিনি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। এমন সময় মিষ্টার রায় উপস্থিত হওয়াতে তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সোজা হ'য়ে বসলেন। স্যর জি-কে একটু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। মিষ্টার রায় একখানা চেয়ার টেনে ব'সে পড়লেন। স্যর জি-কে জিগেস্ করলেন, 'কি মশায়, আর কিছু প্রমাণ-টমান পেলেন?'

মিষ্টার রায়ঃ—হ্যাঁ, পেয়েছি বৈ কি। আমরা খুনের একটা কিনারা প্রায় ক'রে তুলেছি। আর এ প্রমাণও পেয়েছি যে, কিরণ বসু সেদিন এবং তার আগেও ঢাকাতেই ছিলেন, এখনও আছেন। সাক্ষী পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার মিষ্টার সি সি দে।

এক মুহূর্ত্তের জন্য স্যর জি-কে'র বিবর্ণ মুখে একটা অনিশ্চিত আশঙ্কার ছায়া দেখা গেল। তার পরেই তিনি উত্তেজনায় অস্থির হ'য়ে একরকম চীৎকার ক'রেই উঠলেন,

'তাকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয় নি? আশ্চর্য্য!

মিষ্টার রায় বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বললেন, 'এ প্রমাণের পরেও?'

স্যর জি-কে বিরক্ত হ'য়ে বললেন, 'এ প্রমাণ না হয় আপনারা মেনেই নিলেন. কিন্তু সেই জালিয়াতির চার্জটায় তো আর প্রমাণের অভাব নেই!'

মিষ্টার রায় মৃদু হেসে জবাব দিলেন, 'স্যর, আপনি কি সত্যি এখনও সেই চার্জে কিরণকে ফেল্‌তে চান? —এটা জেনেও যে. ব্যাঙ্ক বলেছে—সেই চেক্‌খানা আপনার নিজের হাতের সই করা,—জাল নয়—'

'মিথ্যা কথা!' ব'লে সশব্দে টেবিলের উপর একটা চড় মেরে স্যর জি-কে গর্জন ক'রে উঠলেন।

মিষ্টার রায় শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'হ'তে পারে, কিন্তু সেই মিথ্যে কথাটাই জুরীরা প্রমাণের জোরে বিশ্বাস করবেন! আর তাতে আপনার কোনও লাভ হবে ব'লে মনে হয় না।'

স্যর জি-কে রুষ্ট মুখে চুপ ক'রে রইলেন। মিষ্টার সেন এতক্ষণে বললেন, 'মিষ্টার রায়. ঠিক কথাই বলেছেন। কিরণকে তো আমি ভাল ছেলে ব'লেই জানি। তাকে এ প্রমাণের পরে জালিয়াতির চার্জে অভিযুক্ত করা শক্ত হ'ত ব'লেই মনে হয়।'

স্যর জি-কে সম্পূর্ণ হেরে গেছেন দেখে কথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। প্রশ্ন করলেন, 'আর কোনও প্রমাণ পেলেন কি?'

মিষ্টার রায়ঃ—কিছুই না। কেবল এটা ছাড়া—ব'লে পকেট থেকে সেই চাবিটা বের ক'রে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর বল্‌লেন,—'আপনার নিজের চাবিটা দয়া ক'রে একবার দেখাবেন কি?'

স্যার জি-কে কয়েক সেকেণ্ড নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন মিষ্টার রায়ের মুখের দিকে। কিন্তু সেখানে আশা বা নিরাশা বা সন্দেহ কোন কিছুরই চিহ্ন দেখতে না পেয়ে, বললেন, 'নিশ্চয়; কেন দেখাব না?'—ব'লে ঘড় ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে একতাড়া চাবি নিয়ে এলেন। রিংয়ের শেষ চাবিটা ছিল এ চাবিটার মত। মিষ্টার রায় চাবিটা তুলে নিলেন। সেই বড় চাবিটার নম্বর পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্যার জি-কের মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ বেরুল। কিন্তু তক্ষুনি সামলে নিয়ে বললেন, 'কিছু না; একটা নড়া দাঁতে হঠাৎ লেগেছিল। কি দেখলেন, মিষ্টার রায়?'

মিষ্টার রায়ঃ—দেখ্‌লাম, বিশেষ কিছু নয়। কেবল চাবিটা কি রকম ক'রে যেন গোলমাল হ'য়ে গেছে।—দত্তের চাবিটা গেছে আপনার হাতে আর আপনার চাবিটা গেছে দত্তের হাতে।

স্যার জি-কে ঃ—অত্যন্ত অবান্তর কথা, একেবারে অসম্ভব।

মিষ্টার রায়ঃ—কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসম্ভবই সম্ভব হ'য়ে দাঁড়িয়াছে, স্যার—

স্যার জি-কে ঃ—আচ্ছা, আমি বল্‌ছি—কি ক'রে হ'ল।

মিষ্টার রায়ঃ—থাক্ স্যার, একশ রকমের উত্তর হ'তে পারে,

আমি জানি। হয়ত চাবিটা রিং থেকে খুলে কোনও দিন টেবিলে রেখেছিলেন, তখন দত্তের চাবির সঙ্গে অদল-বদল হ'য়ে গেছে, আপনি লক্ষ্য করেন নি।—জবাব নেই, তা আমি বল্‌ছি না। আমি শুধু ঘটনাটার বৈশিষ্ট্যের দিকটাই লক্ষ্য করেছি। খুনের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক না থাকাই সম্ভব। থাকতেও পারে সামান্য ;—সে কিছু না, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

মিষ্টার সেনের সঙ্গে মিষ্টার রায় বেরিয়ে গেলেন। স্যর জি-কে খানিকক্ষণ অস্থির ভাবে পায়চারি ক'রতে লাগলেন, তারপর লিখতে বসলেন। ডেস্ক্-এর ভেতর থেকে দুটো লম্বা ক্যানভাসের এনভেলাপ্ বের ক'রে—তার একটার ভেতর তিনি একটা চৌ-কোণ সার্টিফিকেট ভ'রে দিলেন। একটা আমেরিকান্ ব্যাঙ্কের একখানা জরুরী চিঠি :—ষাট হাজার টাকার ঋণ-স্বীকার-পত্র। কোনও বিশেষ মতলবে এ জিনিষটা বাড়ীতে রাখা উচিত নয় মনে ক'রে, তিনি প্রথমে তাঁর নিজের ঠিকানা লিখলেন। তারপর সেটা নীল পেনসিল্ দিয়ে কেটে দিয়ে একটা ছোট বাক্স থেকে অনেকগুলো বিদেশী ষ্টাম্প্ বের করলেন। দুটো অষ্ট্রেলিয়ান্ ষ্টাম্প কভারে পূরে—আর-একটা বড় খামে সেটা ভ'রে দিলেন—একটা অষ্ট্রেলিয়ান্ ব্যাঙ্কের ঠিকানা দিয়ে। ম্যানেজারকে লিখলেন, এ চিঠি পৌঁছবার আগেই তিনি অষ্ট্রেলিয়ায় পৌঁছবেন। কিন্তু যদি কোনও কারণে তাঁর যাওয়া না হয়, আর চিঠি পাওয়ার পর এক সপ্তাহের ভেতর যদি তিনি তাদের ব্যাঙ্কে এ সম্বন্ধে কিছু

না লেখেন তবে ম্যানেজার যেন রেজিষ্টারড্ পোষ্টে জিনিষটা ফেরত পাঠান তাঁর ক'লকাতার ঠিকানায়।

চিঠিটা শেষ ক'রে তার অস্বস্তি দূর হ'ল। চিঠি রেজেষ্ট্রী করলেন না, কারণ, তাহ'লে পোষ্ট্ অফিসে একটা রেকর্ড থেকে যেত। কাজেই তিনি অর্ডিনারী পোষ্টে চিঠিখানা পাঠালেন, তা-ও শহরের কোনও পোষ্ট্ অফিসে নয়: শহর ছেড়ে দূরে কোনও একটা বড় পোষ্ট অফিসের ডাক-বাক্সে সে চিঠিখানা পোষ্ট করা হ'ল্—তাঁর সব-চেয়ে বিশ্বাসী, পুরোণো চাকর রাম সিংহের হাত দিয়ে। রাম সিং অবিশ্যি ঐ খেয়ালের মর্ম বোঝবার চেষ্টা করলে না।

চিঠির ব্যাপার শেষ ক'রে স্যর জি-কে বারান্দায় একটু পায়চারী করছিলেন, এমন সময় চাপরাশী খবর দিলে, 'মিসি বাবা এসেছেন!' 'এ বাড়ীতে মিসি বাবা' হচ্ছেন সুচরিতা।

স্যর জি-কে বিস্মিত হ'লেন, 'সুচরিতা এল কি ক'রে? সে তো ঢাকাতে আছে।'

'আজ্ঞে তিনিই। অনেকক্ষণ এসে ব'সে আছেন।'

ব্যস্ত হ'য়ে স্যর জি-কে নীচে নেমে যেতেই সুচরিতা ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়াল। স্যর জি-কে দু'হাত বাড়িয়ে বল্লেন, 'এস, এস, সুচরিতা, হঠাৎ কি মনে ক'রে?'

সুচরিতার বিষণ্ণ মুখে একটুও আনন্দের আভাস ছিল না।

বল্‌লে, 'ঢাকায় ব'সে ডাকাতির খবর আমি পেয়েছি—পুলিশের টেলিগ্রামে।'

এতক্ষণে স্যর জি-কের চৈতন্য হ'ল যেন—এই ডাকাতিতে কার সর্বনাশ সবচেয়ে বেশী হয়েছে। বললেন, 'তা পুলিশের টেলিগ্রাম পেয়েও তো তোমার এখন আসা সম্ভব নয়; গাড়ীতে এলে তুমি তো কাল ভোরে পৌঁছতে।'

সুচরিতা মৃদু হাসল; বললে, 'আমি 'তার' পেয়েই চ'লে এসেছি; গাড়ীতে আসিনি—'

স্যর জি-কে বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তবে? তবে?'

সুচরিতা বললে, 'জানেন তো—ঢাকা-কলকাতা এরোপ্লেন সার্ভিস্ আছে। আমি এয়ারে এসেছি। দু'ঘণ্টা আগে ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম।'

স্যর জি-কে হাঁ ক'রে সুচরিতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময় কাটিয়ে বললেন, 'তুমি—তুমি এয়ারে এসেছ, এই শরীর নিয়ে?'

সুচরিতা শুধু একটু হাস্‌ল, বল্‌লে, 'রোগা শরীরেও কঠিন কাজ করা অসম্ভব নয়। কিন্তু সে কথা থাক্—আপনিও কি আমাকে তার করেছিলেন?'

স্যর জি-কে বিব্রত হ'য়ে পড়লেন; ইতস্তত ক'রে বললেন, 'না—করিনি। আমি তোমাকে সব কথা দু-চার দিন পরেই জানাব মনে করেছিলাম। বুঝলে, সুচরিতা? আমার ইচ্ছা ছিল না যে, তোমার এই অসুস্থ শরীরে আবার আমি তোমাকে

এই সর্বনাশের খবর দিই। তাছাড়া এ-ও আশা করছিলাম, যে,—আগেকার মত চতুরিকা এবারেও সিকিউরিটিগুলো সব ফিরিয়ে দেবে—অন্তত যাতে কতগুকলো টাকা দিয়েও ব্যাঙ্ক বণ্ড্‌গুলো পাওয়া যেত—'

সুচরিতা ধীরে ধীরে বল্‌লে, 'ওঃ, তা হ'লে, আমার তো আর করবার কিছুই নেই দেখছি—'

স্যর জি-কে মাথা নেড়ে বল্‌লেন, 'কিছু নেই সুচরিতা, সবই তো শুনেছ? এরকম সাঙ্ঘাতিক মেয়ে ডাকাত যে বাংলা দেশে জন্মাতে পারে—ধারণার অতীত!'

সুচরিতা বল্‌লে, 'আমি একখানা চিঠি লিখব, কাকাবাবু?'

স্যর জি-কে বললেন, 'ব'স, মা, ব'স:—ড্রয়ারে দেখ চিঠির কাগজ আর খাম রয়েছে। একখানা কেন, যে ক'খানা তোমার ইচ্ছে—'

সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা ক'লকাতার উপকণ্ঠে একটা বড় পোষ্ট্‌ অফিসের মেইল-ডেলিভারী নিয়ে একখানা সরকারী ডাক-গাড়ী জি-পি-ওর দিকে যাচ্ছিল। গাড়ী চালাচ্ছিল একজন শিখ ড্রাইভার। আর তার পাশে ব'সে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী ঘুমে ঢুলছিল। সেদিন বিকাল থেকেই দুর্য্যোগ আরম্ভ হয়েছিল। পথ-ঘাট অন্ধকার হ'য়ে গেছে। বৃষ্টি পড়ছে অশ্রান্ত আর তার সঙ্গে একটা হাওয়া চল্‌ছে কন্‌কনে। রাস্তায় জন-

মানবের সাড়া নেই। ড্রাইভার অতি সন্তর্পণেই গাড়ী চালাচ্ছিল। রাস্তায় একটা জায়গা মেরামত হচ্ছিল। ড্রাইভার রাস্তা না পেয়ে—তারই পাশের একটা সরু রাস্তা দিয়ে খানিকটা ঘুরে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়বে মনে ক'রে গাড়ী ঘুরিয়ে দিলে। ছোট রাস্তায় নেমেই সে লক্ষ্য করলে, আলোগুলো সব নিভে গেছে। বৃষ্টির ধারার জন্যে হেড্‌লাইটের আলোও বেশী দূর যেতে পারছে না। সে খুব সাবধানে অতি ধীরে ধীরে গাড়ী চালাচ্ছিল। এমন সময় সে দেখতে পেলে, একটু দূরেই একটা লাল আলো হঠাৎ জ্ব'লেই নিভে গেল। গাড়ী থামিয়ে দিয়ে সে ঝুঁকে পড়তেই দেখতে পেলে—আগাগোড়া কালো পোষাক-পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে ; চোখে গগলস্‌ আঁটা ; কালো দাড়ি কালো পোষাকের সঙ্গে মিলে গেছে। কিছু না জিগেস্‌ করবার আগেই—টর্চ লাইটের ভীষণ আলোতে ড্রাইভারের চোখ ঝলসে গেল। আর বন্দুকধারী সান্ত্রীর তন্দ্রার ঘোর না কাটতেই লোকটা গাড়ীর পা-দানিতে দাঁড়িয়ে বন্দুকটা কেড়ে নিল। তারপর পিস্তলের মত কি-একটা উঁচু করে ধ'রে বল্‌লে, 'খবরদার ; চেঁচালে খুন।'

•

আধ ঘণ্টা পরে অনেকগুলো ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে এবং মোটর-বাইকে চ'ড়ে পুলিশের বড় বড় অফিসার, অনেকগুলো

সার্জেণ্ট, আই বি পুলিশ প্রভৃতি একখানা কালো রংয়ের নীচু টু-সিটার সিঙ্গার গাড়ীর খোঁজে, কলকাতা শহরময় এবং শহরতলীর রাস্তায় পাগলের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল। আর মিষ্টার রায় জি-পিও থেকে ফোনের কল্ পেয়ে তক্ষুনি চীফ ইন্‌স্পেক্টারকে ফোন করলেন—

'মেইল ডাকাতি! বলেন কি? অসম্ভব! কি ক'রে করলে! —কোথায়, অঁ্যা! কাউকেই অ্যারেষ্ট্ করতে পারে নি? আচ্ছা আমি যাচ্ছি দশ মিনিটের ভেতর।'

দশ মিনিটের মধ্যেই মিষ্টার রায় হেড্ অফিসে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। ড্রাইভারকে প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন ক'রে জবাব পেলেন এই—'ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেল যে, মোটেই চেঁচাবার সময় পেলাম না! সেপাইর বন্দুকটা কেড়ে নিলে চোখের পলকে,—তারপরে পিস্তল তুললে! চেঁচালে নিশ্চয়ই গুলী ক'রত হুজুর—'

মিষ্টার রায়ঃ—কি কি জিনিষ নিয়েছে?

ড্রাইভারঃ—মাত্র একটা ব্যাগ। তারা আগেই মতলব ক'রে এসেছিল। আধ মিনিটের ভেতরে পেছন দিক থেকে একজন ব্যাগটা নিয়ে স'রে পড়ল। বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে খানার ভেতর। তারপরে পিস্তল-ওয়ালা লোকটা চোখের পলকে নেমে গিয়ে একখানা ছোট মোটরে গিয়ে উঠল। মোটরে ষ্টার্ট দেওয়াই ছিল। যখন আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম, তখন মোটরের পেছনকার লাল আলো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না—'

মিষ্টার রায়ঃ—পিস্তলওয়ালা ছাড়া তোমরা আর কাউকে দেখতে পেয়েছিলে?

ড্রাইভারঃ—হাঁ, হুজুর, সেপাই দেখেছে। কালো বর্ষাতি-পরা একটা মেয়েমানুষ হুজুর, চোখে কালো চশমা। সেই পেছন দিক থেকে তালা খুলে মেইল-গাড়ীতে ঢুক্‌ল, আর আধ মিনিটের মধ্যে একটা ব্যাগ নিয়ে গিয়ে মোটরে উঠ্‌ল।

মিষ্টার রায়ঃ—ডাক-গাড়ীটা কোথায়?

ডাক-গাড়ী পরীক্ষা ক'রে মিষ্টার রায় দেখলেন, পেছনের তালা ভাঙ্গা হয়নি। চাবি দিয়েই খোলা হয়েছে। ড্রাইভার বল্‌লে, 'মেইল-ব্যাগ্‌গুলো জি-পি-ওতে নিয়ে গেছে, হুজুর, মিলিয়ে দেখবার জন্যে।

মিষ্টার রায় গাড়ীর ভেতর ঢুকে টর্চের আলো জ্বেলে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, কিছুই বিশেষ বুঝতে পারলেন না, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দেখলেন—খোলা দরজার ঠিক মাঝখানে একটি অতি পরিচিত লাল টিকেট!

নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই চম্‌কে উঠলেন মিষ্টার রায়। মুখ দিয়ে শুধু এই কথাটাই বেরুল, "এখানেও চতুরিকা!!"

ষষ্ঠ

"সরকারী ডাক-গাড়ী লুট করার প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছিল হঠাৎ, তাই বাধ্য হ'য়ে আমাকে তাই করতে হয়েছে। কিন্তু তার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। একটা মেইল্-ব্যাগে আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় একখানা চিঠি ছিল। তাই সেই ব্যাগটাই শুধু আমাকে নিতে হয়েছিল। সে চিঠিখানা ছাড়া ব্যাগের আর কোনও চিঠিতে যে আমি হাত দিইনি, ব্যাগটা পরীক্ষা করলেই তা বুঝা যাবে"—চতুরিকার ষ্ট্যাম্প্-মারা এই চিঠিখানা একটা মেইল-ব্যাগের সঙ্গে ক'লকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের একটা পোষ্ট অফিসে এসে পৌঁছল। যে ছোক্রা ব্যাগটা পৌঁছে দিলে তার চেহারাটা দিন-মজুরের মত। পোষ্ট-মাষ্টার তাকে আটক করলেন তৎক্ষণাৎ। তাঁর প্রশ্নের জবাবে ছোক্রা বললে, 'একটি মেম সাহেব তাকে ডেকে হাতে একটা টাকা দিয়ে বল্‌লে, 'তুই এটা ওই পোষ্ট অফিসে পৌঁছে দিয়ে আয়; আমি যাচ্ছি পেছনে—'

ছোক্রা টাকাটা পেয়ে আর দেরী করেনি এক মুহূর্ত্তও; এক দৌড়ে ব্যাগটা এনে হাজির করেছে পোষ্ট অফিসে এবং সেখানে প্রথম জেরা অতিক্রম ক'রে এসে পৌঁছেছে পোষ্ট-মাষ্টারের কাছে। পোষ্ট-মাষ্টার তৎক্ষণাৎ জি-পিওতে ফোন করেছেন এবং জি-পি-ও জানিয়েছে পুলিশ বিভাগে। ইতি-মধ্যে পোষ্ট-মাষ্টার ছেলেটাকে শাসাচ্ছেন তাকে পুলিশে দেবেন ব'লে। পুলিশ এসে পড়ল। তারা যখন নিশ্চিত

প্রমাণ পেলে ছোক্‌রার কোন অপরাধ নেই এই ব্যাপারে. তখন তারা তাকে ছেড়ে দিলে। শেষ পর্য্যন্ত পোষ্ট মাষ্টারের কাছে তার বকশিস মিলে গেল। কারণ, পোষ্ট মাষ্টারের বহু দিনকার "রায় সাহেব" খেতাব লাভ করবার সঞ্চিত বাসনায় এটা দেখা দিল একটা অপ্রত্যাশিত রাজ-যোগের পরোয়ানা রূপে।

এদিকে কাগজওয়ালাদের বাস্তবিক দেখা দিল সু-সময়। দিনে তিনটে ক'রে 'ইস্যু' বেরুতে লাগল। খুনের পর আবার রয়েল-মেইল ডাকাতি—একেবারে মণি-কাঞ্চন-যোগ! লাখ টাকা লুট! এমন-কি উল্টোডিঙ্গির খালে ভাসমান মৃতদেহ পর্য্যন্ত চতুরিকার কীর্ত্তিকলাপের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পাঠকের তিন বেলা রোমাঞ্চ ঘটাতে লাগল। অফিস-আদালত বন্ধ হ'য়ে যাবার যোগাড়। জুয়েলারীর বড় দোকানগুলিতে একটার যায়গায় পাঁচটা ক'রে বন্দুকধারী সেপাই ব'সে গেল। রাস্তায় ঘাটে পুলিশ এবং সার্জেণ্টদের ছড়াছড়ি। ভয়ে কেউ রাস্তায় বেরোয় না। গৃহস্থ বধূদের দীর্ঘ ঘোমটা হ্রস্ব হ'য়ে উঠতে লাগল। কারণ, দীঘল-ঘোমটা রমণীদের ওপর পুলিশের যৎপরোনাস্তি সন্দেহ। আর বোরখা-পরা পথচারী স্ত্রীলোকদের কষ্টের সীমা রইল না। বহু বোরখা-পরা মেয়েলোক গ্রেপ্তার ক'রে হেড অফিসে এনে পুলিশ একটা হেস্ত-নেস্ত সুরু ক'রে দিলে। কাগজে কাগজে চতুরিকার নানান্ ভঙ্গীতে—নানান্ রকমের সম্ভব অসম্ভব ছবি বেরুতে লাগল। শহুরে লোকদের মুখে সকাল

সন্ধ্যায় "চতুরিকা" ছাড়া আর দ্বিতীয় কথা নেই। অফিসের কেরানীরা চেয়ারে চাদর বেঁধে রেখে অন্য টেবিলে সমবেত হ'য়ে চতুরিকার বয়স, রূপ, লেখা-প্রস্থ ইত্যাদির গবেষণা চালাতে লাগলেন ভীষণ উৎসাহে।

স্যার জি-কে মেইল ডাকাতির খবরটা শুনে অবধি অতিশয় অস্বস্তি অনুভব করছিলেন। পোষ্ট অফিসে খবর নিয়ে যখন তিনি শুনলেন যে, ইণ্ডিয়ান্ মেইল্ চুরি গেছে, তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এখবরটা ঠিক নয়, ভুল খবর। কারণ, স্যার জি-কের জরুরী চিঠিখানা ছিল অর্ডিনারী পোষ্টের চিঠি; রেজেষ্টী-করা নয়। সুতরাং সেটা হারালে পোষ্ট অফিসের অনুসন্ধানে ধরা পড়বার কথা নয়। সুচরিতাকে তিনি ডিনারে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সুচরিতা এসে উপস্থিত হ'ল গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে। স্যার জি-কে তাকে একটু প্রফুল্ল ক'রে তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না; কারণ, সুচরিতা হালকা স্বভাবের মেয়ে নয়। তারপর স্যার জি-কে এ-গল্প সে-গল্প ক'রে মেইল-ডাকাতির আসল গল্প তুললেন। বললেন, 'এটাই হচ্ছে চতুরিকার সব-চেয়ে দুঃসাহসিক এবং ভয়াবহ অভিযান। রয়েল মেইল লুট! এ যে কেউ ভাবতেই পারে না কখনও!'

সুচরিতার মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বললে, 'বেচারা মীরা'!

স্যার জি-কে চমকে উঠলেন, 'মীরা? মিসেস্ রায় যাকে বরখাস্ত করেছিলেন? কি করেছে সে আবার?'

সুচরিতা তাঁর উষ্মা দেখে একটু হাস্‌ল; বললে, 'মার কোন্তু বিশ্বাস, সেই মীরাই হচ্ছে এই চতুরিকা! হাঃ হাঃ! ... আমি জানি, মীরা শ্যামবাজারের দিকে একটা বেশ ভাল ... একটি ভদ্রলোকের বিবাহিতা স্ত্রী হিসাবে বেশ সুখে আছে।' স্যার জি-কে খানিকটা বিস্ময় এবং খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'তাই নাকি? ঠিক জান তো? আমারও কিন্তু ঐ মেয়েটা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে মনে।'

সুচরিতা কফির কাপে চুমুক দিয়ে বল্‌লে, 'কিন্তু সেটা হ'লে আপনার অন্যায় সন্দেহ—'

স্যার জি-কে অপ্রিয় আলোচনাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি তো বুঝতে পারছিনে মেইল্ ব্যাগটা ফিরিয়ে দেবে ... কাগজে তো কিছু দেয়নি।' স্যার জি-কে জানতেন না যে, চতুরিকা শুধু তাঁর অষ্ট্রেলিয়ার চিঠিখানা ছাড়া ব্যাগ-শুদ্ধ ডাক ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সুচরিতা বল্‌লে, 'তা কি আর সম্ভব? কিন্তু আপনি আমাকে কি বলবেন বলেছিলেন যে!'

স্যার জি-কে ন'ড়ে চ'ড়ে ব'সে বল্‌লেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মা, অনেক কিছুই বল্‌বার আছে। দেখ আমার এখন মনে হচ্ছে, কিরণের উপর আমি সত্যি অবিচার করেছি'—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করলেন সুচরিতার মুখে কোনও

পরিবর্ত্তন দেখা যায় কি-না। কিন্তু দেখা গেল না। তারপর স্যর জি-কে বলতে লাগলেন, 'ব্যাঙ্কের চেকে সে আমার সই জাল করেছিল ব'লে যে আমি এক সময় অভিযোগ করেছিলাম সে-সম্বন্ধেও আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে মনে। বয়স হচ্ছে তো, মা!—তখন আমার দেহ-মন ভাল ছিল না। হয়ত এমনও হ'তে পারে যে, সে চেকখানা আমি নিজেই সই করেছিলাম, তার পরে মনের ভুলে সেটা নিজের সই ব'লে আর চিনতে পারিনি। তুমি তো কিরণকে এক সময় খুব পছন্দ করতে, না?'

আবার তিনি সুচরিতার মুখের ভাবান্তরের দিকে নজর রাখলেন। কিন্তু সুচরিতা নির্বিকার ছিল, এবারেও কোন জবাব তার দিক থেকে এল না। স্যর জি-কে যেন আন্তরিকতার সঙ্গেই বললেন, 'আমি আর তোমায় বাধা দিতে চাইনে, সুচরিতা।'

সুচরিতা এবার চোখ তুলল। স্যর জি-কের মুখের দিকে তাকিয়ে সে বললে, 'আমাদের বিয়েতেও আপনার আপত্তি নেই বলেছেন?'

ঘাড় নেড়ে জি-কে সায় দিয়ে বললেন, 'কোনও আপত্তি নেই; বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই আমার। আর কেনই বা থাকবে বল?'

একটু তিক্ত স্বরেই সুচরিতা জবাব দিলে, 'সত্যিইতো, কেন-ই বা থাকবে? বুঝতেই তো পারছি যে, আমার বিয়েটা

এখন আপনার মতেই হোক আর অমতেই হোক্—কাকার দেওয়া সম্পত্তির আর তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ সে-সম্পত্তির আর কিছুই বোধ হয় অবশিষ্ট নেই!'

স্যার জি-কে করুণ কণ্ঠে বললেন, 'সত্যি, বড়ই আক্ষেপের কথা। কিন্তু তুমি জান, সুচরিতা, আমার কিছুমাত্র হাত নেই এতে। তবু মনকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছিনে। এ দুর্ভাগ্যের জন্যে তবু নিজেকেই বার বার দায়ী ব'লে মনে হচ্ছে। যাই হোক—আমার সাধ্য অনুযায়ী আমি তোমার ক্ষতিপূরণ করব, সুচরিতা। তুমি অবিশ্যি আমার অবস্থা সবই জান, বড়লোক আমি মোটেই নই, কিন্তু—তবু আমি ঠিক করেছি তুমি যদি হারীণকে বিয়ে না-ও কর, যদি ওই—কিরণকেই তুমি বিয়ে কর,—তা হ'লেও বয়েড্‌স ব্যাঙ্কে আমার যে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপজিট আছে—সে টাকাটা আমি তোমাকে যৌতুক দেব।'

সুচরিতা স্মিত হাস্যে বিনয় ক'রে বললে, 'আপনার দয়া অসীম, কাকাবাবু। আপনার মুখের কথাই অবিশ্যি যথেষ্ট আমার কাছে—কিন্তু তবু—দয়া ক'রে যদি একটু লিখে দেন্—'

স্যার জি-কে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে লিখবার টেবিলে বস্‌লেন। বিস্ময় এবং ততোধিক বিরক্তি চেপে বললেন, 'বড় সুখী হলুম মা, সুচরিতা। সত্যি ইদানীং তুমি কিন্তু বেশ বুদ্ধিমতী হ'য়ে উঠেছ।'

সুচরিতা একটু হাস্‌ল, জবাব দিল না। স্যার জি-কে

কলমটা হাতে ক'রে একটু থামলেন ; জিগেস্ করলেন, 'আজ তারিখ কত, বল তো ?'

সুচরিতা বললে, 'আজ একুশ তারিখ। কিন্তু আপনি তারিখটা পেছিয়ে দিন পয়লা অবধি।'

বিস্ময়ের সুরে স্যর জি-কে বললেন, 'পয়লা থেকে কেন ?'

সুচরিতা গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে, 'কারণ রীতিমত আছে প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আপনি কিরণের সঙ্গে আমার বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন—-ঠিক আমার সম্পত্তিটা উধাও হবার পরদিন থেকেই—এটা লোকে জানবে, সে আমি চাইনে।'

স্যর জি-কে'র সন্ধানী দৃষ্টি সুচরিতার মুখের ওপর দেখলে তীব্র সন্দেহ। কিন্তু সুচরিতার মুখে কোনও রকম ভাবের অভিব্যক্তি ছিল না। একটু হেসে তিনি বললেন, 'তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি, মা। সত্যি-ই তো তারিখটা আমি একুশই করি আর পয়লাই করি, তাতে কি এমন যায়, কি বল ?'

সুচরিতা অন্য দিকে চেয়ে রইল। স্যর জি-কে ক্ষিপ্র হস্তে লেখা শেষ ক'রে সই ক'রে সুচরিতার হাতে দিলেন। সুচরিতা একবার প'ড়ে দেখল। নাম সইটা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে—কাগজখানা ভাঁজ ক'রে তার ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল।

স্যর জি-কে সুচরিতার কথায় বিশ্বাস করেননি ; জিগেস্ করলেন, 'তারিখটা পেছিয়ে দেওয়ার ওটাই কি একমাত্র কারণ নাকি, সুচরিতা ?'

সুচরিতা আর গোপন করার প্রয়োজন বোধ করলে না; বল্‌লে, 'না শুধু ওটাই একমাত্র কারণ হবে কেন? গত সপ্তাহে কিরণের সঙ্গে আমার বিয়ে হ'য়ে গেছে কি-না!'

স্যর জি-কে বিস্ময়ে-আতঙ্কে চেয়ার ছেড়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন, 'বিয়ে হ'য়ে গেছে মানে? আমার অনুমতি ছাড়া?'

সুচরিতা মুচকি হেসে বললে, 'নাঃ! আপনার অনুমতি নিয়েই হয়েছে'—ব্যাগ্‌টা একটু খুলে আবার বন্ধ করল সুচরিতা।

স্যর জি-কে তীব্র ভ্রূকুটি করলেন। কিন্তু পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না, তাই শেষ পর্য্যন্ত হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। বললেন, 'খুব চাল চেলেছ তো! তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ কিন্তু সুচরিতা! তোমার মা জানেন?'

সুচরিতা হেসে বল্‌লে, 'বিন্দু-বিসর্গও নয়, কিন্তু সে-কথা যাক্‌,—আপনাকে আমি আর একটা কথা বল্‌ব, স্যর জি-কে—সেই রাত্রের মেইল ডাকাতি সম্পর্কে—'

ঠিক এই সময়ে বেয়ারা নিয়ে এল সুপারিনটেন্‌ডেণ্ট্‌ মিষ্টার রায়ের কার্ড। স্যর জি-কে ইতঃস্তুতঃ ক'রে বললেন, 'ডিটেক্‌টিভ মিষ্টার রায়ের কার্ড। তুমি কি থাকতে চাও, সুচরিতা?'

সুচরিতা বল্‌লে, 'নিশ্চয় চাই, আমি যা বলতে যাচ্ছিলাম, তিনি শুনলে ভারী খুসী হবেন।'

স্যর জি-কে শঙ্কিত বোধ করলেন, কিন্তু কিছু বলার আগেই মিষ্টার রায় ঘরে ঢুকে স্যর জি-কে'র সঙ্গে

করমর্দন করলেন। সুচরিতা নমস্কার করতে স্যর জি-কে তার পরিচয় দিলেন, 'এটিই আমার বন্ধুর ভাইঝি—সুচরিতা। ক্লাইড্ ষ্ট্রীটশের ডাকাতিতে এরই সর্বনাশ হয়েছে সব-চেয়ে বেশী।'

মিষ্টার রায় উৎসুক হ'য়ে উঠলেন। সুচরিতার মুখ পরিচিত ব'লে বোধ হ'ল। কোথায় দেখেছেন মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। স্যর জি-কে বললেন, 'সুচরিতা এই মাত্র আমার কাছে একটা কাজের কথা বলতে যাচ্ছিল। সুচরিতা, এবার বল তা হ'লে—'

সুচরিতা বল্‌লে, 'আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে, আজই ভোর-বেলা আমি এইটে পেয়েছি'—ব'লে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একখানা ভাঁজ-করা সুদৃশ্য কাগজ বের করলে। কাগজ-খানা টেবিলের উপর খুলে ধরতেই, স্যর জি-কের মুখখানা অকস্মাৎ বিবর্ণ হ'য়ে গেল। কারণ, কাগজখানা আর কিছুই নয়। অষ্ট্রেলিয়ান্ ব্যাঙ্কের নামে উনি যে বণ্ডখানা পাঠিয়ে-ছিলেন সেইখানা। সুচরিতা বল্‌লে, 'আমার মনে পড়েছে যে, এই বণ্ডখানাও আমার সম্পত্তির একটা অংশ। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে, সিকিউরিটির লিষ্ট্-য়ে এ জিনিষটার উল্লেখ ছিল,—আর তার একটা কপিও আছে আমার কাছে—'

স্যর জি-কে ভীষণ বিব্রত হ'য়ে পড়্‌লেন। এ মেয়েটি চাতুর্য্যে তাঁকে হারিয়ে যাচ্ছে। বল্‌লেন, 'ওটা তো তোমার সম্পত্তির অংশ।'

মিষ্টার রায় চকিতে একবার স্যর জি-কে'র অস্বস্তিটা লক্ষ্য ক'রে সুচরিতাকে জিগেস্ করলেন, 'আপনি কি ক'রে পেলেন এটা? কবে পেলেন? কখন?'

সুচরিতা বল্লে, 'আজই ভোরে পেয়েছি: চিঠির বাক্সে।'

মিষ্টার রায় উৎসুক কণ্ঠে বল্লেন, 'এর সঙ্গে কোনও চিঠি ছিল, মিস্— ?'

সুচরিতা:—না। কোন কারণে আমি জিনিষটাকেও সেন্টেল ডাকাতির ভেতর ফেলে ভাবছিলাম যে, হয়ত আপনি এখানা পোষ্ট অফিসের মারফৎ পাঠিয়েছিলেন। আর আপনার চিঠিতে এই বণ্ডখানা যে আমার সম্পত্তি, এ-সম্বন্ধে উল্লেখও ছিল।

মিষ্টার রায়:—সেটাও অসম্ভব। কারণ, যদি আপনার কথাই সত্য হয়, তা হ'লে যে রাত্রে ক্লাইড ষ্ট্রীটের অফিসে দত্ত খুন হয়, আর ব্যাঙ্ক সিকিউরিটিগুলো লুট হয়, এটাও তার ভেতরেই থাকত;—কি বলেন, স্যর?

স্যর জি-কে মাথা নেড়ে সায় দিলেন। তাঁর অন্তরে যে ধরা পড়বার ভীষণ আতঙ্ক সুরু হয়েছিল, সেটা প্রাণ-পণে চেপে রেখে সুচরিতাকে বললেন, 'তোমার বরাত ভাল সুচরিতা, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, তোমার হাতে এ বণ্ড-খানা কি ক'রে এল। বোধ হয় যে ডাকাতেরা দত্তকে খুন ক'রে অফিস লুট করেছিল, তারা জান্ত যে, এখানা তোমার সম্পত্তি—তাই ফিরিয়ে দিয়েছে। কি বল?'

সুচরিতার মুখে একটা দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল, কিন্তু

সে কোন জবাব দিল না। মিষ্টার রায় স্যার জি-কের মুখের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, 'আর সে ডাকাত অবিশ্যি চতুরিকাই —কি বলেন ?'

স্থির দৃষ্টিতে ডিটেক্‌টিভের দিকে তাকিয়ে স্যার জি-কে উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়। সে ছাড়া আর কে ? এটা যে চতুরিকার কীর্ত্তি তাতে আবার সন্দেহ কি ? সিন্দুকের গায়ে চতুরিকার লেবেল্ তো আপনি স্বচক্ষেই দেখেছেন।'

মিষ্টার রায় জবাব দিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আর দেখেছি ব'লেই বলতে পারছি যে, সেই লেবেল্‌টি সম্পর্কে একটি সাঙ্ঘাতিক ভুল করা হয়েছে।'

স্যার জি-কে :—তার মানে ? ভুলটা আবার কি হ'ল ?

মিষ্টার রায় :—লেবেল্‌টা যে নূতন নয় তা আমি কমিশনারের কাছে প্রমাণ করেছি। ষ্ট্যাম্পটা আগে ব্যবহার করা হয়েছে —কোনও জায়গায়। সেটা যে টেনে তোলা হয়েছে, তার চিহ্ন রয়েছে লেবেলের পিঠে।

সুচরিতা এবং স্যার জি-কে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে মিষ্টার রায়ের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। স্যার জি-কে চুরুটের ধোঁয়ায় মুখ ঢেকে বললেন, 'আশ্চর্য্য বটে ! কিন্তু আপনি তা'তে ক'রে কি অনুমান করছেন ?'

মিষ্টার রায় :—কিছুই না। কেবল এটা বুঝতে পারছি যে, কেউ চতুরিকার নামে বৃথাই বেনামী চালাচ্ছে। আর সে হচ্ছে এমন কেউ, যে চতুরিকার একটা পুরানো লেবেল্ যোগাড় ক'রতে

পেয়েছে—এরকম লোকের সংখ্যা অবিশ্যি বেশী নয়—আমি ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ডাকাতি সম্বন্ধে সেই থেকে নূতন ক'রে ভাবছি। কতক-গুলো প্রমাণ পেয়েছি এবং পাচ্ছি, যাতে ক'রে আমার লেগেছে ধাঁধা!

স্যর জি-কে:—কি রকম?

মিষ্টার রায়:—প্রথমত আপনার অফিসে সে-রাত্রে কোন স্ত্রীলোক মোটেই যায়নি—

স্যর জি-কে:—তা-ই নাকি? কিন্তু যে পাহারাওয়ালা প্রথম ঘরে ঢুকেছিল, সে আমার বলেছে যে, অফিস ঘরে ঢুকেই সচরাচর মেয়েরা যে-সব এসেন্স্ ব্যাভার করে তার একটা তীব্র গন্ধ পেয়েছিল। আর সে গন্ধটা আমিও কিছু পেয়েছিলাম যখন ঘরে ঢুকি—

মিষ্টার রায়:—আমিও যে পাইনি, তা নয়। কিন্তু কি জানেন—ঠিক সেই জিনিষ চাই—ওই এসেন্সের তীব্র গন্ধটাই আমাকে ঠিক বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, চতুরিকা ওর ভেতর নেই ও ছিল না। চতুরিকার মত বুদ্ধিমতীর—সাধারণ মেয়েদের চেয়ে ঢের বেশি চতুর এবং সাবধান হবার কথা। চতুরিকা এরকম বোকা হ'তে পারে না যে, খুন করতে বেরিয়ে সে একটা তীব্র সুগন্ধি এসেন্স গায়ে ঢেলে আসবে। কারণ, তার পক্ষে এটা জানা মোটেই আশ্চর্য্য নয় যে, শুধু এই এসেন্সের গন্ধ থেকেই মেয়ে আসামী ধ'রে ফেলা যায়। তা ছাড়া, চতুরিকার যতগুলি অভিযানের তদন্ত আমরা করেছি, কোথাও কোন এসেন্সের গন্ধ

আমরা পাইনি। তাতেই আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম যে, এ ডাকাতি এবং খুন যে করেছে সে স্ত্রীলোক নয়, পুরুষ। আর সেই লোকটাই চালাকি ক'রে ঘরের মেঝেয় এসেন্স ছড়িয়ে দিয়েছিল পুলিশকে বোঝাবার জন্যে যে কাজটা স্ত্রীলোকের— এবং মেয়ে ডাকাত আর কে হবে? এ ছাড়া সাক্ষী এই পুরানো লেবেল্ এবং আর-একটি অকাট্য প্রমাণ আছে সে হচ্ছে, ঘরের মেঝেয় যে জুতোর ছাপ আমি পরীক্ষা ক'রে দেখছি তাতে মেয়েদের জুতোর ছাপ নেই—'

স্যর জি-কে'র মুখে দুশ্চিন্তার এবং আশঙ্কার একটা সুস্পষ্ট ছাপ দেখা দিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা হ'লে আপনার ধারণা—?'

মিষ্টার রায়ের সন্ধানী আলোর মত তীব্র দৃষ্টি স্যর জি-কে'র মুখের ওপর পড়ল। তিনি বল্লেন, 'আমার ধারণা হচ্ছে যে, দত্ত সেই রাত্রে সিন্দুকের জিনিসগুলো পরীক্ষা করতে যায়, কারণ, তার মনে ছিল ভয় এবং আপনার ওপর তীব্র সন্দেহ। সিন্দুক খুলে—সবগুলো সিল্-করা 'কভার' সে টেবিলের ওপর রাখে; দু-একটা খুলেও ছিল; ঠিক সেই সময় আততায়ী অতর্কিতে তাকে আক্রমণ করে।—প্রথমটা কিছু কথা-কাটাকাটি হয়, পরে আগন্তুকের গুলিতে দত্তের মৃত্যু হয়। সে রাত্রিতে ঝড়-বৃষ্টি ছিল; নিশুতি রাত তখন;—কাজেই কেউ কোনও সাড়া-শব্দ পায়নি।

স্যর জি-কে:—সেই আগন্তুকই তা হ'লে ডাকাত?

মিষ্টার রায় :—বলা যায় না, লোকটা চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঘরে ঢোকে। কারণ, জোর ক'রে দরজা খোলা হয়নি। তার কোন চিহ্ন নেই। তা ছাড়া আগন্তুক অফিসের সব-কিছু জান্‌ত ব'লে মনে হয়; —খুন ক'রে সে আলো নিবিয়ে দেয় এবং জানালার ভারী পর্দাগুলি—যা দত্ত টেনে নামিয়ে দিয়েছিল—রাস্তা থেকে আলো দেখা যাবে ভয়ে, সেগুলো সে আবার তুলে দেয়। পর্দা যে টানা ছিল, তার প্রমাণ—পাহারাওয়ালা রাস্তা থেকে কোনও আলো দেখতে পায়নি। আগন্তুক আলো নিবিয়ে দিয়ে—অন্ধকারে তিনটা জানালার ভারা পর্দা তুলে দেয়। আমি পর্দাগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখেছি: না জান্‌লে সেগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করা শক্ত।

কিছু-ক্ষণের মত স্যার জি-কে স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। তারপরে বললেন, 'অদ্ভুত থিওরি আপনার, মিষ্টার রায়। বিচক্ষণ গোয়েন্দার কাছ থেকে এরকম উদ্ভট কল্পনা আমি আশা করিনি।'

ঈষৎ হেসে মিষ্টার রায় জবাব দিলেন—'প্রয়োজন হ'লে গোয়েন্দারাও উদ্ভট কল্পনা ক'রে থাকে। কারণ এরকম উদ্ভট কল্পনা থেকেই সুরু হয় তাদের অনুসন্ধান-পর্ব!'

টেবিলের উপর সুচরিতার বণ্ডখানা তখনও পড়েছিল। মিষ্টার রায় সেটা লক্ষ্য ক'রে বললেন—'আশা করি, এই দুর্ঘটনার পরে আপনি এখানা কোনও একটা বড় ব্যাঙ্কে রাখবেন।'

স্যার জি-কে বললেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়।'

মিষ্টার রায় তখন স্নচরিতার দিকে ফিরে বললেন, ‘আপনার সম্পত্তির অন্তত একটা অংশ যে উদ্ধার হয়েছে এটা খুব আনন্দের কথা। এটা বোধ হয় আপনার বিয়ে না হওয়া অবধি – সার জি-কে'র ট্রাষ্টেই—’

স্যর জি-কে চম্‌কে উঠলেন। বললেন, ‘বিয়ে না হওয়া অবধি তার মানে এখনই—’

তারপর স্নচরিতার মৃত্ন হাসি লক্ষ্য ক'রে বললেন. ‘আগেকার অসমাপ্ত কথাটার সূত্র ধ'রে—অর্থাৎ যতদিন তোমার বিয়েটা আমি অনুমোদন না করছি—’

স্নচরিতা ভ্যানিটি ব্যাগ্‌টা একবার একটু খুলে আবার বন্ধ ক'রে দিয়ে বললে, ‘আমার বিশ্বাস, আপনার অনুমতি আমি আগেই পেয়ে গেছি।’

স্যর জি-কে অতি কষ্টে ধৈর্য্য রক্ষা ক'রে বললেন. ‘কাল তোমাকে আমি লিখে দেব. স্নচরিতা।’

মিষ্টার রায় আর স্নচরিতা এক-সঙ্গেই উঠে পড়লেন। কারও মুখে কথা ছিল না। তুজনের মোটরেই একসঙ্গে ষ্টার্ট দেওয়া হ'ল। স্নচরিতা মিষ্টার রায়ের দিকে তাকিয়ে বললে, ‘আপনি কি ভাবছেন জানতে পারলে আমি বোধ করি অনেক কিছুই দিতে পারতাম—’

মিষ্টার রায় হেসে জবাব দিলেন, ‘আর আপনি জানেন, তা জানতে পারলে আমি অনেক কিছু কবুল করতে পারতাম।’

গাড়ী তু'খানা বেরিয়ে গেল পরস্পর বিপরীত দিকে।

সেই রাত্রিতেই মিষ্টার ডি-ডি সেন একটা নামজাদা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টার হ'বার উপলক্ষে "হোটেল ওরিয়েণ্টে" একটা ভোজ দিচ্ছিলেন। এ নিয়ে চঞ্চলার সঙ্গে কিছু বাদানুবাদ হয়েছিল। কারণ, হোটেলে ভোজ দিলে চঞ্চলার নিজের বাড়ীর নূতন ঐশ্বর্যগুলি নিমন্ত্রিতদের দেখান যায় না। কিন্তু মিষ্টার সেন আর বাড়ীতে ভোজের ঝক্কি নিতে রাজী নন। জিনিষটা বন্ধ করা যায় না, সুতরাং চঞ্চলাকেই এক ডিগ্রী নেমে আসতে হ'ল। সুচরিতারও এ প্রীতি-ভোজে নিমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু "হোটেল রিগালে" যাওয়ার আগে তার নিমন্ত্রণে যাওয়ার মতলব ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠতেই একটি প্রিয়-দর্শন তরুণ হাসিমুখে এসে তাকে হাত ধ'রে ভেতরে নিয়ে গেল। দু'জনের কেউ জানতে পারলে না যে, মিষ্টার রায় অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ তাদের লক্ষ্য করলেন। মিষ্টার রায় মনে মনে বললেন, 'হুঁ, এই তা হ'লে কিরণ-বোস্ এঞ্জিনিয়ার!'

সেখান থেকে মিষ্টার রায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন অলিম্পিয়া রোডে মিষ্টার ডি-ডি সেনের বাড়ীতে। মিষ্টার সেন তাঁর হাতে একটা হাভানা চুরুট দিয়ে বললেন, 'মিষ্টার রায়, শুনেছি আপনি চতুরিকার কেসগুলির তদন্তের ভার নিয়েছেন। আমার মনে হ'ল, আজকের ডিনারে আপনার উপস্থিত থাকলে মন্দ হয় না। তাই আপনাকে সাহস ক'রে ডেকে পাঠিয়েছি। ব্যবসার খাতিরে আমাকে এই মহানগরীর তথাকথিত অ্যারিষ্টো-

ক্রোটদের মাঝে মাঝে ডিনার দিতে হয়। আজকের আয়োজনটা হচ্ছে "ওরিয়েণ্টে"। বাড়ীতে আর সাহস করিনি। কেন করিনি তা আপনিই ভাল বুঝবেন। মিষ্টার রায় হেসে সায় দিলেন। এই চতুরিকা সম্বন্ধে দু'একটা খবর আমি আপনাকে দিতে পারব। কিন্তু দরজাটা বন্ধ ক'রে দিই —কি বলুন ?'

মিষ্টার রায়ঃ—যদি প্রয়োজন বোধ করেন—

দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে মিষ্টার সেন বলতে লাগলেন মুখোমুখি ব'সে, 'দেখুন, এসব কথা সব রকম লোকের কাছে বলতে আমার যথেষ্ট আপত্তি আছে। কিন্তু আপনার কথা আলাদা, আপনিই এগুলো শোনবার সবচেয়ে উপযুক্ত লোক। দেখুন,—চতুরিকার এই দুঃসাহসিক অভিযানগুলির মধ্যে আমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি—আপনিও হয়ত নিশ্চয়ই এটা লক্ষ্য ক'রে থাকবেন,—চতুরিকার যত আক্রোশ কিন্তু ব'লতে গেলে আমার বন্ধু স্যর জি-কের ওপর। চতুরিকা যে শুধু তাঁর বাড়ী এবং অফিসেই অভিযান করেছে, তাই নয়, তাঁর বন্ধু-বান্ধবদেরও বাদ দেয়নি। ধরুন, আমার কথা। আমি যখন ক্ষতির পরিমাণ ক'রে দেখলুম, তখন স্পষ্টই মনে হ'ল, স্যর জি-কে যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত—তাদের এবং স্যর জি-কে'র নিজেরই লোকসানের মাত্রা সব-চেয়ে বেশী। যতদূর মনে হয়—স্যর জি-কে'র লাল বাতি জ্বালাবার সময় হ'য়ে এসেছে। ডায়রেক্টারের ফীজ ক'টা ছাড়া তাঁর

আর ব'লতে গেলে বিশেষ কোনও আয় নেই। তাই মনে হয়—চতুরিকার সঙ্গে তাঁর কোনও দিন এমন একটা-কিছু ষড়যন্ত্র বা যা-হোক্ একটা কিছু ঘটেছিল—যে-অন্যায় চতুরিকা আজও ভুলতে পারেনি।—আপনি কি বলেন?

মিষ্টার রায়ঃ—ঠিক তাই। আমারও সে-ই ধারণা। চতুরিকার মাত্র একটি শত্রু আছে জগতে, তিনি হচ্ছেন স্যার জি-কে!

মিষ্টার সেনঃ— খুব সম্ভবত তাই। যাক—এ তো গেল ভূমিকা। এখন আমি আজ যে ডিনার দিচ্ছি, তাতে অভিজাত ঘরের মিস্ এবং মিসেস্ থাকবেন বহু। আর বুঝতেই পারছেন —ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার দেখাবার প্রতিযোগিতায় অলঙ্কারের থাকবে ছড়াছড়ি। কিন্তু একটা কথা আমাকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে—

মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মিষ্টার সেন বললেন, 'কথাটা হচ্ছে—স্যার জি-কে'র, মানে—স্যার জি-কে'র একটি—ইয়ে—আছেন। নাম হচ্ছে তার ললিতা বাঈ—'

মিষ্টার রায়ঃ—প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী ললিতা বাঈ?

মিষ্টার সেনঃ—হ্যাঁ; জানেন তা হ'লে। ললিতা বাঈ স্যার জি-কে'র ইয়ে-ই বলেন বা বান্ধবীই বলেন, তিনিও আসছেন। স্যার জি-কে'র সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি ঠেলতে পারিনি। আমার নিজের এসব বিষয়ে কোনও মতামত নেই। —যার পয়সা আছে,' সে যে-ভাবে ইচ্ছে খরচ করুক— তা'তে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি নেই কিছু। স্যার জি-কে'র রুচিটা একটু প্রাচীন-ঘেঁষা। তা ছাড়া কলকাতা শহরে যাকে

বলে অভিজাত সমাজ, তাতে অভিনেত্রী-নর্ত্তকী এরাও দিব্যি চ'লে যাচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, স্যার জি-কে ললিতাকে এতকাল যে-সমস্ত হীরে-জহরৎ-চুনী-পান্না দিয়ে বোঝাই করেছেন, সেগুলো দিয়ে সে আপাদমস্তক মুড়ে আসবে।

সিগারের ধোঁয়া ছাড়বার অবকাশে মিষ্টার রায় ব'লে ফেললেন, 'সত্যি নাকি? এ খবরটা আমি আগে জানতাম না তো!'

মিষ্টার সেন মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'অনেকেই জানেন না। স্যর জি-কে'র চরিত্র সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকই একটা ভয়ানক মহৎ ধারণা ক'রে ব'সে আছে। কিন্তু আমি প্রায় ওঁর নাড়ী-নক্ষত্র সব জানি। এখন এই ললিতা বাঈ কিছুদিন আগে বন্ধু-মহলে প্রচার করেছে যে, সে মাস ছয়েকের মং একবার অষ্ট্রেলিয়ায় বেড়াতে যাচ্ছে। একটি বন্ধু তাকে প্রশ্ন করে—স্যর জি-কে সঙ্গে যাচ্ছেন তো?—জানেন তো এসব আর্টিষ্ট ক্লাসের মেয়েরা সরল ভাবেই কথা-বার্ত্তা বলে কোন কোন ব্যাপারে। ললিতা তার কাছে স্বীকার করে যে, স্যর জি-কেই নিয়ে যাচ্ছেন তাকে।'

স্যর জি-কে'র অষ্ট্রেলিয়ান ব্যাঙ্কে চেক পাঠাবার মতলবটা বুঝতে মিষ্টার রায়ের আর সময় লাগল না। বললেন, 'এ খবরটাও আমার জানা ছিল না। ধন্যবাদ। আমি আপনার ডিনারে আসছি আজ নিশ্চয়ই—'

মিষ্টার সেন খুসী হ'য়ে বললেন, 'খুব ভাল হয়, আমি

হয়ত আপনাকে ললিতা বাঈর পাশেও বসিয়ে দিতে পারি। কিছু মনে করবেন না যেন—'

মিষ্টার রায় হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন। জবাব দিলেন না।

রাত আটটার সময় নিখুঁত ডিনার স্যূট্ প'রে মিষ্টার রায় হোটেল ওরিয়েন্টে এসে উপস্থিত হ'লেন। ডিনার হ'লে সব জমকালো পোষাকে নিমন্ত্রিতদের ভেতর থেকে ললিতা বাঈকে সন্ধান ক'রে নেওয়ার জন্যে দু-এক মিনিট ঘুরে বেড়ালেন।

ললিতাকে চিনে নিতে তাঁর কষ্ট হ'ল না। বছর দশেক আগে কাগজে কাগজে তার ছবি ঘন ঘনই দেখা যেত। না দেখলেও বোধ করি তাকে চিনে নেওয়া শক্ত হ'ত না, কারণ ললিতার পোষাক-পরিচ্ছদে ও অঙ্গ-ভঙ্গীতে এমন একটা অভিনয়ের ঢঙ্ বা বৈশিষ্ট্য ছিল, যা প্রথমেই চোখে পড়ে। কিন্তু সব-চেয়ে আশ্চর্য্য ছিল তার সুগঠিত গ্রীবায় সবুজ মরকত মণির একটি অপূর্ব জ্যোতিষ্মান কণ্ঠহার।

মিষ্টার সেন নিশ্চয়ই স্যর জি-কের কাছে মিষ্টার রায়কে নিমন্ত্রণ করার উদ্দেশ্য খুলে বলেছিলেন, নইলে ললিতার পাশে একজন পুলিশের কর্ম্মচারীকে ব'সতে দেখলে তাঁর ধৈর্য্য থাকত কি না সন্দেহ।

মিষ্টার সেন যখন মিষ্টার রায়ের সঙ্গে বহু বিশেষণ প্রয়োগ

ক'রে ললিতার পরিচয় ক'রে দিচ্ছিলেন, তখন ধীরে ধীরে সুচরিতা এসে সার জি-কে'র পাশে ব'সে পড়ল। মিষ্টার রায় হাসিমুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ রাত্রে আবার আপনার দেখা পাব, এ আশা করিনি, মিস্—'

সুচরিতা হেসে জবাব দিলে, 'আমার নিজেরই একথা মনে হয়নি। কিন্তু আমার স্বামী বললেন—আপনি জানেন আমি বিবাহিতা—?'

মিষ্টার রায় লজ্জিত ভাবে সায় দিলেন; হেসে বললেন, 'আমার জানা অন্ততঃ উচিত ছিল।'

সুচরিতা—আমার স্বামীর কি-একটা দরকার আছে বাইরে আমি একা থাকব মনে ক'রে উনি বললেন, 'তুমি বরঞ্চ ডিনারেই যাও—তাই চ'লে এলাম।' তারপর গলা বাড়িয়ে চুপি চুপি বললে, 'ললিতা দেবীর পান্নার কণ্ঠ-হারটা কি কি রকম লাগছে আপনার চোখে?—আপনার নিশ্চয়ই সেইজন্যই আসা!'—ব'লে সে দুষ্টামিশ্র হাসি হাসল এক ঝলক।

মিষ্টার রায় হাসি-মুখেই অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন,—'জমকালো বটে। তবে যাঁর কণ্ঠে স্থান পেয়েছে, তাঁকে ততটা পছন্দ ক'রতে পারছিনে—'

একটু পরে নাচ-ঘরে মিষ্টার রায় ললিতা বাঈর সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলেন, বিশ্ব-জগতের কোনও সংবাদই তিনি রাখেন না, কেবল সাজ-পোষাক-অলঙ্কার এবং অভিনেত্রাদের দুর্বলতাগুলো ছাড়া।

ডিনার যখন পুরোদমে চলেছে, তখন হঠাৎ সুচরিতা মিষ্টার রায়ের বিপরীত দিক থেকে ব'লে উঠল, 'দেখুন দেখুন, একটা কত বড় ইঁদুর !!'

মিষ্টার রায় চকিতে দেখতে পেলেন, একটা ইঁদুরের মত কিছু ছুটে গেল টেবিলের তলা দিয়ে। ললিতা বাঈ তৎক্ষণাৎ চমকে আঁতকে উঠে পা গুটিয়ে ফেললে—ব্যস। এই পর্য্যন্ত---সেই মুহূর্ত্তে হলের সবগুলো আলো একসঙ্গে নিবে গেল এবং পরক্ষণেই ললিতা বাঈ চীৎকার ক'রে উঠল,—নিয়ে গেল, আমার নেক্‌লেস নিয়ে গেল !!

পরমুহূর্ত্তে একটা নিদারুণ হল্লা সুরু হ'ল। সবাই চীৎকার করতে লাগল একসঙ্গে। উপদেশ, বিস্ময় এবং আতঙ্কের হিড়িক ! একটু পরেই মিষ্টার রায় একটা দেশলায়ের কাঠি জ্বালিয়ে তারই স্বল্প আলোতে দেখলেন—অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা ললিতা বাঈ দু'হাতে তার কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে আছে ! কিন্তু কণ্ঠহার নেই !!

ডিনার হলে তারস্বরে চীৎকার ক'রে নিমন্ত্রিতেরা কেউ কাউকে একটা কথাও শুনতে বা বুঝতে দিলেন না। মিনিট পাঁচেক পরে ফিউজ সেরে কেউ আলো জ্বেলে ফেললে। মিষ্টার রায় গম্ভীর গলায় হুকুমের সুরে বললেন, 'যে যেখানে আছেন, ব'সে থাকুন ; কেউ উঠবেন না ; প্রত্যেককে সার্চ করা হবে।'

কথাটা শেষ ক'রেই দেখলেন, তাঁরই সামনে চতুরিকার ফোটো-সুদ্ধ একখানা সুদৃশ্য কার্ড তাঁকে যেন বিদ্রূপ করছে। অবাক বিস্ময়ে নিমন্ত্রিতরা কার্ডখানার দিকে তাকিয়ে পুতুলের মত নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলেন।

সপ্তম

মিষ্টার রায়ের মনে ললিতা বাঈর কণ্ঠহার অদৃশ্য হবার ঠিক আগেকার এবং পরেকার ঘটনাগুলি বায়োস্কোপের ছবির মত দ্রুত তালে ভেসে বেড়াতে সুরু করল। কিছুতেই তিনি সেগুলিকে ঠিক গুছিয়ে উঠতে পারছিলেন না ঠিক পর পর। তাঁর মনে পড়ল, প্রথমত সুচরিতাই সবার আগে একটা ইঁদুর দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল এবং মেয়েরা যেমন স্বাভাবিক ভাবে এক্ষেত্রে পা গুটিয়ে ফেলেন, ঠিক তেমনি ক'রেই পা গুটিয়ে ফেলেছিল! প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ললিতা পা টেনে নিলে। সঙ্গে সঙ্গে হাত নামিয়ে দিয়ে শাড়ীটা টেনে দিলে,—সেটাও খুব স্বাভাবিক এবং সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আর কি দেখেছিলেন? আরও একটা কিছু যেন। তাঁর এবং ললিতা বাঈয়ের মাঝখানে একখানা হাত নয়? কোনও ওয়েটারের হাত নিশ্চয়ই। কিন্তু সে হাতখানায় কি-যেন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এবং তা-ও তাঁর নজর এড়ায়নি। ওয়েটারের মুখ দেখবার জন্যে যেমন তিনি ঘাড় ফিরিয়েছেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ডিনার হল্ গেল অন্ধকার হ'য়ে এবং পর মুহূর্ত্তেই ললিতা বাঈ চীৎকার ক'রে ওঠে তার কণ্ঠহার কেউ

ছিনিয়ে নিয়ে গেল ব'লে।

কি ছিল সেই ওয়েটারের হাতে? তাঁর সমস্ত স্মৃতি-শক্তির সাহায্যে তিনি শুধু ওইটুকুই মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কারণ, হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল যে, ওই হাতখানার বৈশিষ্ট্য লুপ্ত স্মৃতি থেকে উদ্ধার করতে পারলেই, তিনি কণ্ঠহার-চোরের নির্ভুল সন্ধান পাবেন।

ধীরে ধীরে তাঁর মনে পড়ল, হাতখানা ছিল প্রথমত খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নখগুলো সুন্দর সমান ভাবে কাটা। ওয়েটারদের ও রকম দেখা যায় না বড় একটা। হাতে আঙটি বা ঘড়ি? না কিছু ছিল না। তা না থাক—তবে? অকস্মাৎ সেই বিস্মৃত তথ্যটিই তাঁর মনে প'ড়ে গেল এবং তক্ষুনি তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। হেডকোয়ার্টার্সে একটা ফোন ক'রে দিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুটলেন হোটেল রিগ্যালের দিকে। সেখানে ক্লার্ক বললে, 'মিসেস্ বসু বেরিয়ে গেছেন বহুক্ষণ। কিন্তু মিষ্টার বসু কিছুক্ষণ আগে ফিরেছেন। আপনার কার্ড পাঠাব?'

মিষ্টার রায় তাকে পুলিশের পরোয়ানা দেখিয়ে বললেন, 'তার দরকার নেই। আমি নিজেই যাচ্ছি। সুট নাম্বারটা কত'?

হোটেলের একটা বয়, কিরণের ঘর দেখিয়ে দিলে। মিষ্টার রায় দরজায় কোনও রকম সাড়া না দিয়ে হাতল ঘুরিয়ে ঢুকে পড়লেন ঘরে। কিরণ একটা সোফায় হেলান দিয়ে ব'সে সিগারেট টানতে টানতে একটা বিলাতী মাসিক পত্র

পড়ছিল। আগন্তুককে দেখে একটু হেসে বল্‌লেন, 'হ্যালো, মিষ্টার রায়!'

মিষ্টার রায়:—জানেন তা হ'লে আমার পরিচয়? আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

কিরণ:—যত খুসী বলুন—আমি শুনে যাচ্ছি মন দিয়ে। বসুন আগে। সিগারেট নিন্। কিন্তু হঠাৎ এতটা অনুগ্রহের মানে বুঝতে পারছিনে তো, মিষ্টার রায়! আমাদের খুড়ো মশাই তাঁর মন-গড়া জালিয়াতির চার্জটা আবার নূতন ক'রে ঠেলছেন বুঝি আমার ঘাড়ে?'

মিষ্টার রায় তার কথা বলার ভঙ্গীতে হেসে ফেললেন। বললেন, 'সেটা আর সম্ভব নয়। আমি আপনার কাছে এসেছি —কিছু মনে করবেন না—আপনার হাত দু'খানা দেখতে।' কিরণ বিস্ময়ের অকৃত্রিম স্বরে বল্‌লে, 'আমার হাত? ব্যাপার কি, মশাই? হঠাং ম্যানিকিওয়ের (নখ-ছাঁটার) ব্যবসা ধরলেন নাকি? না সামুদ্রিক চর্চা করছেন আজকাল?'

মিষ্টার রায় এবার নীরস কণ্ঠে জবাব দিলেন, 'দুটোই বলতে পারেন। আপনার ডান হাতের ওই ক'ড়ে আঙ্গুলটায় কি হয়েছিল?'

কিরণ তার আঙ্গুলগুলি একবার দেখে নিয়ে হেসে বল্‌লে, 'বেচারা একটু ছোট না? বিধাতার কারসাজি,—আমি আর কি করব বলুন! ওই আঙ্গুলটা ছাড়া আমার সুশ্রী দেহে বোধ করি আর কোনও বিশ্রি কিছু নেই,—কি বলেন?'

কিন্তু মিষ্টার রায় এবারও তার হাসিতে যোগ দিলেন না। প্রশ্ন করলেন, 'আপনি আজ রাত্রিতে—সন্ধ্যেবেলা থেকে এপর্য্যন্ত কোথায় ছিলেন?'

কিরণ:—ওঃ বহু জায়গায়। এমন কি আপনাদের হেড্ কোয়াটার্স অবধি।

মিষ্টার রায় অবিশ্বাসের সুরে বললেন, 'বলেন কি?'

কিরণ ফের সায় দিয়ে বললে, 'তার কারণ হচ্ছে—সার জি-কে'র চার্জের বিরুদ্ধে আপনার কাছে আমার কিছু বলার আছে, মিষ্টার রায়। তিনি প্রায়ই ওই মিথ্যে অভিযোগটা ভুল ক'রে বার বার প্রয়োগ করেছেন শুনতে পাই। আমার স্ত্রীর সম্পত্তি-লুটের তদন্তেও আপনি আছেন শুনেছি। তাছাড়া কেন যে আমি জালিয়াতির চার্জের বিরুদ্ধে কেস না ক'রে প্রায় এখন থেকে পালিয়েই যাই একরকম—সেটাও বলা দরকার।'

মিষ্টার রায়:—আপনি হেড্ অফিস থেকে ফিরেছেন কখন?

কিরণ:—আধ ঘণ্টা আগে।

মিষ্টার রায় কিরণের সাহেবী পোষাকের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। একটা সাধারণ গোছের লাউঞ্জ স্যুট্। নীচে একটা নরম সিল্ক সার্ট। ওরিয়েন্ট হোটেলে যে ওয়েটারকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—তার ছিল শাদা পোষাক, কিন্তু আস্তিনটা ছিল কালো।

কিরণ উৎসুক্যের সুরে জিগেস করল, 'কি ব্যাপার

বলুন তো?'

মিষ্টার রায় বললেন,—'ওরিয়েণ্টে আজ একটা ডাকাতি হ'য়ে গেছে। একটা লোক ওয়েটারের ছদ্মবেশে একটা অতিশয় মূল্যবান এমারেল্ড নেকলেস চুরি করেছে।

কিরণ :—কাজেই অতিশয় স্বাভাবিক ভাবে এবং সদাশয়তার বশে আপনি আমাকেই সন্দেহ করছেন। তাই না? বাহাদুরি আছে আপনাদের। অবিশ্যি আপনি এ ঘর সার্চ করতে পারেন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

মিষ্টার রায় :—কিন্তু আগে আপনার কাপড়-জামাগুলি দেখা দরকার আমার—

কিরণ :—চলুন চলুন। কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না মিষ্টার রায়!

মিষ্টার রায়কে নিয়ে গিয়ে সে তার শোবার প্যার্টিশন্-করা ড্রেসিং রুম্ দেখিয়ে দিলে। কিন্তু পোষাক-পরিচ্ছদ ঘেঁটে মিষ্টার রায়ের কিছুমাত্র লাভ হ'ল না। তিনি বললেন, 'আপনার অনুমতি ছাড়া আমি আপনার ঘর সার্চ করতে পারছিনে। কিন্তু করা আমার চাই—'

কিরণ :—স্বচ্ছন্দে। আমি বুঝতে পারছি যে, আপনার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি পড়েছে আমার উপর। কাজেই আপনার ব্যবহারে আমার দুঃখিত হবার কারণ থাকলেও, আশ্চর্য্য হবার কারণ কিছু নেই। তা ছাড়া যত তাড়াতাড়ি আমি সন্দেহ-মুক্ত হ'তে পারি, আমার পক্ষে ততই মঙ্গল।

মিষ্টার রায়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধানেও কিছুই আবিষ্কৃত

হ'ল না। কিরণ বল্‌লে, 'বোধ করি, আমার স্ত্রীর ঘরটাও সার্চ করার প্রয়োজন আছে আপনার। তিনি এখানে নেই এখন। কিন্তু আপত্তি করবেন না, আসুন—'

সে-ঘরেও কিছু আবিষ্কার করতে না পেরে মিষ্টার রায় ঘরের সবগুলো জানালা খুলে দেখলেন—সুতোয় বেঁধে কণ্ঠহারটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে কি-না। এরকম ভাবে চোরাই মাল গোপন রাখাও ডিটেক্‌টিভদের ইতিহাসে আছে। কিন্তু কোন জায়গাতেই কিছু পাওয়া গেল না। কিরণ হাসতে হাসতে বল্‌লে, 'এবার তা হ'লে আমাকে সার্চ ক'রে এই পণ্ডশ্রম শেষ ক'রে ফেলুন।'

মিষ্টার রায় যন্ত্র-চালিতের মত কিরণের দেহ এবং পোষাক-পরিচ্ছদ অনুসন্ধান ক'রে দেখলেন। কিন্তু একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই বেরুল না।

কিরণ ব'সে প'ড়ে বললে, 'আপনার সন্দেহটা যে নিতান্তই অমূলক, এবার বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই। নিন্‌, এবার সুস্থির হ'য়ে বসুন। স্যার জি-কে'র সম্বন্ধে আপনাকে দু-একটা কথা আমি বলছি। কাজের কথা শুনুন। অবিশ্যি জানেন নিশ্চয়ই স্যার জি-কে প্রায় bankrupt (দেউলিয়া)! বাঃ, আপনি বসবেন না?

মিষ্টার রায় অগত্যা বসলেন। কিরণ তার বড় জাপানী সিগার-বাক্স থেকে একটা সিগার বের ক'রে মিষ্টার রায়কে দিলে। মিষ্টার রায় বললেন, 'আমার সময় নেই বেশী। কিন্তু

আপনার কাহিনীর শেষ পর্য্যন্ত শোনবার খুব ইচ্ছে—'ব'লে তিনি সিগার ধরাবার আগে তার সরু অংশটা দাঁত দিয়ে কেটে ফেললেন।

কিরণ ব'লে চল্‌ল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,—স্যর জি-কের লাল বাতি জ্বালাবার আর বিশেষ দেরী নেই। উনি ছেলে-বেলা থেকে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে মানুষ, আর সেই বুদ্ধিটা অবশ্য সংবুদ্ধি নয়, পাঁচমিশেলি! ছেলেবেলায় তাঁর অবস্থা ছিল এত খারাপ যে, অনেক রাত তাঁর ফুটপাতে শুয়েই কেটে যেত—'

মিষ্টার রায় সায় দিলেন, তিনিও এরকম কথা শুনেছেন।

কিরণ:— তারপর সাত-পাঁচ ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং সাত-পাঁচ রকমের টাকা খাটিয়ে বা মাথা খাটিয়ে আরও হ'লেন বড়লোক। মহাযুদ্ধের সময় নগদ টাকা এবং ভলাণ্টিয়ার যোগাড় ক'রে খেতাব পেলেন স্যর। বন্ধু-বান্ধব ছিল অসংখ্য। আর তাঁদের একজন—মানে, আমার স্ত্রী সুচরিতার কাকাবাবু—মারা যাবার আগে রেখে গেলেন একটা বিরাট সম্পত্তি। তাতে কয়লা-খনি থেকে সুরু ক'রে ব্যাঙ্কে লাখ টাকা নগদ সব কিছুই ছিল। এবং তিনি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন ব'লে, একান্ত বিশ্বাসে স্যর জি-কে-কে রেখে গেলেন তাঁর বিরাট সম্পত্তির একমাত্র ট্রাষ্টি। এমন-কি সুচরিতার বর অবধি তিনিই পছন্দ ক'রে নির্ব্বাচন করবেন—এ-রকম আভাষও ছিল তাঁর উইলে। ঝরিয়ার

সেই কয়লা-খনিতে যিনি এঞ্জিনিয়ার ছিলেন, তিনিই আপনার সঙ্গে কথা বলছেন বর্ত্তমানে—।

মিষ্টার রায় মৃদু হেসে বললেন, 'জানি। বলুন তারপরে—'

• কিরণ ঃ—কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আগে আমাকে লিখতে হ'ল কয়লা-খনির একটা বিস্তারিত বিবরণ। আর আমি সেটা এমন ভাষায় লিখলাম যে, খদ্দেররা সেটা প'ড়ে নিশ্চয়ই মনে করতে লাগল যে, জগতের সেরা কয়লার-খনি হচ্ছে ওটা। সঙ্গে সঙ্গে ঝর ঝর ক'রে অর্ডার এসে পড়তে লাগল। জি-কে আমাকে পরামর্শের জন্যে ডেকে পাঠালেন। যাতে বিক্রী না হয়—তার জন্য আমি দারুণ বক্তৃতা করলাম। সেটা তখনকার মত বিক্রী হ'ল না বটে, কিন্তু তিনি আমার উপর ভীষণ চ'টে গেলেন। সেটা বেশ বুঝতে পারলাম। কলকাতায় তাঁর একটা বাড়ীর প্ল্যানও আমি ক'রে দিই। সেই সম্পর্কে স্যর জি-কে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের আফিসে ডেকে আমাকে বয়েডস্ ব্যাঙ্কের একখানা চেক্ লিখে দিলেন।

টাকার অঙ্কটা আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়ে ঢের বেশী ছিল এবং মনে হ'ল চেকে টাকার পরিমাণটাই শুধু বেশী নয়—স্যর জি-কে'র নাম-সইটাও যেন কি রকম ঠেক্‌ছে। যাক্, তবু আমি চেক্‌খানা ব্যাঙ্কে নিয়ে গেছ্‌লাম। তারপর সে এক মজার ব্যাপার! শুনলাম, আমি চেক্ জাল করেছি। বীররস দেখিয়ে সে-সময় আমার করা উচিত ছিল ঝগড়া। কোর্টে দাঁড়িয়ে করা উচিত ছিল একটা ভীষণ বক্তৃতা এবং

কোর্ট থেকে সগর্বে বিজয়ী বীরের মত বেরিয়ে পড়া। কিন্তু কেন যে কোনটাই করলাম না, তা এখনও ঠিক বুঝতে পারিনে। হয়ত হঠাৎ এরকম একটা অবস্থায় পড়লে লোকের মাথা ঠিক থাকে না। আমারও হয়েছিল তাই। বিশ্ব-সংসারের ওপর এল একটা অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা। অকৃতজ্ঞতা আমি একেবারে সইতে পারিনে। একবার ভাবলাম, লোটা-কম্বল নিয়ে চ'লে যাব যেদিকে দু-চোখ যায়। কিন্তু তখন ডাক এল একটা কাজে—পদ্মাপার থেকে। ভাবলাম সে-ই ভাল, চ'লে যাই ঢাকায়। যিনি এসব জানতেন—তিনি আমার স্ত্রী সুচরিতা। তাঁর সম্পর্কে আমি কিছু ব'লব না, কারণ যা জানা দরকার আপনি বোধ করি তার বেশীই জানেন। শুধু ব'লব, অনেক দিন নির্জ্জনে আমি তাঁর ধ্যান করেছি এবং দেবী তুষ্টা হয়েছেন।

মিষ্টার রায় হেসে ফেললেন। কিরণ বলতে লাগল, 'তিনিই আমায় বললেন, তুমি ক'লকাতা চ'লে এস, তারপর কোর্টে কেস্ ক'রে কলঙ্ক দূর কর। কিন্তু স্ত্রীর বুদ্ধি স্বামী কবেই বা নিয়েছে, বলুন! যদিও তখনও আমি স্বামী হইনি, কিন্তু মনে ছিল আশা—'

মিষ্টার রায় এবার গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'হুঁ, বুঝলাম সব। এবার বোধ হয় বলবেন, আজ ওরিয়েণ্ট হোটেলে ওয়েটারের ছদ্ম-বেশে আপনি কেন গিয়েছিলেন?'

কিরণ একটা দুর্বোধ্য হাসি হেসে বললে, 'বলতে নিশ্চয়ই

পারতাম, যদি সত্য সেখানে যেতাম। আপনি কি চান্ যে, আপনার মিথ্যা সন্দেহটাকে সত্য ব'লে প্রমাণ করবার জন্যে আমি একটা বানানো গল্প ব'লব? কি মুস্কিলেই ফেল্‌লেন আপনি!'

মিষ্টার রায়ঃ—আপনি এখানে ব'সে আছেন, এটা যেমন খাঁটি সত্য, আপনার ওরিয়েণ্টে যাওয়াটাও ঠিক সেই পরিমাণে সত্য। অবিশ্যি এটাও জানি যে, আপনি সেখানে ছিলেন—এটা প্রমাণ করা আমার পক্ষে একরকম অসম্ভব।—ব'লে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমি আবার হোটেল ওরিয়েণ্টেই ফিরে যাচ্ছি, যদিও জানি যে আমাদের শিকারী ডিটেক্‌টিভ্‌রা নেক্‌লেস্‌টা আবিষ্কার করতে পারেনি এবং পারবেও না।'

কিরণঃ—বসুন, বসুন, আর একটা সিগার ধরান—

মিষ্টার রায়ঃ—না; ধন্যবাদ। যেতেই হবে।

কিরণঃ—ভয় নেই, কোন ক্ষতি হবে না। নিয়ে যান কতকগুলো—নতুন আনিয়েছি।

মিষ্টার রায় আর-একবার ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, 'দেখুন, এই চতুরিকার ব্যাপার নিয়ে আমি আর মাথা ঘামাব না ঠিক করেছি। কারণ বুঝতে পারছি—এতে না বাড়বে যশ, না হবে প্রোমোশ্যন্!'

কিরণঃ—আমারও তাই বিশ্বাস। অতি বিচ্ছিরি ব্যাপার।

মিষ্টার রায়ঃ—হাঁ, অতি বিচ্ছিরি। কারণ চতুরিকার

রহস্য আমার আর বুঝতে বাকী নেই। আমি জানি, তিনি কে, এবং কেন তিনি স্যার জি-কে এবং তাঁরই যত বন্ধু-বান্ধবদের পেছনে লেগেছেন—'

কিরণ ঃ—বলেন কি, মিষ্টার রায়? জানেন নাকি সত্য?

মিষ্টার রায় একবার ঘাড় নেড়ে উঠে পড়লেন। সিঁড়ীতে তাঁর জুতোর শব্দ মিলিয়ে যেতেই কিরণ দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর জাপানী সিগার-বক্সের সিগারগুলো সব তুলে টেবিলের ওপর রেখে দিল। তলা থেকে বেরুল ললিতা বাঈর সেই অমূল্য কণ্ঠহার। উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোতে রত্ন-হার ঝলমল্ ক'রে উঠল।

কিরণ কিছুক্ষণ সেটা হাতে নিয়ে দেখে একখানা সিল্কের রুমাল বের ক'রে সেটা বেঁধে কোটের পকেটে রাখলে। সিগারগুলো আবার বাক্সে তুলে দিয়ে ড্রেসিং রুম্ থেকে একটা কালো কোট্ আর নরম ফেল্ট্ হ্যাট্ প'রে এল। দরজা খোলবার আগে সে একবার ইতস্ততঃ ক'রল। তার পর পকেটটা একবার হাত দিয়ে চাপা দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। সে-সময় যদি সে একবার ভেন্টিলেটারের দিকে তাকাত, তা হ'লে দেখতে পেত যে, একটা লোক তারই ভেতর দিয়ে ওর সমস্ত কার্য্য-কলাপ এতক্ষণ দেখেছে এবং এখনও দেখছে।

মিষ্টার রায় একা আসেননি। ওরিয়েন্ট্ থেকে তিনি যে ফোনে খবর পাঠিয়েছিলেন সেটা রিসিভ ক'রে একজন

ডিটেক্‌টিভ্‌ তক্ষুনি চ'লে এসেছিল হোটেল রিগ্যালে। মিষ্টার রায়ের সঙ্গে কিরণের কথা-বার্ত্তা এবং মিষ্টার রায় নেমে গেলে কিরণের কার্য্য-কলাপ সবই সেই গোয়েন্দা-প্রবর ভেন্টিলেটারের ভেতর দিয়ে দেখে নিচ্ছিল।

কিরণ এত তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল যে, ডিটেক্‌টিভপ'ড়ে গেল অনেক পেছনে। কিন্তু নীচের তলার দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন তার অপেক্ষায় মিষ্টার রায় স্বয়ং। লোকটা বারান্দার ওপর থেকেই তাঁকে ইসারা ক'রলে। কিরণের সঙ্গেই হ'ল মিষ্টার রায়ের মুখোমুখি দেখা। কিরণ এবার পরাস্ত। মিষ্টার রায় তক্ষুনি হাত তুলে তাকে থামিয়ে বললেন, 'দাঁড়ান, মিষ্টার বসু! আপনাকে আমার দরকার!'

সকলের অলক্ষ্যে কোন্‌ পথে যে ইতিমধ্যে সুচরিতা হোটেলে ফিরে এসেছিল, কেউ জান্‌ত না। সিঁড়ির মাথায় এসে সে চুপ ক'রে দাঁড়াল। কিরণ বললে, 'আমাকেই দরকার? কেন বলুন তো?'

মিষ্টার রায় গম্ভীর ভাবে বললেন, 'আপনাকে আমি ওরিয়েণ্ট্‌ হোটেলের কণ্ঠহার চুরির দায়ে অভিযুক্ত করছি। আপনাকে থানায় যেতে হবে এক্ষুনি।'

কিরণের মুখে কোনও পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। হাত নেড়ে সে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'আপনি কি ক্ষেপেছেন, মিষ্টার রায়!'

মিষ্টার রায় একটা তীব্র ভ্রূকুটি করলেন। এগিয়ে

এলেন ধীর পদক্ষেপে।

ঠিক সেই মুহূর্তে সুচরিতা ছুটে এসে বল্‌লে, 'ওঁকে ধ'রে নিয়ে যাবেন! না না, কিছুতেই দেব না!—তারপর কিরণকে জড়িয়ে ধ'রে সে বুক-ফাটা কান্নার সুরে বল্‌লে, 'মিষ্টার রায়, বলুন, এ সত্যি নয়!' ডিটেক্‌টিভ্‌ মাথা নীচু করলে; মিষ্টার রায় অন্য দিকে মুখ ফেরালেন।

ধীরে ধীরে কিরণ সুচরিতাকে ঠেলে দিল এক পাশে। বল্‌লে, 'তুমি যাও, সুচরিতা, কেঁদ না—এটা তোমার জায়গা নয়। মিষ্টার রায় ভুল করেছেন এবং সেটা তিনি এক্ষুনি বুঝতে পারবেন।'

ডিটেক্‌টিভ্‌ এবার লাফিয়ে উঠে বল্‌লে, 'স্যর, ওই কিরণ-বাবুর কাছেই রয়েছে মাল, সিগার-বক্‌সে ছিল, তারপর পকেটে রেখেছে। আমি স্বচক্ষে সব দেখেছি। ডান পকেটেই রয়েছে সিল্কের রুমালে বাঁধা—'

মিষ্টার রায় গম্ভীর মুখে বললেন, 'হাত তুলুন, কিরণ-বাবু।'

পরমুহূর্তে কিরণের দুই হাতে হ্যাণ্ড-কাফ্‌ দেওয়া হ'ল। সুচরিতা কাঁদতে কাঁদতে অত্যন্ত করুণকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রলে, 'আমি যেতে পারি সঙ্গে?'

মিষ্টার রায় শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'আপনার না যাওয়াই ভাল। হয়ত আপনার স্বামী নিজেই তাঁর নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করতে পারবেন। যাই হোক—আপনার তো কিছু করবার নেই—'

সুচরিতা সিঁড়ির হাতলে মাথা রেখে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল। কিরণকে নিয়ে ট্যাক্সি ক'রে মিষ্টার রায় সোজা উঠলেন গিয়ে হেড্‌কোয়াটার্সে। বললেন, 'এবার এই শেষ বার আপনাকে আর একবার সার্চ ক'রব। কিছু মনে করবেন না—'

কিরণ ভাঙ্গা গলায় বললে, 'স্বচ্ছন্দে যতবার খুসী!'

মিষ্টার রায়ঃ—মুখুজ্জে, কোথায় রেখেছে দেখেছিলে?

মুখুজ্জে (ডিটেক্‌টিভ্)ঃ—পকেটে, স্যর। পকেটে।

মিষ্টার রায় দুই পকেটে এক সঙ্গে হাত দিলেন—শূন্য! সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে সব ক'টা পকেট খুঁজে দেখলেন—কোথাও কিছু নেই। আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌লেন্, 'কই, কিছুই তো নেই—'

মুখুজ্জেঃ—কিছু নেই? বলেন কি, স্যর? আমি নিজে দেখেছি পকেটে রাখতে! নিজেই একবার তন্ন তন্ন ক'রে কোটের—সার্টের—প্যাণ্টের সব ক'টা পকেট খুঁজে দেখলেন—ফাঁকা। মুখুজ্জের চোখ দুটো বিস্ময়ে কপালে উঠ্‌ল।

মিষ্টার রায় বল্‌লেন, 'তাই তো বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে দেখছি, কিরণ বাবু। আপনাকে অযথা এই কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি সত্যই দুঃখিত।'

মুখুজ্জে বললে, 'না-না, আপনি ট্যাক্সিটা খুঁজে দেখুন, স্যর। নিশ্চয়ই—'

মিষ্টার রায় হেসে বল্‌লেন, 'লাভ নেই। ওকে আমরা হ্যাণ্ড্‌-কাফ্ দিয়ে এনেছি। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নজর রাখতে

কসুর করিনি। খুঁজে দেখতে চাও—অবিশ্যি দেখতে পার—ওই তো রয়েছে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে।'

মুখুজ্জে ছুটে গেল ট্যাক্সির দিকে। পাতি পাতি ক'রে উল্টে-পাল্টে খুঁজে-পেতেও কিছুই পেলে না। অকস্মাৎ মিষ্টার রায়ের কথা মনে পড়ল। তিনি নিজের মনেই হেসে উঠলেন। বললেন, 'সত্যি, মিষ্টার বসু,—আমি এ ব্যবসা ছেড়ে দিচ্ছি; এখনও বড্ড ছেলেমানুষ রয়ে গেছি। মানুষকে বড্ড বেশী বিশ্বাস করি এখনও; চক্ষু-লজ্জাটাও র'য়ে গেছে বেজায়। —ভুলে যাই যে আমরা হচ্ছি পুলিশের লোক;—তাই না?'

কিরণও এবার হেসে ফেল্‌লে। কিন্তু দু'জনের মনের কথা বোধ কারি দু'জনেই বুঝেছিল।

মিষ্টার রায় বললেন, 'থাক্, মুখুজ্জে। ওঁকে ছেড়ে দাও এখন।'

মুখুজ্জে চোখ কপালে তুলে বল্‌লে, 'ছেড়ে দেব! আপনি বলেন কি, স্যর?'

মিষ্টার রায় বললেন, 'তা ছাড়া আর কি করবে? ওঁর বিরুদ্ধে আমাদের কোনও প্রমাণই তো নেই!'

মিষ্টার রায় ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে কি ক'রে কিরণের পকেট থেকে কণ্ঠহারটা উধাও হ'ল, আর কে সেটা হাত-সাফাই করেছিল। এ-ও জানতেন যে, হয়ত যত বার এরকম ভাবে চেষ্টা করবেন, তত বারই ফল একই হবে: কোনও কাজেই আসবে না। কিরণকে বললেন, 'মিষ্টার বসু,

যদি কিছু মনে না করেন, আমি আপনার সঙ্গে হোটেল্ রিগ্যালে ফিরে যেতে চাই। আশা করি, আমাকে আর শত্রু ব'লে বিবেচনা করবেন না।'

কিরণ জবাব দিল, 'স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। খুসী হব আমরা। আপনার কাজ হ'চ্ছে আমাকে ধরবার ফিকির করা। আর আমার কাজ হ'চ্ছে—'

কিরণ হঠাৎ থেমে গেল। মিষ্টার রায় উৎসুক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—'আপনার কাজ হচ্ছে—?'

কিরণ হেসে বললে, 'অসহায় মৎস্যের মত কঠিন-হৃদয় ধীবরের হস্তে আত্মসমর্পণ করা;—আর কি বলুন!'

রাস্তায় তাঁদের আর কোনও কথা হ'ল না। হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে-উঠতে কিরণ একবার শুধু বললে, 'আমার স্ত্রী নিশ্চয়ই বড্ড আঘাত পেয়েছেন।'

মিষ্টার রায় ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বললেন, 'সে ভাবনা আমি আপাততঃ করছিনে, কিরণ বাবু। আপনি বুদ্ধিমান লোক। কাজেই—এমন একজন লোক যদি উপদেশ দেয় যে, এই কীর্ত্তির 'ক' থেকে 'বিসর্গ' অবধি জানে,—বোধ করি তার উপদেশ ফেলবেন না!'

কিরণ জবাব দিল না, এমন ভাব দেখাল যেন মিষ্টার রায়ের হেঁয়ালিটা সে বুঝতে পারেনি। মিষ্টার রায় স্পষ্ট ভাবে বললেন, 'আমার উপদেশ হচ্ছে—আপনি যত শীগ্‌গির পারেন, ক'লকাতা ছেড়ে চ'লে যান—দূরে, এবং স্ত্রীকেও আপনার

সঙ্গে নিয়ে যান। একটা প্রবাদ আছে—যে কলসী বড্ড বেশি যায় ইঁদারায়—তার কি হয় জানেন তো?'

কিরণ এবারও না-বোঝার ভাণ ক'রে বললে, 'ধরুন, যদি বলি,—আপনার বক্তব্য আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে—'

মিষ্টার রায় জোর দিয়ে বললেন, 'তেমন বোকামী আপনি করবেন ব'লে আমার বিশ্বাস হয় না। এটা আপনার অভিনয়, মিষ্টার বসু। আমি আপনাকে বলছি, আমি সব জানি। এর পরে আপনার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ আমি প্রমাণ ক'রতে পারি—সে হচ্ছে রয়েল্-মেইল্ ডাকাতি! আর সেটাই হচ্ছে আমার চোখে আপনার একমাত্র গুরু অপরাধ এবং সেই অপরাধের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি দিবা-রাত্র পরিশ্রম করতে পারি—আপনাকে কোর্টে হাজির করতে।'

কিরণ এবারও জবাব দিল না। মিষ্টার রায় বললেন, 'মেইল-ডাকাতিতে সরকারের কিছুই ক্ষতি হয়নি বটে; কিন্তু মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের একজন কর্ম্মচারীকে আপনি বিষম ভয় দেখিয়েছিলেন। যে ক'রেই হোক্—সেটা একটা গুরুতর অপরাধ এবং সেটা প্রমাণ করতে পারলে আপনাকে আমি অন্তত দশ বছর ঠেলে দিতে পারি জেলে। এই অভিযোগে যে-পিস্তল দেখিয়ে আপনি সরকারী ডাকগাড়ী আট্‌কে রেখেছিলেন—'

কিরণ একবার হেসে ফেল্‌লে, জবাব দিলে, 'সেটাও আপনার পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব হ'ত না, মিষ্টার রায়।

আপনি যাকে পিস্তল বলছেন, সে টা হয়ত আসলে একটা 'গ্যাস্ পাইপ' ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যাই হোক্— আপনার কথা-মত আমি তা হ'লে একটা বিভীষণ ডাকাত এবং তা হ'লে পিস্তল নিয়ে ভয় দেখালে কি শাস্তি হয়—আমার জানাই স্বাভাবিক ছিল।'

মিষ্টার রায় কথাটার অর্থ অনুমান ক'রে বললেন, 'আমরা এখানে যে-সব কথা বলছি, তার সাক্ষী নেই—'

কিরণ ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে জবাব দিলে, 'বিশ্বাস ক'রতে পারি কৈ বলুন! হোটেল বিলাসে আমার ঘরে ব'সে যখন আমি সরল ভাবে সব কথা বলছিলাম, তখনও তো সাক্ষীর অভাব হয় নি।'

মিষ্টার রায় মচকি হেসে বললেন, 'যে ক'রেই হোক্ এটা ঠিক যে এখন কোন সাক্ষী উপস্থিত নেই। হাঁ, একটা কথা মিষ্টার বসু,—আপনার একটু সাহায্য আমি চাই। বোধ হয় অস্বীকার করবেন না—ক্লাইভ ষ্ট্রীটের খুন সম্বন্ধে আপনি আমাকে কোনও সত্যকার কাজের খবর দিতে পারেন।

কিরণ একটু ভেবে দেখলে। জবাব দিলে, 'উঁহুঁ, পারিনে, কারণ সত্যি আমি তখন ছিলাম ঢাকায়, আপনিও তার প্রমাণ পেয়েছেন। এটাও নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে, চতুরিকা নামে যে মহিলাটি প্রসিদ্ধা—তাঁর দ্বারা এ কাজ সম্ভব হ'তে পারে না। অন্ততঃ আমার তো ধারণা যে, খুন দূরে থাক—কেউ খুন হয়েছে দেখলে তিনি ভয়েই হয়ত

মূর্চ্ছা যাবেন। আর যে কার্ডখানা দত্তের হাতে পাওয়া গিয়েছিল—'

মিষ্টার রায় কৌতূহলী হ'য়ে বললেন, 'আপনি কি ক'রে জানলেন সে-কথা ?'

কিরণ বললে, 'শক্ত নয়, আজকাল কাগজে কাজের এবং বাজে সব কথাই থাকে, তা—আপনার নিশ্চয়ই এটা মনে হ'য়ে থাকবে যে, রাতটা ছিল ঝড়-জলের রাত, বাতাস ছিল জ'লো। কাজেই আসামীর নিজের আঙ্গুলের ছাপ বেশ স্পষ্ট হ'য়েই প'ড়ে থাকতে পারে সে কার্ডখানাতে।'

মিষ্টার রায় :—সেটা আমিও ভেবেছি। বলতে গেলে আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল সে-কথা। আর যদি সত্যিকার খবর আপনি জানতে চান্—তবে শুনে নিশ্চিন্ত হবেন যে, কার্ডের ওপর যার আঙ্গুলের ছাপ ছিল—তার নাম খুঁজে বা'র ক'রতে আমি, এতদিন—'

হঠাৎ তাঁর চৈতন্য হ'ল যে তাঁরা কথা বল্‌তে বল্‌তে একেবারে কিরণের ঘরের সামনে এসে পড়েছেন। মিষ্টার রায় ব'লে উঠলেন, 'এই যে আমরা এসে গেছি, মিষ্টার বসু। আচ্ছা চলি তা হ'লে—সত্যি একজন সুদক্ষ গোয়েন্দাকে আপনি হার মানিয়েছেন !'

কিরণ হাসিমুখে বললে, 'ঠিক তা নয়, মিষ্টার রায় ! তিনি হারেননি, একটু এগিয়ে গেছেন মাত্র। গুড্‌-নাইট, মিষ্টার রায় ! কিন্তু পাঁচ মিনিটের জন্য একটু ভেতরে এসে

এক কাপ চা—অন্তত একটা সিগার—?'

মিষ্টার রায় নীচে নামতে নামতে বললেন, 'ধন্যবাদ। এটা নিতান্তই অসময়। তা ছাড়া আমার জরুরী কাজও রয়েছে প'ড়ে—আচ্ছা, গুড্-নাইট্!' 'গুড্-নাইট্, মিষ্টার রায়!'

অত রাত্রেও মিষ্টার রায় বাড়ী না ফিরে অফিসেই ফিরে গেলেন। পুলিশের বড় বড় কর্ম্মচারীদের একটা জরুরী বৈঠক ছিল সেই রাত্রে। কিরণের কার্ডটা সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে তিনি কাউন্সিল্ রুমে ঢুকে দেখলেন, চুরুটের ধোঁয়ায় এবং অফিসারদের জোর আলোচনায় আসর গরম হ'য়ে উঠেছে।

মিষ্টায় রায় ঢুকতেই কমিশ্যনার তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন, 'মিষ্টার রায়, অনেক ভুগেছি আমরা। কিন্তু অন্ততঃ একটা সমস্যা উদ্ধার করা গেছে।'

টেবিলের ওপর ছিল একখানা ছোট কার্ড, তাতে কিরণের নাম। কার্ডের ঠিক মাঝখানে একটা বেগুনী রংয়ের আঙ্গুলের ছাপ। খালি চোখে কার্ডের ওপরকার ছাপ বোঝা যায়নি; ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা ক'রার ফলে ছাপটি বেশ প্রস্ফুট এবং স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিয়েছে। মিষ্টার রায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'অপর ছাপটা পেয়েছেন?'

একজন জাঁদরেল-গোছ অফিসার তাঁর হাতে আর একখানা কার্ড বোর্ডে ছু'টো আঙ্গুলের কালো ছাপ দেখতে দিলেন। মিষ্টার রায় সে ছুটো মিলিয়ে দেখলেন। খুসী হ'য়ে বললেন,

'বাঁচা গেল ; অন্তত একটা রহস্য খণ্ডন করা গেছে। কি ক'রে পেলেন ?'

জাঁদরেল হেসে বললেন, 'আপনার কথা-মত দেখা তো ক'রতে গেলুম, কিন্তু ছাপ্‌টা নেব কি ক'রে সেটা আগেই ভেবে রেখেছিলুম। গিয়েই শেক্‌ হ্যাণ্ড করলুম। উনি তো চটেই খুন। তারপর হাতে নিলুম কার্ডখানা। উনি যখন 'ব্লটিং প্যাডে' হাত রেখেছেন, তখন দেখলেন আঙ্গুলে তার কালি লেগেছে তৎক্ষণাৎ আঙ্গুল নেমে গেল—আমার পক্ষে তখন হাসি চাপাই দায় হয়েছিল—এমন করুণ হয়েছিল লোকটার মুখের অবস্থা!

মিষ্টার রায় হেসে বললেন, 'হাতে যে আপনার চিমনীর কালি ছিল, সেটা ধরতে পারেনি বুঝি ?'

জাঁদরেল মনে মনে তাঁর বুদ্ধির তারিফ ক'রে বললেন, 'আপনাকে পারবার জো নেই।'

মিষ্টার রায় অনেকবার ছাপ দুটো মিলিয়ে দেখে বললেন, 'এর সম্বন্ধে আর সন্দেহ নেই।' হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সাড়ে বারটা। মন্দ কি! সার্জেণ্ট্‌ ব্রাইট আর গুডাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে। এর সম্বন্ধে দেরী করা সমীচীন হবে না; গোলমাল বাধাতে পারে আবার। ওয়ারেণ্ট রেডী করছেন তো ?'

জাঁদ্‌রেল তাঁর ড্রয়ার খুলে ওয়ারেণ্ট বের ক'রে দিলেন মিষ্টার রায় তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সার্জেণ্টদেরে ডেকে পাঠালেন। দু' মিনিট পরে তাঁর ট্যাক্সি ছুটল মহানগরীর জনহীন রাজপথ ধ'রে।

স্যর জি-কে তখন লাইব্রেরী ঘরে ব'সে নির্জনে হুইস্কি-সোডা সংযোগে জটিল ভাবনাগুলিকে তরল করবার চেষ্টায় ছিলেন। এমন সময় খানসামা মিষ্টার রায়ের কার্ড নিয়ে এল তাঁর শুভাগমন ঘোষণা ক'রে। পরক্ষণেই মিষ্টার রায় নিঃশব্দে দু'পাশে দু'টি ছায়া রেখে ঢুকলেন স্যর জি-কের লাইব্রেরী ঘরে। স্যর জি-কে বিস্ময়-আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা দমন ক'রে প্রশ্ন করলেন, 'ব্যাপার কি! কণ্ঠহার চোর ধরতে পেরেছেন নাকি?'

মিষ্টার রায় গম্ভীর মুখে বললেন, 'না, কণ্ঠহার-চোরকে এখনও ধরতে পারিনি বটে, কিন্তু ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের অফিস ঘরে যে পাকা ঘুঘুটি রাসবিহারী দত্তকে গুলি ক'রে খুন করেছিল—তাকে ঠিক ধ'রে ফেলেছি!' স্যর জি-কের মুখ মড়ার মত শাদা হ'য়ে গেল। ভাঙ্গা গলায় ব'লে উঠলেন, 'কী বলছেন, কী বলছেন আপনি?'

মিষ্টার রায় জবাব দিলেন, 'বল্‌ছি এই, যে—আপনাকে আমি এই মুহূর্তে নিয়ে যাচ্ছি পুলিশ হেড্‌কোয়াটার্সে—খুনের আসামী হিসাবে এবং আপনাকে সাবধান ক'রে দিচ্ছি যে, এখন থেকে আপনি যা বল্‌বেন তা আপনার বিপক্ষে দাঁড়াবে;—উঁহুঁ, ও চেষ্টা করবেন না, পুলিশ অফিসারদের কাছেও পিস্তল থাকে। হাত তুলুন—'

অষ্টম

ভোর পাঁচটার সময় স্যার জি-কে সার্জেণ্ট ব্রাউনকে ডেকে মিষ্টার রায়ের কাছে খবর পাঠালেন। মিষ্টার রায় এসে দেখলেন —স্যার জি-কের সেই অস্থির বিষণ্ণ ভাবটা আর নেই। এখন তিনি আবার আগেকার মত গম্ভীর এবং স্বাভাবিক হ'য়ে উঠেছেন। মিষ্টার রায়কে 'সুপ্রভাত' জানিয়ে তিনি বললেন, 'মিষ্টার রায়, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি—নিজের মন থেকে কিছু ভার নামিয়ে ফেল্‌ব ব'লে।'

মিষ্টার রায় ধীরভাবে বললেন, 'অবিশ্যি এটা জানেন আপনি যে, কথাগুলো আপনার বিরুদ্ধেই যাবে—'

বাধা দিয়ে স্যার জি-কে বল্‌লেন, 'জানি জানি। কিন্তু তা'তে আর ভয় পাবার কিছু নেই আমার আজ।' —ব'লে তিনি কিছুক্ষণ পায়চারি ক'রে মিষ্টার রায়ের মুখামুখি হ'য়ে ব'সে প'ড়্‌লেন। মন স্থির ক'রে বলতে লাগলেন, 'প্রথমত আমি ব'লতে চাই—যে রাসবিহারী দত্তকে আমার ক্লাইড্‌ ষ্ট্রীটের অফিসে আমিই খুন করেছি। কিন্তু তার আগে সামান্য ইতিহাস আছে বলবার।—অবিশ্যি এটাও সত্যি যে, আমি তাকে ঠিক খুন ক'রতে চাইনি।'

মিষ্টার রায় পকেট্‌ বুকে শর্ট হ্যাণ্ডে স্যার জি-কে'র জবানবন্দী ক্ষিপ্র হস্তে নোট্‌ ক'রে যেতে লাগলেন। এক্ষেত্রে বক্তার অস্বস্তির সম্ভাবনা, কিন্তু স্যার জি-কে'র আপত্তি করার মত মনের

অবস্থা ছিল না। তিনি ব'লে চল্‌লেন, 'সুচরিতার কাকা যখন আমাকে রেখে গেলেন তাঁর সম্পত্তির ট্রাষ্টী, তখন আমার ইচ্ছে ছিল না অধর্মের পথে পা বাড়াবার ;—কিন্তু শেয়ার মার্কেটে, তেলের কলে এবং ব্যাঙ্ক্ ফেল্ পড়াতে আমি লোকসান দিয়েছিলাম ভীষণ। বাধ্য হ'য়ে তখন আমাকে আস্তে আস্তে হাত দিতে হ'ল সুচরিতার সম্পত্তিতে। দেনার দায়ে যখন লাল বাতি জ্বালাবার মত অবস্থা আমার তখন সুচরিতার ব্যাঙ্ক্ বণ্ডগুলো খুলে নিয়ে কভারে ভ'রে দিলুম শাদা কাগজ। ফের দিলুম শিল-মোহর ক'রে। তারপর যখন ক্লাইভ্ ষ্ট্রীটের অফিস লুট হ'ল,তখন সেগুলোর ভিতরে মাত্র একখানা ত্রিশ হাজার টাকার বণ্ড অবশিষ্ট ছিল। সেখানা আমার দেরাজে আছে এখনও। দত্ত আমাকে সন্দেহ করেছিল ঠিক। তখন আমার অভিসন্ধি ছিল, সেই রাত্রিতেই অফিস লুট্ ক'রে চতুরিকার কার্ড রেখে আসব—যাতে পুলিশের সন্দেহ না হয় আমার ওপর। অফিসে ফিরে গেলুম সেই রাত্রে—সাড়ে এগারটায়। গিয়ে দেখি, দত্ত আমার আগেই এসে গেছে। চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলে সে পরীক্ষা ক'রে দেখছিল কভারগুলিতে সত্যি সত্যি কোন বণ্ড্ আছে কি না। কভারগুলো ছিল ফাঁকা, আগেই বলেছি। দত্ত আমাকে ভয় দেখালে—সব প্রকাশ ক'রে দেবে। আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। সঙ্গে নিয়েছিলুম রিভলভার—এই মনে ক'রে যে, যদি ধরা পড়ি তক্ষুনি গুলী চালাব নিজের বুকে। দত্ত চাইলে তার পাওনা টাকা আমার কাছে। টাকা দেওয়ার

উপায় আমার ছিল না। অস্বীকার করলাম। দত্ত তখন আমাকে ভয় দেখালে, সে পুলিশ ডাকতে যাচ্ছে। হঠাৎ মাথায় খুন চেপে গেল; দিলুম গুলি চালিয়ে।'

মিষ্টার রায় লিখতে লিখতে প্রশ্ন করলেন, 'কিরণের কার্ডখানা এল কি ক'রে? আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন তো পকেটে?'

জি-কে:—হঁ্যা, কারণ আমার বিশ্বাস, চতুরিকাকে কিরণই সাহায্য করছে তার লুট তরাজে—

মিষ্টার রায় বললেন, 'আর একটা কথা আপনাকে জিগেস্ ক'রব—সুচরিতাই হচ্ছে চতুরিকা,—এরকম সন্দেহ আপনার হয়েছে কি?'

স্যর জি-কে সায় দিয়ে বললেন, 'গোড়া থেকেই আমার এমন সন্দেহ হয়েছে যে, সুচরিতাই চতুরিকা। কিন্তু সন্দেহের বাইরে কোন প্রমাণ আমি কখনও পাইনি। রায় পরিবার যখন ক্লাইড ষ্ট্রীটে থাকত, তখন সুচরিতা কিরণের কাছে চিঠি-পত্র নিয়ে যেত, আমি লক্ষ্য করেছিলাম।'

মিষ্টার রায়:—আপনি তখন কোথায় থাকতেন?

স্যর জি-কে:—আমিও তখন আমার ক্লার্ক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে ছিলাম।

মিষ্টার রায়:—সুচরিতার কাকা তখন বেঁচে?

স্যর জি-কে:—হ্যাঁ।

মিষ্টার রায় উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করছিলেন। স্যর জি-কে'রও আর কিছু বলবার ছিল না। মিষ্টার রায় চ'লে

যেতেই স্যর জি-কে অত্যন্ত ক্লান্ত ভাবে বিছনায় শুয়ে পড়লেন।

ইনস্‌পেকটার গুপ্তের সঙ্গে মিষ্টার রায় যখন একটা কাজের কথা বলছিলেন, হঠাৎ সার্জেণ্ট গুডী এসে উপস্থিত। বললে, 'স্যর! আসুন তো একবার আসামীকে দেখবেন! একটু আগে আমি তাকে দেখে এলাম দাঁত দিয়ে তার কোটের একটা বোতাম কামড়াচ্ছে—'

মিষ্টার রায়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল। বললেন, 'ওর জামাটা বদলে দিলে ভাল হয়; আর ওঁকে চোখে চোখে রাখতে হবে—'

তারপর নিজেই আবার কি মনে ক'রে ইনস্‌পেকটার গুপ্তকে নিয়ে স্যর জি-কে'র কক্ষে গেলেন। স্যর জি-কে সেই ভাবেই শুয়ে আছেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলছে না। মিষ্টার রায় ঝুঁকে পড়লেন, তারপর চীৎকার ক'রে বললেন, 'ইনি যে মারা গেছেন!'

কোটটা লক্ষ্য ক'রে দেখলেন, একটা বোতাম নেই। মৃতের ঠোট শুঁকে দেখলেন। বিছানাটা খুঁজে দেখলেন—ভাঙা বোতামের একটা অংশ প'ড়ে আছে। মিষ্টার গুপ্তের হাতে সেটা দিয়ে বললেন, 'হুঁ, তা হ'লে এর জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছিলেন!'

মিষ্টার গুপ্ত অবাক হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, 'এটা কি বলুন তো?'

মিষ্টার রায় বললেন, 'দেখছেন না এ বোতামটা সম্পূর্ণ আলাদারকমে তৈরী। এটা পটেসিয়াম সাইনয়েডের ট্যাব্‌লেট্।

কোটের বোতামগুলোর সঙ্গে রঙ্ করা হয়েছিল। মৃত্যুর জন্যে এটা একবার তাকে মুখে পূরতে হয়েছিল মাত্র। এর চেয়ে মারাত্মক বিষ আর নেই!'

* * *

এই ভাবে অপমৃত্যু হ'ল সার জি-কে দাংয়ের। নানা-রকম জোচ্চুরি-জালিয়াতি ক'রে যে সম্পত্তি তিনি রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাঁর জীবদ্দশাতেই তার অধিকাংশ নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। অবশিষ্ট যা-কিছু ছিল, সেটা রেখে গেলেন হারীন্ দাংয়ের জন্যে। হারীন্ ছিল বাপকা বেটা—মদ এবং আনুষঙ্গিক—চরিত্র হারাবার জন্যে যা কিছু দরকার তারই সাধনায় সে আত্মনিয়োগ করেছিল বহুদিন পূর্ব্বেই। ইদানিং সাধনাটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পিতাকে সে বহুদিন থেকেই ওল্ড ম্যান্ ব'লে বন্ধুদের কাছে নিজের তারুণ্যটা জাহির ক'রত। ওল্ড ম্যানের মৃত্যুর খবর পেয়ে হাতের কাছে আর কিছু না থাকায় সে একটা দুর্ম্মূল্য বোতলের ছিপি খুলল সশব্দে।

* * *

মিষ্টার রায়ের কাজও প্রায় সমাপ্ত হ'য়ে গেল। কারণ চতুরিকার রহস্য আর অনাবিষ্কৃত ছিল না। এরপর তাঁকে বাধ্য হ'য়ে যা ক'রতে হ'ল, সে কেবল তাঁর চাকরির খাতিরে। তাতে তাঁর না ছিল উৎসাহ, না আনন্দ।

হেড্‌ কোয়ার্টার্সে গিয়ে তিনি সার্জেণ্ট ব্রাউন্ এবং গুডী,

মিষ্টার সামন্ত এবং ইন্‌স্‌পেক্টার মিষ্টার গুপ্ত ও আরও দু-তিন জনকে নিয়ে এবং দুখানা ওয়ারেণ্ট সঙ্গে নিয়ে চললেন আবার হোটেল রিগ্যালের দিকে। হোটেলের প্রবেশ-পথে ও আশে-পাশে রাস্তায় সার্জ্জেণ্ট, ডিটেক্‌টিভ্‌ এবং পুলিশ প্রহরী (শাদা পোষাকে) দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন নিঃশব্দে। ঘরের দরজা খোলা। কিরণ আর সুচরিতা ব'সে খাচ্ছিল। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ বাইরে যাবার মত দুরস্ত। তা ছাড়া ট্রাঙ্ক ও বিছানা-পত্তর বাঁধাছাদা রয়েছে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন —ওরা তৈরা হয়েছে দূরে কোথাও যাবার জন্যে।

মিষ্টার রায় প্রথমে দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন। পকেটে রিভলবারের ওপর একবার অভ্যাসের বশে চাপ দিয়ে দেখলেম। তারপর ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন টেবিলের দিকে। সুচরিতা কলহাস্যে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বল্‌লে, 'ঠিক সময়ে এসে পড়েছেন। ব'সে পড়ুন। মিষ্টার রায়, আমি কফি ঢেলে দিচ্ছি।'

মিষ্টার রায় ধন্যবাদ দিতেও পারলেন না; কী অদ্ভুত এই মেয়েটি! এর দুরন্ত প্রকৃতিটাকে যে অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হয়! কি শান্ত, আত্ম-সমাহিত! কি অসাধারণ মেয়ে এই সুচরিতা!

কিরণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মিষ্টার রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেই বল্‌লে, 'ওঃ—সুচরিতা, ইনি

আমাদের আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন—যাকে পরিহাস ক'রে অনেকে বলে শ্বশুর-বাড়ী!'—ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌ল কিরণ।

মিষ্টার রায় বল্‌লেন, 'অনুমান আপনার মিথ্যে নয়, কিরণ-বাবু।—একটা চেয়ারে ব'সে টেবিলের ওপর হাত রেখে বল্‌লেন, 'কিরণ-বাবু, আপনার লীলা ফুরিয়েছে, আপনাকে আমি চাই এবার—'

সুচরিতা দুষ্টুমির সুরে এবং রূপের একটা চমক লাগিয়ে বল্‌লে, 'আমাকেও নিশ্চয়! বাঃ রে, আমাকে বুঝি বাদ দেবেন?'

মিষ্টার রায়ের মনে হ'ল, এমন রূপ, কথা-কওয়ার এমন অপূর্ব্ব সহজ ভঙ্গী বুঝি তিনি জীবনে দেখেননি কখনও। সুচরিতাকে জেলের ভেতর কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর প্রাণে ব্যথা লাগল। একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বল্‌লেন, 'হ্যাঁ, আপনাকেও, মিসেস্ বসু।'

সুচরিতা বিস্ময়ের ভাণ ক'রে বল্‌লে, 'অ্যাঁ! বলেন কী! আমি কি করেছি?'

মিষ্টার রায়ঃ—অনেক কিছু। আপনার সর্ব্বশেষ কীর্ত্তি হচ্ছে—এই হোটেলেরই নীচে আপনার স্বামীকে আলিঙ্গন করার ছলে আপনি কণ্ঠহারটি তুলে নিয়েছেন তাঁর পকেট থেকে এবং আইনের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছেন অন্যায়ভাবে।

সুচরিতাঃ—সেটা সহধর্ম্মিণী হিসাবে আমার কর্ত্তব্য ছিল

না কি, মিষ্টার রায়? অন্যায় হ'ল কি ক'রে? কিন্তু কেমন গুছিয়ে করেছিলাম বলুন তো!'

মিষ্টার রায়ঃ—ভারী চমৎকার। সত্যি, আপনার সে অভিনয়টি আমার মনে থাকবে বহুদিন।

সুচরিতাঃ—বেশ, বেশ, ধন্যবাদ। তারপর—আমার বিরুদ্ধে আপনার আর কোনও অভিযোগ আছে?

মিষ্টার রায়ঃ—কিছু না। শুধু এটা ছাড়া, যে, আপনিই হচ্ছেন বিশ্রুত-কীর্ত্তি চতুরিকা!

সুচরিতাঃ—আঁাঃ—সেটাও ধ'রে ফেলেছেন! কী সর্ব্বনাশ!

মিষ্টার রায় বিস্মিত হ'লেন দেখে যে, সুচরিতা তার কফির কাপটা উঁচু ক'রে ধ'রে তাতে চুমুক দিলে, কিন্তু হাতে তার একটুও কাঁপল না। বরঞ্চ চোখ দুটো তার দুষ্টুমি-বুদ্ধিতে নাচতে লাগল।

মিষ্টার রায় মনে মনে ভাবলেন, কেবল একজনের্র ওপর তার দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা না ক'রে যদি এই মেয়েটি সত্যিকার ডাকাতের ধরণেই চলা-ফেরা ক'রত, তবে সে কি ভয়ানক বস্তুই না হ'ত। হয়ত পৃথিবীতে দস্যু-বৃত্তির ইতিহাসে সে হ'য়ে উঠত অপরাজিতা।

কিরণ কফি শেষ ক'রে তার পকেট থেকে একটা সোনালী সিগারেট কেস্ বের ক'রে নিজে একটা নিয়ে—একটা দিলে মিষ্টার রায়কে। তারপর বললে,—'বলছেন

যখন আমাদের লীলা ফুরিয়েছে, তখন আপনার সঙ্গে আজকার কারা-প্রাচীরের অবরোধে না ব'সে এই আরাম-চেয়ারে ব'সেই গোটা কতক প্রাণের কথা ব'লে নিই। চতুরিকার অভিযানের প্ল্যান্‌গুলো সব আমারই করা, বুঝতে পারছেন ?

সুচরিতা হেসে বল্‌লে, 'মিছে কথা ব'ল না গো ! ঝক্কিও তুমি নাওনি ; যশও তুমি পাওনি, মশাই !'

বাঁ হাত বাড়িয়ে সুচরিতার মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে কিরণ ডান হাতে একটা জ্বলন্ত . দেশ্‌লায়ের কাঠি ধরালে মিষ্টার রায়ের কাছে। সুচরিতার পরিহাসের জবাবে সে হেসে বল্‌লে, —'এঞ্জিনিয়াররা কাজের প্ল্যান দিয়েই খালাস'। তারপরে আবার মিষ্টার রায়ের দিকে ফিরে বলতে লাগল, 'আপনি যা অনুমান করছেন তা নির্ভুলই বটে। আমার সহধর্মণী চতুরিকা। কিন্তু আরও বড় পরিচয় আছে, উনি আবার উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যিকা—'

সুচরিতা কিরণকে একটা চিম্‌টি কেটে বল্‌লে, 'হয়েছে। ডেঁপোমি করতে হবে না ! তুমি থাম—'

কিরণ :—চতুরিকা ওর নিজেরই একটা সাহিত্য-সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রই ওঁর মাথা খেয়েছেন। উনি তাই এ-যুগের দেবী চৌধুরাণী !—

সুচরিতা চোখ মুখ লাল ক'রে কিরণকে আর একবার থামাবার চেষ্টা করল আর একবার চিম্‌টির ইঙ্গিতে।

কিরণ হাসি-মুখে বললে, 'ও লিখ্‌বে সাহিত্য, আমি আঁকব প্ল্যান্‌। আমি হব ওর পাঠক, আর ও হবে আমার সমঝদার। সময়-সময় ওর প্লট্‌ দেব জুগিয়ে।—আচ্ছা, মিষ্টার রায়, আমাদের এক ঘরে থাকতে দেবেন তো? আপনি ইচ্ছে ক'রলেই পারেন—'

অকস্মাৎ হাতের জ্বলন্ত সিগারেট্‌টা মিষ্টার রায় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তাঁর চোখে-মুখে একটা সন্দেহ এবং আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠ্‌ল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর কারও মুখেই বিকারের চিহ্নমাত্র দেখা গেল না।

মিষ্টার রায় অস্বাভাবিক কণ্ঠে বল্‌লেন,—'আমি অনেকক্ষণ ব-সে-ছি'—তাঁর কথাগুলো অতি মাত্রায় জড়িয়ে গেল। জোর ক'রে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাঁর পা দুটো বিষম টল্‌তে লাগল। বিশ্বজগৎ অন্ধকার হ'য়ে আসতে লাগল দুই চোখের কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে। সমস্ত শরীর আসতে লাগল অবশ হ'য়ে। শুধু প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু কিরণ উঠে গিয়ে তাঁকে হাত বাড়িয়ে ধ'রে ফেল্‌লে। মিষ্টার রায়ের আর নড়বার শক্তি ছিল না। কথা-গুলো অস্পষ্ট উচ্চারণ ক'রে তিনি বললেন, 'ওই সি-গা-রে-টে বি-ষ মে-শা-নো ছি-ল—'

কিরণ হেসে বললে, 'ঠিক, ওটা আমার একটা অব্যর্থ অস্ত্র। নিদান কাল ছাড়া প্রয়োগ করিনে; কিন্তু বিষ নয়। ভয় নেই, মরবেন না—'

মিষ্টার রায়ের মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তার চোখ দুটো জড়িয়ে এল কাল-ঘুমে। কিরণ তাঁকে ধ'রে শুইয়ে দিলে টেবিলের তলায়।

সুচরিতা বললে, 'আহা, বেচারাকে এভাবে কষ্ট দিতে আমার বড় দুঃখ হচ্ছে গো!'

কিরণ দ্রুত জবাব দিলে, 'ক্ষতি হবে না ; বড় জোর ঘণ্টা দুয়েক। কিন্তু দুঃখটা আপাততঃ মনেই চেপে রাখ সু'—সেটা আছে বোধ হয় আমাদের অদৃষ্টে। রায় একা আসেনি ; হোটেলের দরজায়-দরজায় প্রহরী বসিয়ে এসেছে নিশ্চয়—একবার সে ভেন্টিলেটারের দিকে তাকিয়ে দেখলে, কিন্তু 'সেখানে যাতে আর কেউ যেতে না পারে তার ব্যবস্থা সে আগেই ক'রে রেখেছিল—মইটা সরিয়ে দিয়েছিল একেবারে অদেখা জায়গায়। নিঃশব্দে দরজা খুলে সে উঁকি মেরে দেখলে, বারান্দায় কেউ নেই। নীচে ফুটপাথে সার্জেণ্ট দাঁড়িয়ে আছে এবং দু-একটি ধুতি-পাঞ্জাবী-পরা ভদ্র ব্যক্তিও অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবে পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছে।

পোষাক বদ্‌লাবার সময় ছিল না। দেরী দেখে হয়ত সার্জেণ্টরা এক্ষুনি এসে ভাঙ্গবে দরজা। সে ইসারা করলে সুচরিতাকে, চুপি-চুপি ব'ল্‌লে, 'শুধু জুয়েল-কেস্‌টা তুমি ভ'রে নাও অ্যাটাচীতে। নেক্‌লেস্‌টা আমার পকেটেই আছে, আর এই অ্যাটাচীতে টাকা-কড়ি এবং বণ্ড-টণ্ডগুলো সব আমি নিয়েছি। আর দেরী করা চল্‌বে না সু'—শীগ্‌গির এস—'

নিঃশব্দে ভেতর থেকে দরজায় লাগিয়ে দিলে চাবি। বাথ-রুমের পেছনকার দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল দোতলার ছাদে। সে-দিকে আগুন লাগলে পালাবার জন্যে ছিল গোল লোহার সিঁড়ি—সেটা দিয়ে দু'জনে নেমে গেল নীচে। কিন্তু কয়েক ধাপ নেমে সোজা নীচে না গিয়ে গেল একটা কার্ণিশ-ওয়ালা একতলা দোকান-ঘরের ছাদে। সেখানে দাঁড়িয়ে কিরণ একবার সতর্ক দৃষ্টিতে দেখে নিলে কে কোথায় আছে। ছাদের সংলগ্ন দেয়ালের ওপর দিয়ে দু'ফুট লাফিয়ে গিয়ে পেলে আর একটা ছাদ। তার পেছনেই একটা অন্ধকার নোংরা সরু গলি বরাবর গিয়ে পড়েছে 'হ্যাভেন্ রোডে'। দেখে নিলে তারা—কেউ আছে কি-না, কিন্তু সেখানে কারও থাকবার কথা নয়। শুধু দূরের লাল বাড়ীটা থেকে দোতলার জানালা দিয়ে একটা ফিরিঙ্গি মেয়ে চেয়েছিল এদের দিকে হাঁ ক'রে। পাইপ্‌টা ধ'রে কিরণ বল্‌লে, 'আমি ধ'রে রেখেছি, তুমি আগে নেমে যাও সু'—

বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না ক'রে সুচরিতা তর-তর ক'রে নেমে গেল। এট্যাচী দু'টো কিরণ নামিয়ে দিল এক এক ক'রে, ধ'রে নিল সুচরিতা। তারপর চোখের নিমেষে নেমে গেল কিরণ।

এদিকে ইন্‌স্পেকটার গুপ্ত ততক্ষণে নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন এবং সার্জ্জেণ্ট দু'টো অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। এতক্ষণ কি করছেন

মিষ্টার রায়! আর তো দেরী করা উচিত নয়। মিষ্টার গুপ্ত তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে গিয়ে কিরণের স্থইচের দরজায় আঘাত করলেন দুই তিন বার। কোনও রকম সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু দেখা গেল তার চাবি গেছে হারিয়ে। তখন দরজার ওপর পড়তে লাগল লাথি, সার্জেণ্ট গুডী দূর থেকে গোঁ-ধরা ভেঁড়ার-মতঃ ছুটে এসে মারলে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা। ঝনাৎ ক'রে চাবির কল ভেঙ্গে দরজা খুলে গেল। ঘর খালি দেখে তারা গেল চম্‌কে। তারপর টেবিলের তলা থেকে মিষ্টার রায়ের মূর্চ্ছিত দেহ টেনে বের করলেন ইন্‌স্‌পেকটার মিষ্টার গুপ্ত। দস্তুর-মত ভয় পেয়ে গেল সবাই। এল স্মেলিং সল্‌ট্‌স্‌, ঠাণ্ডা জল, ব্র্যাণ্ডি। ফ্যানের তলায় মিষ্টার রায়ের চেতনাহীন দেহ শুইয়ে দিয়ে ডাকা হ'ল সাহেব ডাক্তার।

অনেকক্ষণ পরে মিষ্টার রায়ের চৈতন্য ফিরে এল। কিন্তু তখনও তাঁর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে থর থর ক'রে। অস্ফুট স্বরে বল্‌লেন, 'পেরেছেন ধরতে?' সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রতে লাগল। মিষ্টার রায় ধীরে ধীরে বল্‌লেন, 'ফাঁকি দিয়েছে তা হ'লে!'

মিষ্টার গুপ্ত বল্‌লেন, 'অসম্ভব। হোটেল থেকে তারা কিছুতেই বেরুতে পারে নি। আমরা হোটেল থেকে রাস্তায় নেমে যাওয়ার সব ক'টা দরজায় নজর রেখেছিলাম, নিশ্চয় হোটেলেই লুকিয়ে আছে তারা কোথাও!—কিন্তু কি ব্যাপার?

আপনার এ অবস্থা হ'ল কি ক'রে?'

মিষ্টার রায় বিষণ্ণ মুখে বললেন, 'আমি আস্ত বোকার মত হাঁড়কাঠে গলা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিরণ সব স্বীকার ক'রেছিল, আর আমাকে শুনতে শুনতে ভদ্রতার খাতিরে খেতে হ'ল 'মরফিয়া'-মেশান সিগারেট। বাধ্য হ'য়েই বলতে গেলে, কারণ ওরা নিশ্চয়ই একটা সিগারেটের ওপর ভরসা ক'রে ব'সেছিল না। আমি যদি সিগারেট না খেতাম, হয়ত বা এর চেয়েও বেশি বিপদেই পড়তে হ'ত আমাকে। যখন আপনাদের ডাক্‌ব মনে করলাম তখন মর্ফিয়ার ক্রিয়া আরম্ভ হ'য়ে গেছে……!'

ঘণ্টা-খানেক পরে ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠে তিনি নিজেই হোটেলে খানা-তল্লাসি সুরু করলেন, কিন্তু না পেলেন কিরণ আর চতুরিকাকে—না পেলেন তাদের পালাবার পথের কোনও সন্ধান। পেলেন যখন, তখন সুচরিতা আর কিরণ আর-একটা কীর্তি ক'রে মিষ্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ বোল্‌চারের ছদ্মবেশে মহানগরী ছেড়ে চ'লে গেছে সন্ধানের বাইরে।

মিষ্টার রায়ের মনে হ'ল, কিরণ ও সুচরিতার আরও দু-চারজন সহকারী নিশ্চয়ই আছে, যারা একসময় নিশ্চয়ই কোন রকম সাহায্য করেছে। সুতরাং এখন হোটেলে আর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালে কিছুই ফল হবে না। আর একটা কথা তাঁর মনে পড়ল যে, সেদিনই ভোর বেলায় স্যর জি-কে তাঁকে একটা বণ্ডের কথা বলেছিলেন। ক'লকাতা

ছেড়ে যাবার আগে দুঃসাহসী চতুর এবং চতুরিকা নিশ্চয়ই এই নায্য প্রাপ্যটাকে ছেড়ে চ'লে যাবে না। এটা মনে হওয়া মাত্র তিনি একটা ট্যাক্সি নিয়ে ছুট্‌লেন স্যর জি-কে'র বাড়ীর দিকে।

এর অনেক আগেই স্যর জি-কে'র বাড়ীর চাকর-চাপরাসীরা প্রভুর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে গিয়েছিল। বুড়ো খানসামা এমন ভাবে মিষ্টার রায়ের দিকে তাকালে যেন মিষ্টার রায়ই স্যর জি-কে'র অপমৃত্যুর জন্যে দায়ী। তারপরে সে তার অবিমিশ্রিত পদ্মাপারের ভাষায় বল্‌লে, 'লাইব্রেরীতে আর যাওন্ লাগ্‌ব না, মশয়; তালা বন্ধ কইরা অ্যাক্কেরে সিল্ মাইরা থুইয়া গেছে—'

মিষ্টার রায়ঃ—কে সিল্ মেরে বন্ধ করলে?

খানসামাঃ—যে সে না মশয়, হাকিম নিজেই আইছিল।

মিষ্টার রায় দেখ্‌লেন, লাইব্রেরী ঘরের দরজায় মস্ত বড় তালা ঝুলছে এবং একটা আব্‌ছা নোটিসের ওপর দুটো বড় বড় লাল সিল্ মারা রয়েছে। তাঁর কি রকম সন্দেহ হ'ল। কিন্তু হ'লেও ওই সরকারী সিলের এমনি মাহাত্ম্য যে, ভাঙতে ফস্ ক'রে সাহস হয় না। ওপরওয়ালার হুকুম ছাড়া ও নষ্ট করা সুবুদ্ধির কাজ নয়। তিনি ইতস্তত ক'রতে লাগলেন। প্রশ্ন করলেন, 'আর কেউ এখানে এসেছিল?'

খানসামাঃ—হ'—ক্যাবল্ আমাগ মিসি বাবা—

মিষ্টার রায়ঃ—কে? সুচরিতা??

খানসামা ঃ—আইজ্ঞা হ’—

মিষ্টার রায় ঃ—কখন এসেছিল ?

খানসামা ঃ—হাইকোটের সায়েবের একটু আগেই কর্ত্তা। মিসি বাবা লাইব্রেরী ঘরে বইসা আছিল, হাকিম তান্‌রে খুব কড়া হুকুম দিছিল আইসা—,

বুড়ো মুখের এমন একটা ভাব ক’রলে যে, হাকিমের হাতে সুচরিতার অপমান হওয়াতে সে ভারী খুসী হয়েছে। কেমন ক’রে তার মনে হয়েছিল ওই মিসি বাবাই হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল

মিষ্টার রায় ঃ—তার পর ?

খানসামা ঃ—তারপর মিসি বাবা কইল, আগের দিন যে ছাতিটা ফেলাইয়া গেছি, সেই ছাতিটা লইয়া আস দেখি গিয়া। আ—কপাল, ছাতি লইয়া আইসা দেখি মিসি বাবা নাই। চইলা গেছে, আর হাকিম তখনও গজরাইতে আছে—

মিষ্টার রায় মুহূর্ত্তে সময় নষ্ট না ক’রে অফিসে চ’লে গেলেন্। সহকারী ও নিম্নতন কর্মচারীদের অনেককে নানা রকম নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন নানা দিকে। তারপর অন্তত ঘণ্টা খানেক ধ’রে চান্সারা অফিসারদের কাছে একে-একে ফোন্ ক’রে দেখলেন। জবাবে কেউ কোনও রকম সন্ধান দিতে পারলে না। তাঁর অবস্থাটা হ’ল ঠিক পাগলের মত। ঘাটে এসে তরী এরকম ভাবে তাঁর আর ডোবোন কখনও। শেষটায় ছুটলেন আবার স্যার জি-কে’র বাড়ী। ঠিক করলেন, যা

থাকে বরাতে—ওই দরজার তালা তিনি ভাঙবেন।

স্যর জি-কে'র বাড়ীতে ঢুকতেই সর্বাগ্রে ছুটে এল সেই বুড়ো খানসামা। বললে, 'হুজুর, আপনে চইলা যাওয়ার একটু পরেই সাহেবের লাইবেরী ঘরে আমি যেন একটা খস্‌খসানি আওয়াজ পাইলাম। কিছু বুঝতে পার্লাম না; জিগাইলাম —লাইব্রেরী ঘরে কেউ আছে নাকি? বলেন তো হুজুর কেডা জবাব দিল?

মিষ্টার রায় বিবর্ণ মুখে বল্‌লেন, 'নিশ্চয়ই চতুরিকা— সুচরিতা, যিনি তোমাদের মিসি বাবা!'

খানসামা:—ঠিকইত হুজুর। আপনি জানলেন কেমনে?

মিষ্টার রায়:—উঃ কী ভুল করেছি!

খানসামা:—মনে ভাবলাম, হুজুর, যে হাকিম তেনারে ভুলে বন্ধ কইরা রাইখা গেছে। আর তিনি বোধ হয় সাহেবের দ্যারাজ খুইলা চিঠিপত্র ঘাটাঘাটি করতে আছিল:—কেডা না জানে যে—আমাগ সাহেবের দ্যারাজ বড় আশ্চর্য্য চিজ। ওই মিসি বাবাই একবার কইছিল যে, সাহেবের কোন চিঠি হারাইলে, সাহেব সেইডা একমাস খুইজাও বাহির করতে পারবেন না দ্যারাজ থাইকা—

মিষ্টার রায়:—ওঃ! কী বোকার মত কাজ করেছি। দেরাজ খুলে বণ্ড নিতে তার সময় দরকার ছিল। ঠিক বুঝতে পেরেছিল আমরা শুধু পালাবার ঘাঁটিগুলো বড় জোর আগলাবো। এ বাড়ীতে আসব না কখনও—

আর বুড়োর কাহিনী শোন্‌বার তাঁর দরকারও ছিল না, আগ্রহও ছিল না। কিন্তু বুড়োর আগ্রহ তখনও মেটেনি সে ব'লে চল্‌ল, 'কিছুক্ষণ পরে জানালা দিয়া চাবি বাইর কইরা দিয়া কইলেন, 'শীগ্‌গির দরজা খুইলা দেও বুড়া। আমি দরজা খুইলা দিতেই বাইরে আসল মিসি বাবা, মুখে ফূর্তি কত। কিন্তু সাহেবের দ্যারাজের যা অবস্থা না দ্যাখলে বিশ্বাস অইত না হুজুর। সব ভাইঙ্গা চুইরা একাক্কার কইরা করাইতেছে—তেনার হাতে দ্যাখ্‌লাম একখানা চৌকোনা কাগজ—

মিষ্টার রায়ঃ—ব্যাঙ্ক্‌ বণ্ড্‌ নিশ্চয়।

খানসামাঃ—আমারে কইল, ইঃ, বড় খোজন্‌টাই খুজছি বুড়া! আমি কইলাম, ভাল করোনি মিসি বাবা। হাকিমের সিল, তোমার ভাঙন্‌টা উচিত হইছে না। পুলিশে যদি জানে—কইল, কি কমু হুজুর, বলে গোল্লায় যাউক তোমার হাকিম আর পুলিশ!! হুন্‌ছেন কি এমন কথা হুজুর?

মিষ্টার রায় আর সেখানে দাঁড়ালেন না, মনে মনে বল্‌লেন, —সত্যি সে পুলিশকে 'গো টু হেল্‌' ক'রে ছেড়েছে। তাঁর শেষ চেষ্টা হ'ল ষ্টেশ্যানে, ষ্টীমার-ঘাটে, কল্‌কাতার বাইরে যাবার যতগুলো রাস্তা আছে, পুলিশ রেখে সব ক'টা আরও ভাল ক'রে বন্ধ করা, যদিও আশা তাঁর একটুও ছিল না যে, কোনও ফল হবে। যে চতুর এবং চতুরিকা তাঁকে অনেক রাত ঘুমোতে দেয়নি, তাদের বোকা পুলিশ গ্রেপ্তার করবে—

চিরকালের জন্য কলকাতা ছেড়ে বিদায় নেবার পথে, তা'তে তাঁর বিন্দুমাত্রও ভরসা ছিল না। অসম্ভব জেনে তিনি নিশ্চিন্ত মনে চ্যাঙোয়া রেস্তরাঁয় খেয়ে—একখানা মূল্যবান শাড়ী কিনতে বেরুলেন মিসেস্ অপর্ণা রায়ের জন্যে . . .

ছ' মাস পরে মিষ্টার রায় 'জুরিক'-এর সিল্‌মারা একখানা সুদৃশ্য খামে একখানা লম্বা চিঠি পেলেন সুচরিতার কাছ থেকে। অপর্ণা জিগেস্ করলেন, কার চিঠি গা? দেখি! নিজেই চিঠিখানা টেনে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

"মাই ডিয়ার মিষ্টার রায়,—

আপনি জানেন না—হোটেল রিগ্যালে আপনাকে বাধ্য হ'য়ে যে কষ্ট দিয়েছিলাম, তার জন্যে আমরা কত লজ্জিত ও দুঃখিত।

সত্যি, সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমার কাছে ছেলে-মানুষি ব'লে মনে হচ্ছে, কারণ আমি ও সব বে-আইনী কাজ করেছিলাম কিসের জন্যে? যা আমি ন্যায়ত দাবী করতে পারতাম, তারই জন্যে। আমিই যে সেই সাঙ্ঘাতিক চতুরিকা—ভাবতেও আমার এখন হাসি পায়। আমার চরিত্রের সঙ্গে আমার কীর্তিগুলি কি ক'রে যে মিলেছিল আমি আজও ভেবে পাইনে। শুনে সুখী হবেন, আমার স্বামীকে নিয়ে আমি খুব সুখে-আনন্দে-শান্তিতে আছি। জানালা খুলতেই দেখতে

পাই—সুইজারল্যাণ্ডের দিগন্তে মিশে-যাওয়া সবুজ মাঠ আর শাদাটে মেঘলা পাহাড়।

আপনাকে কিন্তু মনে আছে। ক'লকাতার যত পুলিশ-গোয়েন্দা আমাকে পাকড়াও করার পণ করেছিলেন—তাঁদের ভেতরে মাথা ছিল শুধু আপনারই। তারই জন্যে আপনাকে শ্রদ্ধা করি, আর শ্রদ্ধা করি আপনার ভদ্র মনের জন্যে।

যে দুটি লোক আমাদের কয়েকটি অভিযানে সহায়তা করেছিল, তারা এখন আছে আপার বার্মায়। বেশ ভাল আছে। আমাদের এখানে আসার আগেই তারা চ'লে গিয়েছিল বর্মায়। সেখানে গিয়ে তাদের হোটেল খোলার কথা ছিল। বোধ হয় তা-ই চালাচ্ছে। অথচ সেই লোক দুটো সত্যিকারের ডাকাত ছিল। ডাকাতদের ওপর আমার বড় ঘৃণা।

অবিশ্যি আমার অনেকগুলো কাজে বোধ হয় আপনার একটু তাক্ লেগেছে। এটা কেন হ'ল, ওটাই বা কেন?—যেমন ধরুন, কেন আমি হারানের মত একটা বোকার সঙ্গে গার্জায় গিয়েছিলুম।—কারণ, প্রথমত—আমি তার আগেই কিরণকে বিয়ে করেছিলাম। দুটো বিয়ে আমার মত মেয়ে ডাকাতের পক্ষে এমন বেশি কি! তারপর—আমি বিয়ে ভেঙ্গে দেবার যোগাড়-যন্ত্র সব ঠিক রেখেছিলাম। ঠিক জানতাম, এ বিয়ে হ'তেই পারবে না। তাছাড়া আর-একটা হেতু ছিল গার্জায় যাবার—সেটা হচ্ছে এই যে, হয়ত বিয়ের সময় স্যর জি-কে আমাকে একটা বড় রকম যৌতুক দেবেন—সেটাতেও

অবিশ্যি নিরাশ হ'তে হয়েছিল। কিন্তু পরে সেটা আমি বুদ্ধির খেলায় স্যার জি-কে'কে হারিয়ে শেষ পর্য্যন্ত আদায় ক'রে ছেড়েছিলাম। স্যার জি-কে'র কোন কোন বন্ধু-বান্ধবীর কাছ থেকে অবিশ্যি আমি কিছু দামী উপহার এই উপলক্ষে পেয়েছিলাম। স্যার জি-কে! নাঃ, লেকেটার জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হয়। বড় দুর্ভাগা ছিল লোকটা।

মিষ্টার ডি-ডি সেনের বাড়ীতে যে বিলেত-ফেরত ডাক্তার অযাচিত ভাবে আমায় দেখতে এসেছিলেন, তিনিই আমার স্বামী কিরণ। ওঁর কাছে যে আমি কত রকমে ঋণী, ব'লে শেষ করা যায় না! ওঁকে ভালবেসে আমি জীবনের নূতন আদর্শ পেয়েছি খুঁজে।

হয়ত এমন হ'তে পারে যে, আমরা একদিন আবার ক'লকাতায় ফিরে যাব—যখন সুইজারল্যাণ্ড আর ভাল লাগবে না। হয়ত রাশাতেও চ'লে যেতে পারি। যদি ক'লকাতায় ফিরে যাই—তখন আর নিশ্চয়ই আপনি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা ক'রে আর 'বালা' পরাবেন না হাতে। কারণ আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন বা পারবেন যে, ডাকাতি করলেও ডাকাত আমি ছিলাম না, সমাজের আমরা উপকারই করেছি এবং আপনাকে ওইটুকু ছাড়া, আমি বা কিরণ আজ অবধি কাউকে আঘাত করিনি। হ্যাঁ,—আমাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা যদি কখনও উঁচুতে ওঠে তা হ'লে মাননীয় কমিশ্যনার বাহাদুরকে সেটা জানিয়ে দিবেন।

আমি এত সুখে আছি যে, ভয় হচ্ছে—হয়ত অদৃষ্টে এতটা সইবে না। ভাল কথা, আমার মাকে একবার জানাবেন দয়া ক'রে আমাদের কথা। অবিশ্যি তিনি সুখী হবেন না, কারণ সেটা তাঁর অদৃষ্টে লেখা নেই।

চতুরিকার আইডিয়াটা (ধারণা) আমি পেয়েছিলাম আমার সেই সখী ঝি মীরার কাছ থেকে। ওকে আমার ভারী দেখতে ইচ্ছে করে। যদি ওকে নিয়ে আসা যেত! মীরা ডাকাতদের দুঃসাহসিক অভিযানগুলো বড় পছন্দ করত। আর সেগুলো শোনাত আমাকে গল্প ক'রে। তখন থেকেই আমার মনে এই ধারণাটা এল যে, দেখা যাক্ না একটু মাথা খেলিয়ে—মন্দ কি! এ-ও একরকমের আমোদ। এরকম উদ্ভট আমোদের নেশাটা হয়ত আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে।

ভাল কথা, শুনে সুখী হবেন যে, আমার একখানা বই—উপন্যাস—শীগ্গিরই সুইস্ ভাষায় অনূদিত হ'য়ে ছাপা হবে। কিরণ এঁকেছে তার দু-একটা ছবি; ও খুব ভাল শিল্পী; লিখতেও পারে ইচ্ছে করলেই, কিন্তু লেখে না। আপাতত দু-একটা যান্ত্রিক আবিষ্কারের খেয়াল নিয়ে ভীষণ মেতে আছে।

আচ্ছা,—একবার ছুটী নিয়ে আসতে পারেন না এদেশে? আপনি এলে বেশ মজা হয় কিন্তু, মানে—খুব আনন্দিত হই আমরা—

আপনাদের চতুরিকা"

চিঠির তলায় একটা P.S. (পুনশ্চ) ছিল। সেটা প'ড়ে

মিসেস্ রায় হেসে ফেল্‌লেন এবং অতি দুঃখেও মিষ্টার রায় না হেসে থাকতে পারলেন না।

"পুনশ্চ—এবার না হয় নিজের সিগারেটই নিয়ে আসবেন।"

শেষ